সৃষ্টির স্থাবর, জঙ্গম সকল পদার্থ ব্রহ্মলোকে আকৃষ্ট হইল। দেবশিল্পী, তাহা হইতে, তিল, তিল আকর্ষণ করিয়া, তিলোত্তমার দেহ নির্ম্মাণ করিলেন; স্বয়ং বীণাপাণি আসিয়া তিলোত্তমার রসনায় উপবিষ্ট হইলেন;

"অমৃত সঞ্চারি তবে দেবশিল্পিপতি
জীবাইলা কামিনীরে—সুমোহিনী বেশে
দাঁড়াইলা, প্রভা যেন আহা মূর্ত্তিমতী।

দেবগণ সেই অদৃষ্টপূর্ব্বা নারী দর্শনে বিমুগ্ধ হইলেন। সেই সময় দৈববাণী হইল;

"পাঠাও, হে দেবপতি, এ রমা বামারে
(অনুপমা বামাকুলে) যথা অমরারি
সুন্দ, উপসুন্দাসুর; * *
* * * এ মাধুরী হেরি,
কামমদে মাতি দৈত্য মরিবে সংগ্রামে।
তিল, তিল লইয়া গড়িলা সুন্দরীরে
দেব-শিল্পী তেঁই নাম রাখ তিলোত্তমা।"

মধুসূদন যে বিষয় অবলম্বন করিয়া তাঁহার কাব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা এই খানেই শেষ হইয়াছে।

তিলোত্তমার উপসংহার।

তিলোত্তমার "সম্ভব" হইতেই তাঁহার কাব্যের উপসংহার হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি আরও এক সর্গ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি তিলোত্তমার সাহায্যে দেবগণের বিজয়লাভ কীর্ত্তন করিয়াছেন। বর্ণনাগুণে কাব্যের এই সর্গই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই সর্গে আমরা দেখিতে পাই, বিজয়ী দৈত্যবীরদ্বয়, বিহারার্থ, বিন্ধ্যারণ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন;—দৈত্যপুরী আনন্দোৎসবে পরিপূর্ণ। দৈত্যবীরদ্বয় দিব্যাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন;

তাঁহাদিগের কণ্ঠে পারিজাত মাল্য এবং মস্তকে রাজছত্র শোভা পাইতেছে। বীতিহোত্র-মূর্ত্তি শত, শত দৈত্যবীর, তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া, দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। বন্দীগণ উচ্চৈঃস্বরে জয়-শব্দ উচ্চারণ করিতেছে এবং নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতেছে। মৃদঙ্গ, বীণা, সপ্তস্বরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সমূহ অনবরত ধ্বনিত হইতেছে, এবং কস্তূরী, চন্দন ও পুষ্পদাম চতুর্দ্দিকে বর্ষিত হইতেছে। দৈত্য-সৈনিকগণ আনন্দে উন্মত্ত। কেহ সুখাদ্য দ্রব্য ভোজন করিতেছে; কেহ জলক্রীড়া করিতেছে; কেহবা নির্জ্জনে প্রণয়িনীর অঙ্গ কুসুমাভরণে সুশোভিত করিতেছে। চতুর্দ্দিকে স্তূপাকারে অস্ত্র, শস্ত্র সজ্জিত রহিয়াছে, এবং তাহার নিকট উপবেশন করিয়া দৈত্যযোধগণ, দেবগণের সহিত সংগ্রামে, দেবসৈনিকদিগের লাঞ্ছনা এবং আপনাদিগের বীরত্ব পরস্পরের নিকট কীর্ত্তন করিতেছে। দেবরাজ, দৈত্যকুলভুজঙ্গিনী তিলোত্তমাকে সঙ্গে লইয়া, বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করিলেন। যেখানে দৈত্যবীরদ্বয় বিহার করিতেছিলেন, তিলোত্তমা, দেবেন্দ্রের আদেশে, সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। ঋতুরাজ বসন্ত ও স্বয়ং কামদেব, অদৃশ্য ভাবে, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তিলোত্তমার বিলাসলীলা কবি অতি দক্ষতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। অপরিচিত কুসুম বনে কুরঙ্গিণী যেমন সন্ত্রস্তা এবং প্রতি পদে চমকিতা হইয়া ভ্রমণ করে, বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করিয়া তিলোত্তমাও সেইরূপ সভয়ে অগ্রসর হইতেছিলেন। পত্রের মর্ম্মরে, মলয় বায়ুর হিল্লোলে, অলির ঝঙ্কারে এবং আপনার পদস্থিত নূপুরের নিক্কণে তিলোত্তমার হৃদয় কম্পিত হইতেছিল। তিলোত্তমার ভুবনমোহন রূপ দর্শন করিয়া বিন্ধ্যারণ্যবাসিগণ মুগ্ধ হইলেন। বনদেবী কুসুমদাম গ্রথিত করিতেছিলেন; তিলোত্তমাকে দেখিয়া, অলকাগুচ্ছ উত্তোলন পূর্ব্বক, অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। বনদেব তপস্বী নয়ন যুগল মুদিত করিলেন; এবং বিন্ধ্যারণ্য-বিহারী মৃগেন্দ্র, জগদ্ধাত্রী ভ্রমে, তাঁহাকে পৃষ্ঠাসন প্রদান

করিল। সরোবরের নির্ম্মল জলে আপনার প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া, তিলোত্তমা, মিণ্টনের প্যারাডাইস লষ্টের ইভের ( Eve ) ন্যায়, আপনার রূপে আপনি বিমোহিত হইলেন। কানন পথে ভ্রমণ করিবার সময়,

* * * "কত স্বর্ণলতা
সাধিল, ধরিয়া আহা রাঙা পাদুখানি,
থাকিতে তাদের সাথে ; কত মহীরুহ,
মোহিত মদনমদে, দিলা পুষ্পাঞ্জলি ;
কত যে মিনতি স্তুতি করিলা কোকিল
কপোতীর সহ : কত গুণ গুণ করি,
আরাধিলা অলিদল, কে পারে কহিতে?
আপনি ছায়া, সুন্দরী ভানু-বিলাসিনী,
তরুমূলে, ফুল-ফল ডালায় সাজায়ে,
দাঁড়াইলা, সবিভাবে বরিতে বামারে ;
নীরবে চলিলা, সাথে সাথে প্রতিধ্বনি ;
কলরবে প্রবাহিনী—পর্ব্বত-দুহিতা
সম্বোধিলা চন্দ্রাননে ; বনচর যত
নাচিল, হেরিয়া দূরে বন-শোভিনীরে।
* * *
সাহসে সুরভি বায়ু, ত্যজি কুবলয়ে,
মুহুর্মুহু, অলকায় উড়াইয়া কামী
চুম্বিলা বদন-শশী। তা দেখি কৌতুকে
অন্তরীক্ষে মধুসহ মদন হাসিলা।

এদিকে দৈত্যবীরদ্বয়, মহানন্দে, বনবিহার করিতে করিতে, যেখানে তিলোত্তমা নিকুঞ্জাভ্যন্তরে উপবিষ্টা ছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তিলোত্তমার বরবপুর সৌরভে কানন আমোদিত হইতেছিল। সেই অপূর্ব্ব সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পরকে বলিলেন :

* * * "কি আশ্চর্য্য দেখ,
দেখ ভাই, পূর্ণ আজি অপূর্ব্ব সৌরভে
বনরাজী ! বসন্ত কি আবার আইল ?
আইস, দেখি, কোন ফুল ফুটি আমোদিছে
কানন !"

কিন্তু কুসুম নয়, তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশের জন্য, কুসুমাবৃতা ভুজঙ্গিনী সেই বনে আবির্ভূতা হইয়াছিল। ভ্রাতৃদ্বয় দেখিতে পাইলেন, প্রস্ফুটিত কুসুমদামের অভ্যন্তরে কুসুম-লক্ষ্মীরূপিণী তিলোত্তমা শোভা পাইতেছেন। সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শনে ভ্রাতৃদ্বয় বিস্মিত হইলেন। সুন্দ কনিষ্ঠ উপসুন্দকে বলিলেন ;

"কি আশ্চর্য্য ! দেখ ভাই, * *
* * নিকুঞ্জ মাঝারে
উজ্জ্বল এ বন বুঝি দাবাগ্নি-শিখাতে
আজি ; কিম্বা ভগবতী আইলা আপনি
গৌরী ! চল, যাই ত্বরা পূজি পদযুগ ;
দেবীর চরণ-পদ্ম—গন্ধে যে সৌরভ
বিরাজে, তাহাতে পূর্ণ আজি বনরাজী।

মোহমুগ্ধ ভ্রাতৃদ্বয়, মহাশক্তি ভ্রমে, তিলোত্তমার চরণ-যুগল পূজার জন্য ধাবিত হইলেন ; এদিকে মধুসহ মন্মথ, অন্তরীক্ষ হইতে, শরজালে তাঁহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিলেন। উন্মত্তের ন্যায় উভয়েই, এক সময়ে, তিলোত্তমার এক একটী কর ধারণ করিলেন। দৈত্যকুলের সর্ব্বনাশ হইল। কামাভিভূত উপসুন্দ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে, রোষভরে, জিজ্ঞাসা করিলেন ;

" * * কি কারণে তুমি স্পর্শ এ বামারে
ভ্রাতৃবধূ তব বীর ? * * *"

সুন্দ বলিলেন ;

"বধিনু কন্যায় আমি তোমার সম্মুখে
এখনি! আমার ভার্য্যা, গুরুজন তব ;
দেবর আমার তুমি ; দেহ হাত ছাড়ি।"

ক্রমে, রোষাবেশে, উভয়েই শাণিত অসি নিষ্কোষিত করিয়া, পরস্পরকে আঘাত করিলেন। বিধাতার নির্ব্বন্ধ পূর্ণ হইল ; উভয়ের অস্ত্রে উভয়ে আহত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইলেন।

দৈত্যবীরদ্বয়ের নিধন-সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র দেবগণ দৈত্য-দেশ বেষ্টন করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই দৈত্যপুরী শ্মশান-ভূমিতে পরিণত হইল। অন্যান্য দেবগণকে নিষ্ঠুরের ন্যায় পরাজিত দৈত্যবীরদিগকে বিনাশ করিতে দেখিয়া দেবরাজ শঙ্খধ্বনি পূর্ব্বক সকলকে নিবারণ করিলেন। তিলোত্তমার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গে কবি দেবরাজ সম্বন্ধে যে উচ্চ আদর্শ কল্পনা করিয়াছিলেন, চতুর্থ সর্গে তাহারই অনুক্রম লক্ষিত হয়। দেবরাজের আদেশে দৈত্যবীরদ্বয়ের দেহ চন্দন-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত চিতায় ভস্মীভূত হইল। তাঁহাদিগের পত্নীগণ, তাঁহাদিগের অনুগামিনী হইয়া, স্বর্গগমন করিলেন ; দেবকার্য্য সম্পূর্ণরূপে সুসিদ্ধ হইল। তিলোত্তমা, দেবেন্দ্রের আজ্ঞায়, সূর্য্যলোকে প্রস্থান করিলেন ; তিলোত্তমা-সম্ভব-কাব্য সমাপ্ত হইল।

তিলোত্তমাসম্ভবের দোষগুণ।

তিলোত্তমা-সম্ভবে মধুসূদন আদ্যোপান্ত পৌরাণিক ঘটনার অনুসরণ করেন নাই ; ইহার অনেক স্থানই তাঁহার স্ব-কপোল-কল্পিত, অথবা অন্যান্য কাব্যের ছায়াপাতে গঠিত। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় তিনিও বিবিধ কাব্য হইতে তিল, তিল রূপে তাঁহার গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক ভৌতিক পদার্থ হইতে তিল, তিল গ্রহণ করিয়া তিলোত্তমার সৃষ্টি, যেমন ভারতীয় প্রাচীন কবিগণের

উৎকট কল্পনার নিদর্শক, যে অভিনব আকারে মধুসূদন তাহা বঙ্গীয় পাঠকগণের সমক্ষে অবতারিত করিয়াছেন, তাহাও তেমনই কৌতূহলোদ্দীপক। চিরতুষারাবৃত হিমাচলে দেবরাজের অবস্থিতি, বায়ুদেবের বিশ্বকর্ম্মার নিকট গমন, এবং উত্তর মেরুস্থিত বিশ্বকর্ম্মার পুরী প্রভৃতি বিষয়গুলি অতীব বিস্ময়কর। তিলোত্তমার ভাষাও বর্ণনীয় বিষয়ের উপযোগিনী। ইহার পূর্ব্বে যে সকল বাঙ্গালা কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহার কোন খানিরই ভাষা অথবা ভাব ইহার ন্যায় গাম্ভীর্য্যপূর্ণ নহে। কিন্তু এই সকল গুণের সঙ্গে তিলোত্তমাসম্ভবে কতকগুলি দোষও বর্ত্তমান আছে। ইহার ভাষা, অনেক স্থলে, কর্কশ; ইহার ভাব, পুঞ্জীকৃত অলঙ্কারের সমাবেশে, অনেক স্থলে, দুর্ব্বোধ্য; এবং প্যারাডাইস্‌লষ্টের ন্যায় ইহাতেও (human interest) মানবচিত্তাকর্ষক ঘটনার অধিক উল্লেখ নাই। আমরা ইহাতে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের প্রকৃতি দর্শন করিয়া বিস্মিত হই, কিন্তু আকৃষ্ট হই না। ইহা আমাদিগেরই ন্যায় রক্তমাংসময় নর, নারীর প্রকৃতি, এরূপ ভাবিয়া সহানুভূতি করিতে পারি না। শর্ম্মিষ্ঠার ন্যায় ইহারও চরিত্র গুলি সম্যক্ পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। মধুসূদন তখন অনভিজ্ঞ, নবীন লেখক ছিলেন; নির্ম্মাণ-কৌশল তখনও তাঁহার আয়ত্ত হয় নাই। তিনি নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাষার উপর তখনও তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে নাই; তিনি অলঙ্কার ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু কোথায় যে কোন্ অলঙ্কার ব্যবহার করিতে হয়, তাহা তাঁহার জ্ঞান ছিল না। তাঁহার স্বদেশীয় পাঠকগণ তাঁহার গ্রন্থ কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিবেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ সন্দেহ ছিল; সুতরাং তিনি সঙ্কুচিত চিত্তেই হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন তিলোত্তমার মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; পাছে গ্রন্থের কলেবর বর্দ্ধিত হইলে মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় অধিক হয়, সেই ভয়ে তিনি তাঁহার কাব্যোক্ত বিষয়গুলিও ইচ্ছানুরূপ

পরিবর্দ্ধিত করিতে পারেন নাই। এই সকল কারণে এবং প্রথম উদ্যম বলিয়া তাঁহার অন্যান্য কাব্যের অপেক্ষা তিলোত্তমায় অধিক দোষ লক্ষিত হইবে। মধুসূদন নিজেও তাহা জানিতেন, এবং সেই জন্য, য়ুরোপে থাকিতে, তিলোত্তমা-সম্ভব নূতন আকারে রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। ভাষার কর্কশতাবশতঃ তিলোত্তমা-সম্ভব, মধুসূদনের অন্যান্য কাব্যের ন্যায়, সাধারণের প্রিয় নয়। কিন্তু যে কেহ, সেই কর্কশ ভাষার আবরণ ভেদ করিয়া, ইহার মাধুর্য্য অন্বেষণ করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা, সম্পূর্ণ রূপেই, মেঘনাদবধ-কাব্যের পূর্ব্বগামী হইবার যোগ্য। রঘুবংশের কবি বলিয়াছেন যে, সহকারের সুমিষ্ট ফল প্রাপ্ত হইলে লোকে তাহার মঞ্জরীকে বিস্মৃত হয়। মেঘনাদ-বধ ও বীরাঙ্গনা প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গীয় পাঠকও, তেমনই, তিলোত্তমার কথা বিস্মৃত হইয়াছেন। কিন্তু যিনি মধুসূদনের প্রতিভার ক্রমবিকাশ দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে মেঘনাদ-বধ পাঠের পূর্ব্বে একবার তিলোত্তমা-সম্ভব পাঠ করিতে বলি। *

---

* মধুসূদন তিলোত্তমা-সম্ভব-কাব্য, রত্নাবলী ও শর্ম্মিষ্ঠার ন্যায়, ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ইহার প্রথম অংশ ধারাবাহিক বাঙ্গালা তিলোত্তমা-সম্ভবের প্রথমাংশের অনুরূপ। নিম্নে তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

English Translation of the 1st Canto of

তিলোত্তমা-সম্ভব-কাব্য।

Dhabala by name, a peak
On Himalaya's kingly brow—
Swelling high into the heavens,
Ever robed in virgin snow;
And endued with soul divine.
Vast and moveless like the Lord
Siva, mightiest of the gods.

মধুসূদনের প্রথম রচিত গ্রন্থ-সমূহে প্রাচ্য কবিগণের প্রভাব।

তিলোত্তমা-সম্ভব রচনার সঙ্গে মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবনের একাংশ সমাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার সাহিত্যিক জীবনকে বিভাগ করিলে তাহাতে প্রাচ্য কবি-গণের প্রভাবকাল ও প্রতীচ্য কবিগণের প্রভাব-কাল, স্থূলতঃ, এই দুই অংশ বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। শর্ম্মিষ্ঠা হইতে তিলোত্তমা-সম্ভব-কাব্য পর্য্যন্ত প্রথম

---

By holiest anchorites adored,
When with spotless garment clad, he
Stands sublime immersed in prayer,
With his arms uplifted high,
His towering head hid in the air!
Forests, groves and trees and creepers,
Blossoms, flowers, and all that gem
Every mountain's airy brow,
Like gold and emerald diadem—
Grow not here; as if Earth's lord,
Of earthly pleasares sick, disdains
Life's gay vanities and follies,
Breaking their delusion's chains.
Birds that ever sweetly warble,
Bees that wander on the wing,
Seeking honey from each flower,
Come not here; the forest-king
Mountain-bodied elephant,
Tiger, bear and all that move
And live and breathe in woodland-bower,
In dark dim forest, boundless grove,—
Of the wilderness the lotus,
She—the long-eyed gazelle,
And the she-snake in whose locks
The brightest gems are said to dwell,
And the snake with poison hoarded,

অংশের এবং মেঘনাদ-বধ হইতে মায়াকানন পর্য্যন্ত দ্বিতীয় অংশের অন্তর্ভূত। দ্বিতীয় অংশে প্রতীচ্য কবিদিগের ভাব তিনি কিরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, উপযুক্ত স্থলে, আমরা তাহার উল্লেখ করিব। শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী এবং তিলোত্তমা-সম্ভব-কাব্যে ভারতীয় মহাকবিগণের ভাব তিনি কিরূপ অনুকরণ করিয়াছিলেন, নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী উদাহরণ হইতে পাঠক তাহা অবগত হইতে পারিবেন। ব্যাস ও বাল্মীকির পরবর্ত্তী কবিগণের মধ্যে কালিদাস ও ভবভূতি ভিন্ন অপর কোন কবির সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহার গ্রন্থের অনেক ভাব ইঁহাদিগেরই আদর্শে কল্পিত হইয়াছে।

রঘুবংশের প্রথম সর্গে, নন্দিনীকে নাম গ্রহণ মাত্র সমাগত দেখিয়া, মহর্ষি বশিষ্ঠদেব রাজা দিলীপকে বলিয়াছিলেন,—

অদূরবর্ত্তিনীং সিদ্ধিং, রাজন্। বিগণয়াত্মনঃ।
উপস্থিতেয়ং কল্যাণী নাম্নি কীর্ত্তিত এব যৎ॥

ইহারই আদর্শে, শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে, দেবযানীর সখী, মহর্ষি শুক্রাচার্য্যকে নাম গ্রহণ মাত্র সমাগত দেখিয়া, বলিয়াছিল,—

---

Ne'er approach this frowning hill.—
Awful, wild, majestic, stands it—
Solitary—stern and still!
Hoarsely in its sunless glens
Aye the torrent flood is sounding
Like the roaring Bhogabaty
Through hell's darksome valley bounding.
Round it blows the howling tempest,
Like tremendous Rudra's breath,
When, with terrors clad, he dooms
This vast creation all to death!
And clouds around it lower,
Fierce and gloomy night and day,
Like the demons that round Siva
Dance in wild and demon-play.

"ওই দেখ ভগবান মহর্ষি নাম গ্রহণ মাত্র এদিকে আস্‌চেন, এও একটা সৌভাগ্য বা কার্য্যসিদ্ধির লক্ষণ।"

শকুন্তলার তপোবন-প্রবেশের পূর্ব্বে রাজা দুষ্মন্ত বলিয়াছিলেন ;—

"শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য
অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্ব্বত্র।"

শর্ম্মিষ্ঠার সঙ্গে সাক্ষাতের অব্যবহিত পূর্ব্বে রাজা যযাতি বলিয়াছিলেন ;

"আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হইতে লাগলো কেন * * বলাও যায় না ; ভবিতব্যের দ্বার সর্ব্বত্রই মুক্ত রয়েছে।"

উত্তর-রামচরিতে রামচন্দ্র, চিরদুঃখিনী সীতাদেবীর অবস্থা স্মরণ করিয়া, বলিয়াছিলেন ;

অপূর্ব্ব কর্ম্ম-চাণ্ডাল, ময়ি মুগ্ধে বিমুঞ্চ মাম্।
শ্রিতাসি চন্দন-ভ্রান্ত্যা দুর্ব্বিপাক বিষ-দ্রুমম্॥

রাজা যযাতির দুর্ব্ব্যবহারে দুঃখিত দেবযানী বলিয়াছিলেন ;

"যাকে সুশীতল চন্দনবৃক্ষ ভ্রমে আশ্রয় কল্লেম, দুর্ভাগ্যক্রমে দুর্ব্বিপাক বশতঃ বিষবৃক্ষ হয়ে উঠ্‌লো।"

শকুন্তলা নাটকে মৃগয়া-মত্ত রাজা, ঋষিদুহিতা শকুন্তলাকে দর্শনানন্তর, আপনার অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন ;—

"ন নময়িতু মধিজ্যমস্মি শক্তো ধনুরিদ মাহিত-সায়কং মৃগেষু।
সহ বসতি মুপেত্য যৈঃ প্রিয়ায়াঃ কৃত ইব মুগ্ধ বিলোকিতোপদেশঃ॥"

ঋষিদুহিতা দেবযানীকে দর্শনানন্তর রাজা যযাতিও আপনার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন ;—

"স্বাভাবিক মৃগয়াসক্তি বশতঃ আমি হরিণীকে দর্শনমাত্রে শরযোজনা করলেম, কিন্তু তার নয়নযুগল দেখে আমার তৎক্ষণাৎ তোমার এই কমল নয়ন স্মরণ হলো, এবং তৎকালে আমি এমন বলহীন ও বিমূঢ় হলেম যে, আমার হস্ত হতে শরাসন কখন ভূতলে পতিত হলো, তা আমি কিছুই জানতে পাল্লেম না।"

বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে, মূর্চ্ছাবসানে উর্ব্বশীকে দর্শন করিয়া, রাজা পুরূরবা বলিয়াছিলেন ;

"মোহেনান্তর্বর তন্বুরিয়ং লক্ষ্যতে মুচ্যমানা।
গঙ্গারোধপতনকলুষা গচ্ছতীব প্রসাদম্ ॥" *

পদ্মাবতী নাটকেও মোহাবসানে উন্মীলিতনয়না পদ্মাবতীকে লক্ষ্য করিয়া রাজা ইন্দ্রনীল বলিয়াছিলেন।

"আহা! ভগবতী জাহ্নবী-দেবী, ভগ্নতট পতনে কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে কলুষা হয়ে, এইরূপেই, আপন নির্ম্মল শ্রী পুনর্ব্বার ধারণ করেন।

শকুন্তলায় রাজা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রথম সাক্ষাতের পর আছে ;

"অনসূএ, অহিণব কুসসূইএ পরিক্খদং মে চলণং, কুরবঅ সাহা পরিলগ্গং অ বক্কলং দাব পরিবালেধ মং জাব ণং মোআবেমি।"

পদ্মাবতীও, রাজা ইন্দ্রনীলকে দর্শন করিয়া, সখীকে বলিয়াছিলেন ;

"সখি, দেখ, এই তৃণাঙ্কুর আমার পায়ে বাজতে লাগলো। উহু, আমিত আর চল্‌তে পারি না, তোমরা একজন আমাকে ধর।"

রঘুবংশে দিলীপের ও সুদক্ষিণার বশিষ্ঠদেবের আশ্রমগমনবর্ণনায় আছে :—

স্নিগ্ধগম্ভীর নির্ঘোষ মেকং স্যন্দন মাস্থিতৌ।
প্রাবৃষেণ্যং পয়োবাহং বিদ্যুদৈরাবতাবিব ॥

---

* বীরাঙ্গনা-কাব্যের উর্ব্বশী-পত্রিকাতেও কবি ঠিক এই ভাব ব্যবহার করিয়াছেন ;

"দেখ নিরখিয়া
এবরাঙ্গ বররুচি রিচ,মান এবে
মোহান্তে, ভাঙ্গিলে পাড় মলিনসলিলা,
হয়ে ক্ষণ, এইরূপে বহেন জাহ্নবী,
আবার প্রসাদে, শুভে।"

ইহার অনুকরণে মধুসূদন দেবরাজের ও ইন্দ্রাণীর ব্রহ্মলোক-গমন সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ;—

"উড়িল অম্বরপথে হৈম ব্যোমযান
মহাবেগে, ঐরাবত সহ সৌদামিনী
বহি পয়োবাহ যথা।"

মেঘদূতে বিরহ-ব্যথিত যক্ষ, মেঘকে সম্বোধন করিয়া, বলিয়াছিল ;—

মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং
বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ
গর্ভাধান-ক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধ মালাঃ
সেবিষ্যন্তে নয়ন সুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ॥
নীপং দৃষ্ট্বা হরিত কপিশং কেশরৈরর্দ্ধরূঢ়ৈ
রাবির্ভূত-প্রথম-মুকুলা কন্দলীশ্চানুকচ্ছম।
জগ্ধারণ্যে স্বধিক সুরভিঃ গন্ধমাঘ্রায় চোর্ব্ব্যাঃ
সারঙ্গা তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গং॥
উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং যিযাসোঃ
কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্ব্বতে পর্ব্বতে তে
শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ
প্রত্যুদ্যাতঃ কথমপি ভবান গন্তুমাশু ব্যবস্যেৎ॥

মধুসূদন এই সকল কবিতার প্রতিচ্ছায়া-স্বরূপ তিলোত্তমা-সম্ভবে লিখিয়াছিলেন ; মেঘধ্বনি শ্রবণান্তর,

চাতকিনী জয়ধ্বনি করিয়া উড়িল,
* * * *
নাচিতে লাগিল মত্ত শিখিনী সুখিনী,
প্রকাশিল শিখী চারু চন্দ্রক কলাপ,
বলাকা, মালায় গাঁথা, আইলা ত্বরিতে
যুড়িয়া আকাশ পথ, সুবর্ণ কদলী
মাথা তুলি শূন্যপথে চাহিয়া হাসিল॥"

প্রমদা-পাদ-স্পর্শে অশোক-বৃক্ষে এবং নারী-মুখ-নিসৃত মদ্যে বকুলে পুষ্পোদ্গম সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের মতে "কবি-প্রসিদ্ধি" বলিয়া পরিচিত। কালিদাস, এই কবি-প্রসিদ্ধি অনুসারে, কুমার-সম্ভবের অকাল-বসন্ত-সমাগম-বর্ণনায়, লিখিয়াছিলেন ;

"অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ
স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি।
পাদেন নাপৈক্ষত সুন্দরীণাং
সম্পর্ক মাশিঞ্জিত নূপুরেণ॥"

মধুসূদন, এই আদর্শ অনুসারে, তিলোত্তমা-সম্ভবে লিখিয়াছেন ;—

"প্রমদার পাদপদ্ম পরশে অশোক,
সুখে প্রসূনের হার পরে তরুবর ;
কামিনীর বিধুমুখ সীধুসিক্ত হ'লে,
বকুল, ব্যাকুল তার মন যোগাইতে,
ফুল আভরণে ভূষে আপনার বপুঃ।"

কোন কোন স্থলের ভাষা অবিকল অনুকৃত হইয়াছে। কুমার-সম্ভবে দেবগণ কর্তৃক ব্রহ্মার স্তবে আছে ;

"জগদ্‌যোনি রযোনিস্ত্বং
জগদন্তো নিরন্তকঃ।
জগদাদি রনাদিস্ত্বং
জগদীশো নিরীশ্বরঃ॥

মধুসূদন ইহার অনুকরণে তিলোত্তমা-সম্ভবে লিখিয়াছেন ;

"হে বিভো! জগদ্‌যোনি, অযোনি আপনি,
জগদন্ত! নিরন্তক ; জগতের আদি!
অনাদি! হে সর্ব্বব্যাপী. সর্ব্বজ্ঞ, কে জানে
মহিমা তোমার!"

এইরূপ আরও, অনেক স্থলে, প্রাচীন সংস্কৃত-গ্রন্থ সমূহের ভাব পরি-

গৃহীত হইয়াছে। শর্ম্মিষ্ঠা-নাটকে সায়ংকালীন শুক্রাচার্য্যের আশ্রম-বর্ণনা রঘুবংশের প্রথম সর্গের মহর্ষি বশিষ্ঠ দেবের আশ্রমবর্ণনার অনুরূপ। মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীর মিলন মহর্ষি মারীচের আশ্রমে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মিলনের আদর্শে রচিত হইয়াছে। শক্রাবতার, শচীতীর্থ, এবং গৌতমী প্রভৃতি নামগুলিও শকুন্তলা হইতে গৃহীত। মধুসূদনের এই সময়কার রচিত গ্রন্থ সমূহে যে পাশ্চাত্য কবিগণের প্রভাব একবারেই নাই, তাহা নয়। রাজ্যচ্যুত ও শত্রুকর্ত্তৃক উৎপীড়িত দেবরাজকে দেখিলে পাঠকের হাইপিরিয়ণের প্রথমাংশ মনে হইবে; বিশ্বকর্ম্মাকর্ত্তৃক তিলোত্তমার সৃষ্টি পাঠ করিলে ভল্কান্ কর্ত্তৃক আকিলিসের বর্ম্ম-নির্ম্মাণ মনে পড়িবে এবং তিলোত্তমার বিলাসলীলা পাঠককে প্যারাডাইস্ লষ্টের ইভের ব্যবহার স্মরণ করাইয়া দিবে। পদ্মাবতী-নাটকের সুবর্ণ-পদ্ম-বৃত্তান্তটী অবিকল গ্রীক হইতে গৃহীত। কিন্তু প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশীয় কবিদিগের মধ্যে মধুসূদনের এই সময়কার রচিত গ্রন্থ সমূহে প্রাচ্য কবিদিগেরই প্রাধান্য অধিক বলিয়া আমরা ইহাকে প্রাচ্য কবিগণের প্রভাবকাল নাম দিয়াছি।

প্রতীচ্য কবিগণের প্রভাব।

আবাল্য পাশ্চাত্য ভাষানুরাগী মধুসূদনের গ্রন্থে কি জন্য সংস্কৃত ভাবের এরূপ আধিক্য হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহার গ্রন্থ সাধারণের নিকট আদরণীয় হইবার প্রত্যাশায়, তিনি, বন্ধুগণের পরামর্শে, সংস্কৃত আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার অপর কারণ এই যে, বাঙ্গালা-ভাষায় অধিকার লাভের জন্য, তিনি, এই সময়, মনোযোগের সহিত, অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছিলেন; সুতরাং তাহাদিগের ভাব, অজ্ঞাতসারে, তাঁহার রচনায় প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তিলোত্তমা-সম্ভব হইতে মধুসূদনের মনের ভাবের পরিবর্ত্তন আরব্ধ হইয়াছিল। তিনি বুঝিতে

পারিয়াছিলেন যে, প্রকৃত কবিত্ব দেখাইতে পারিলে, সংস্কৃত আদর্শেই রচিত হউক, আর পাশ্চাত্য আদর্শেই রচিত হউক, তাঁহার গ্রন্থ উপেক্ষণীয় হইবে না। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ কাব্য ও নাটক সম্বন্ধে যে পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, চিরদিন কেবল তাহাই অনুসরণ করা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল। তিনি, তাঁহার এই সময়কার লিখিত একখানি পত্রে, বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন ;

If I live to write other dramas, you may rest assured, I shall not allow myself to be bound by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya Darpan. I shall look to the great Dramatists of Europe for models.

ইহার পর হইতে তিনি সংস্কৃত আদর্শের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তর-কালবর্ত্তী গ্রন্থসমূহের মধ্যে ব্রজাঙ্গনা ভিন্ন অপর সকলগুলিই পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত।

তিলোত্তমাসম্ভব-সম্বন্ধে সাধারণের মতামত।

তিলোত্তমা বঙ্গীয় জনসাধারণের নিকট কিরূপ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া আমরা বর্ত্তমান অধ্যায় শেষ করিব। তিলোত্তমা প্রকাশের পর প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর গত হইয়াছে। সুতরাং ইহা যে এক সময় বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে কিরূপ প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল, এতদিন পরে তাহা অনুমান করিবার সম্ভাবনা নাই। রাজা রামমোহন রায় ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে যে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা কবিতা সম্বন্ধে মধুসূদন সেইরূপ করিয়াছিলেন, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। নিন্দা, অবজ্ঞা এবং উপহাস, অজস্রধারে, তাঁহার উপর বর্ষিত হইয়াছিল। একদিকে গুপ্তকবির শিষ্যদল, অপর দিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী এবং সেই সঙ্গে প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের ন্যায় ইংরেজী

সাহিত্যে পারদর্শী ব্যক্তিগণ, সকল সম্প্রদায়ের লোকই, তাঁহাকে উপহাস ও বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে উপহাসাস্পদ করিবার জন্য, অমিত্র-ছন্দের বিকৃতি করিয়া, কত জনে কত হাস্যোদ্দীপক কবিতা প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সকল কবিতা ক্রমে বিস্মৃতি-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে; এখন আর তাহাদিগের উল্লেখ অনাবশ্যক। যেরূপ নিন্দা, বিদ্রূপ এবং শ্লেষোক্তি সহ্য করিয়া মধুস্থদন তাঁহার গন্তব্যপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতই বীরোচিত। ফরাসী কবি ভিক্তর হিউগো (V. Hugo) এবং ইংলণ্ডীয় কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ন্যায় দুই চারিজন পাশ্চাত্য মহাকবির জীবনেই কেবল সেরূপ দৃঢ়তা লক্ষিত হয়। লোকের সমালোচনায় উপেক্ষা-প্রদর্শন বাল্য হইতেই মধুস্থদনের অভ্যাস ছিল, এবং সেই জন্য তাঁহার চরিত্রের অনেক দোষ সংশোধিত হইতে পারে নাই। কিন্তু অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে তাঁহার এই দোষ তাঁহার মঙ্গলের কারণ হইয়াছিল। চিরাভ্যস্ত দৃঢ়তার সহিত, বিরুদ্ধ-বাদীদিগের কথায় উপেক্ষা করিয়া, তিনি গন্তব্য পথে অগ্রসর হইয়া-ছিলেন। ভবভূতি, তাঁহার সমকালবর্ত্তী পণ্ডিতমণ্ডলীর উপেক্ষায়, অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক, সগর্ব্বে লিখিয়াছিলেন;

> "যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ
> উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমান-ধর্ম্মা, কালোহ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলা চ পৃথ্বী।"

মধুস্থদন, ভবভূতির এই গর্ব্বিত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া, তিলোত্তমায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। ভবভূতির ন্যায় তাঁহারও ভবিষ্যৎবাণী যে সফল হইয়াছে, তাহা, বোধ হয়, বলিবার আবশ্যক করে না।

সাধারণের মধ্যে তিলোত্তমা-সম্ভবের উপযুক্ত সমাদর না হইলেও দুই চারিজন সুশিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি ইহার আদর করিতে ত্রুটি করেন নাই। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার ন্যায় মহাভারতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনুবাদক, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ,

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তি, মধুসূদনের কাব্যের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার গুণপক্ষপাতী হইয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বাবু "ইণ্ডিয়ানফিল্ডে" (Indian Field) * তিলোত্তমার যে সুন্দর সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া অনেকে ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মধুসূদনের ও তাঁহার সাহিত্য-সুহৃদ্গণের মধ্যে, এই সময়ে, যে সকল পত্রবিনিময় হইত, আমরা তাহা হইতে কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত করিতেছি। তিলোত্তমার দোষ, গুণ এবং বঙ্গীয় জন-সাধারণের নিকট ইহা কিরূপ অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই সকল স্থল হইতে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইবে। তিলোত্তমার ভাষা সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বাবু ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়কে এইরূপ লিখিয়াছিলেন ;

তিলোত্তমা সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মত।

"If Indra had spoken Bengali he would have spoken in the style of the poem. The author's extraordinary loftiness and brilliancy of imagination, his minute observation of nature, his delicate sense of beauty, the uncommon splendour of his diction, and the rich music of his versification, charm us in every page. It is an intellectual treat of the first description ; compared to it, what are "Lucent syrups tinct with cinnamon ?"

কবিকেও তিনি লিখিয়াছিলেন,

Your extraordinary genius has enabled you to arrange your immense store of sublime and beautiful sentiments and images into one harmonious and original whole, and produce a masterpiece of poetry that will delight mankind from generation to generation.

---

* ইহা এক সময়, দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্যতম মুখপত্র ছিল। পরে ইহা হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রিকার সহিত মিলিত হইয়াছিল।

ডাক্তার মিত্র রাজনারায়ণ বাবুর পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছিলেন ;

রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের মত।

Your opinion of Madhu's poem is entirely my own, and Jotindra Mohan Tagore, a man of well cultivated taste, and an excellent judge of poetry, whom perhaps you know concurs with me. It is the first and a most successful attempt to break through the jingling monotony of the পয়ার, and as a poem the best we have in the language. The ideas are no doubt borrowed, and Keats and Shelley and Kalidas and Milton have been largely, very largely, put in requisition ; but as you very justly say, "whatever passes through the crucible of the author's mind receives an original shape", so the reader has no opportunity to notice, much less to find fault with, the mosaic character of the materials which go to the making up of *Tilottama*. The author can never expect a wide circle of readers, but then he must console himself by the reflection that Milton is not the most popular author in English.

The farce * is exquisite, and it is an wonder to me how the author could paint so humorous a picture with one hand while the other was busy with depicting the Miltonic grandeur of Tilottama.

সাধারণের নিকট তিলোত্তমার সমাদর হইতেছে না, এবং প্রাচীন রীতির পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ মধুস্থদনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছেন, দেখিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন ;

poor fellow ! he is born in evil days, when he will get nothing for his pains save the approbation of a very select few. Our countrymen are not yet in a position to appreciate and enjoy blank-verse. It requires a mental training which in these degenerate days of the *Kaliyug* no Bengalee, who has not a liberal English education, can lay claim to. We may however expect, if we escape

---

* একেই কি বলে সভ্যতা।

gliding down to serfdom, to muster strong and esteem Tilottama as her autotype was in the court of Indra. For the present I hear that even the renowned Vidyasagar, for whom I have the greatest respect, thinks our pet an abortion, the worthless issue of drunkenness and stupidity. Would such abortions were plentiful in the country and men to know their value!

ডাক্তার মিত্র কেবল এইরূপ পত্র লিখিয়াই নিরস্ত হন নাই; তাঁহার সম্পাদিত বিবিধার্থ-সংগ্রহে তিলোত্তমার অতি সুন্দর সমালোচনাও করিয়াছিলেন। মিত্র-মহাশয়ের শেষ জীবন পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানে এবং ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ রচনায় অতিবাহিত হইয়াছিল। সেই জন্য তিনি, এক সময়, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য, যে কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, অনেকেই তাহা অবগত নহেন। কিন্তু তাঁহার সম্পাদিত "বিবিধার্থ সংগ্রহ" যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই অবগত আছেন যে, বাঙ্গালা ভাষা তাঁহার নিকট কতদূর ঋণী। অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন দ্বারা ভাষার যে কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে, তৎকালে, অনেকেরই সে সম্বন্ধে কোন রূপ ধারণা ছিল না। মিত্র-মহোদয়, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য, বিবিধার্থ সংগ্রহে লিখিয়াছিলেন;

"পয়ারচ্ছন্দে প্রতি চতুর্দ্দশ অক্ষরের শেষে অর্থের সমাপ্তি করিতে হয়। তাহার অনুরোধে মনোগত ভাবের সঙ্কোচ হইয়া উঠে, কল্পনাশক্তি স্বচ্ছন্দভাবে বহুদূর যাপন করিতে পারেন না, উজ্জ্বল ভাব খর্ব্ব হয়, কাব্যের গৌরবের লাঘব হয়, এবং ওজোগুণের হানি হয়। অনুপ্রাসের প্রতিবন্ধক না থাকিলে কবিরা এক বাক্যকে যতদূর ইচ্ছা ততদূর দীর্ঘ করিতে পারেন; যেস্থানে ইচ্ছা সেই স্থানেই বাক্য শেষ করিতে পারেন, ও যে পরিমিত ছন্দে আপনার ভাব সুপরিব্যক্ত হয়, তাহারই গ্রহণ করিতে পারেন; কদাপি পাদ-পূরণের নিমিত্ত বৃথা শব্দের প্রয়োগ বা প্রয়োজনীয় শব্দের পরিত্যাগ করিতে প্রণোদিত হয়েন না। ফলতঃ দত্তজ যথার্থ লিখিয়াছেন যে, মিত্রাক্ষর কবিতার নিগড়; তাহার পরিত্যাগে কবিতা কামাবয়ব হইতে পারেন। * * * * *"

তিলোত্তমার প্রশংসা করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন ;

"তিলোত্তমার যে কোন স্থানে নয়ন নিক্ষেপ করা যায়, তাহাতেই প্রকৃত কবির লক্ষণ বিলক্ষণ প্রতীত হয়। সর্ব্বত্রই সুচারু রসাত্মক ভাব অতি প্রোজ্জ্বল বাক্যে বিভূষিত হইয়াছে। ঐ ভাব সকল দত্তজ ভুবনবিখ্যাত কালিদাস, ভবভূতি, হোমর, মিল্টন প্রভৃতি কবিকুল-কেশরীদিগের রচনা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন ; কিন্তু বঙ্গভাষায় তাহার বিভাষণে দত্তজ কেবল অনুবাদ করিয়া নিরস্ত হয়েন নাই ; তাঁহার মন হইতে অন্তের যে কোন ভাব নিঃসৃত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার স্বাভাবিক কল্পনা-প্রবৃত্তির কৌশলে নূতন অবয়ব ধারণ করিয়াছে ; কিছুই প্রাচীন বলিয়া অনাদরণীয় বোধ হয় না ; প্রত্যুত সকলি হৃদ্য, দীপ্তিময়, ও প্রীতিকর অনুভূত হয়। লালিত্য বিষয়ে, বোধ হয়, তিলোত্তমা অতি প্রসিদ্ধ হইবেক না। তথাপি পৌলোমীর খেদ-উক্তির সহিত তুলনা করিলে অতি অল্প বাঙ্গালি কাব্য পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারে। * * * * আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে, বর্ত্তমান কাব্য বঙ্গভাষায় প্রধান কাব্য মধ্যে গণ্য হইবে।" *

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত।

মিত্র মহোদয়ের ও রাজনারায়ণ বাবুর ন্যায় ইংরাজী শিক্ষিতগণের সঙ্গে সে সময়কার দুই একজন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিও তিলোত্তমা-সম্ভবের গুণপক্ষপাতী হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে সোমপ্রকাশ-সম্পাদক, স্বর্গীয় পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাভূষণ মহাশয় যদিও প্রাচীন রীতির পক্ষপাতী ছিলেন, তথাপি অমিত্রচ্ছন্দ সম্বন্ধে তিনি মধুসূদনকে সমর্থন করিয়াছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যের প্রবেশের সঙ্গে মধুসূদনের ন্যায় একজন যুগ-পরিবর্ত্তক কবির আবির্ভাব যে অবশ্যম্ভাবী, আমরা পূর্ব্বে তাহা উল্লেখ করিয়াছি। মধুসূদন বঙ্গভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন না করিলে অপর কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাহা করিতেন ; প্রকৃতির কার্য্য কখনও অসম্পন্ন থাকিত না। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও ঠিক এই ভাবে মধুসূদনের কার্য্যের আলোচনা করিয়াছিলেন। অমিত্রচ্ছন্দ সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় উদ্ধৃত করিয়া আমরা বর্ত্তমান অধ্যায় শেষ

* বিবিধার্থ সংগ্রহ ৬৮ খণ্ড শকাব্দা ১৭৮২।

করিব। ১২৬৭ সালের ২৩এ শ্রাবণের সোমপ্রকাশ পত্রিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন ;—

"বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষর পদ্য নাই, কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য ব্যতিরেকে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভাবিত নহে। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি যে সমস্ত পদ্য আছে, তাহা মিত্রাক্ষর। কোন প্রগাঢ় বিষয়ের রচনায় তাহা উপযোগী নহে। দেশের দোষে হউক, অথবা অভ্যাস-দোষে হউক, আমাদিগের দেশের লোকেরা আদিরস-প্রিয়। পয়ার আদি ছন্দ সেই আদিরসাশ্লিষ্ট রচনারই প্রকৃত উপযোগী। এতদ্দ্বারা প্রগাঢ় রচনা হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রগাঢ় রচনা বিষয়ে সংযুক্ত ও প্রযত্নোচ্চারিত বর্ণাবলী আবশ্যক; কিন্তু পয়ার আদি ছন্দে তাদৃশ বর্ণাবলী বিন্যাস করিলে, উহার শোভা এককালে দূরে প্রস্থান করে। কোমল, মধুর ও অসংযুক্ত অক্ষর দ্বারা বিরচিত হইলেই উহার শোভা হয়। অতএব প্রগাঢ় রচনার্থ ভিন্নবিধ পদ্য সৃষ্টি নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। তিলোত্তমা-সম্ভব-কাব্য-রচয়িতা তাহা নবাবতার করিলেন। এখন যদি অন্যান্য লোকে তাঁহার প্রদর্শিত পথের পথিক হন, অবিলম্বে অমিত্রাক্ষর পদ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিবে; এবং ঐ পদ্যে নিঃসন্দেহ নানাবিধ ছন্দ আবির্ভাবিত হইবে। এখন প্রগাঢ় রচনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর লোকের মন সুখময় আদিরস-সাগরে মগ্ন হইতে তাদৃশ উৎসুক নহে। এখন দিন দিন লোকের মন যেমন উন্নত হইতেছে, তেমনই উন্নত পদ্য সৃষ্টিও আবশ্যক হইয়াছে। অতএব মাইকেল মধুসূদন দত্তের চেষ্টা যথোচিত সময়েই হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

# একাদশ অধ্যায়।

## প্রহসন-রচনা।

### একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া।

[ ১৮৫৯—১৮৬০ খৃষ্টাব্দ ]

সাহিত্যে ব্যঙ্গাত্মক গ্রন্থের আবশ্যকতা।

পদ্মাবতী ও তিলোত্তমা-সম্ভব, শর্ম্মিষ্ঠার পরেই সমালোচিত হইলেও, এই দুই গ্রন্থ শর্ম্মিষ্ঠার অব্যবহিত পরে রচিত হয় নাই। ইহাদিগের পূর্ব্বে মধুসূদন আরও দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। প্রথম একেই কি বলে সভ্যতা এবং দ্বিতীয় বুড়শালিকের ঘাড়ে রেঁায়া। দুইখানিই প্রহসন, এবং দুইখানিই, বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হইবার জন্য, রাজা প্রতাপচন্দ্রের ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের উৎসাহে রচিত হইয়াছিল।* দ্বিতীয় প্রহসনখানির অদ্ভুত নাম রাজা ঈশ্বরচন্দ্রই কল্পনা করিয়াছিলেন। মধুসূদন যেমন বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তক, তেমনই এই জাতীয় সাহিত্যেরও সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গলাভাষায় "নববাবু বিলাস", নব-বিবি বিলাস", "আলালের ঘরের দুলাল" এবং "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব" প্রভৃতি দুই চারি খানি ব্যঙ্গাত্মক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইংরাজীতে যাহাকে Farce বলে, অভিনয়োপযোগী সেরূপ কোন নাটক তাহাতে প্রণীত হয় নাই। "একেই কি বলে সভ্যতা"ই এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে প্রথম। প্রহসন সামাজিক উপপ্লবের ও অশান্তির নিদর্শক। যখনই কোন সমাজ কোন বিরুদ্ধাচারের প্রাবল্যে উৎপীড়িত হয়, তখনই

* বিশেষ কারণে কোন খানিই অভিনীত হয় নাই।

তাহাতে প্রহসন বা ব্যঙ্গাত্মক গ্রন্থের আবির্ভাব হইয়া থাকে। পিউরিটানিজ্‌মের দ্বারা প্রপীড়িত ইংলণ্ডে "হিউডিব্রাসের" ( Hudibras ) এবং নাইট্‌ এরাণ্ট্রির প্রাচুর্ভাবে অস্থির স্পেনে ডন্‌কুইক্‌জোটের আবির্ভাব ইহার উদাহরণ। রাবেলার ( Rabelais ) গ্রন্থ ভ্রষ্টাচারী ক্যাথলিক সন্ন্যাসিগণের ও উচ্ছৃঙ্খল আভিজাতদিগের লাঞ্ছনার জন্যই রচিত হইয়াছিল। কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছেন, গ্রন্থকারগণ সমাজের শিক্ষক; যখন সমাজে ধর্ম্ম ও সদাচার বিরাজ করে, তখন তাঁহারা শান্ত মূর্ত্তিতে অবস্থান করেন কিন্তু যখন দুষ্ক্রিয়ার ও কদাচারের প্রাবল্যে সমাজ উপদ্রুত হয়, তখন তাঁহাদিগকে, অপরাধীদিগের দণ্ডের জন্য, সুতীক্ষ্ণ কশা গ্রহণ করিতে হয়। এই হইতেই সাহিত্যে প্রহসনের ও ব্যঙ্গকাব্যের সৃষ্টি। রাজপুত কবি চাঁদ যথার্থই বলিয়াছেন, "শত্রুর করবালাপেক্ষা, কবির কাব্যশেল সহস্রগুণ তীক্ষ্ণ।" স্বদেশ-নির্ব্বাসিত, কুটীরবাসী ভল্টেয়ারের মুখের এক একটী কথায় য়ুরোপের অনেক মুকুটধারীরও অন্তর্দ্দাহ হইত। বাস্তবিকও সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কবির মর্ম্মভেদী বাক্যবাণের ভয়ে, শত শত ক্ষমতাবান্‌ পাষণ্ড আপনাদিগের দুষ্প্রবৃত্তি সংযত বা গোপনে চরিতার্থ করিতে বাধ্য হইতেছে। কিন্তু যেমন প্রকৃত বলবান্‌ পুরুষগণই মহাস্ত্র ব্যবহার করিতে সমর্থ হন, সেইরূপ কেবল প্রতিভাবান্‌ পুরুষদিগের প্রযুক্ত ব্যঙ্গাস্ত্রই কার্য্যকারী হইয়া থাকে। দুর্ব্বল ব্যক্তি দ্বারা প্রযুক্ত হইলে তাহা ত্বক্‌ ভেদ করে মাত্র, মর্ম্ম-স্পর্শ করিতে পারে না।

মধুসূদনের কৈশোর ও যৌবন সমাজের যে অবস্থায় অতিবাহিত হইয়াছিল, আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে শান্তি ছিল না। পাশ্চাত্য সমাজের দৃষ্টান্তে ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে তখন কলিকাতা-সমাজ উপদ্রুত ও অশান্তিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন কলিকাতা-সমাজে শিক্ষিত-নামধারী এমন এক শ্রেণীর লোকের

আবির্ভাব হইয়াছিল যে, তাঁহারা, সভ্যতার ও সমাজ সংস্কারের নামে, স্বেচ্ছাচারের ও উচ্ছৃঙ্খলতার একশেষ প্রদর্শন করিতেছিলেন। দলবদ্ধ হইয়া মদ্যপান, নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ, এবং স্বদেশীয় প্রত্যেক আচার, ব্যবহারে অশ্রদ্ধা-প্রদর্শন, ইহাই তাঁহাদিগের নিকট সভ্যতার ও সমাজ-সংস্কারের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রাচীন পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগের নিকট অজ্ঞ ও কৃপাপাত্র বলিয়া উপেক্ষিত হইতেন, এবং শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহ তাঁহাদিগের নিকট অবিশ্বাস্য ও কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া অনাদৃত হইত। লোকে ইহাদিগকে "ইয়ং-বেঙ্গল" বলিত। এই ইয়ং-বেঙ্গলের ভয়ে কলিকাতা-সমাজ একদিন তটস্থ হইয়াছিল। মধুসূদন নিজে এবং তাঁহার সহাধ্যায়ী ও সুহৃদ্‌গণের মধ্যে অনেকে এই "ইয়ং-বেঙ্গল" সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত ছিলেন। তাঁহার একেই কি বলে সভ্যতা এই শ্রেণীকেই লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছিল। একেই কি বলে সভ্যতার বর্ণনীয় বিষয় এইরূপ ;—

একেই কি বলে সভ্যতার বর্ণনীয় বিষয়।

কলিকাতার কোন ধনী ব্যক্তির নবকুমার নামে এক পুত্র ছিলেন। ধনী ব্যক্তি প্রাচীন এবং ইংরাজীতে অশিক্ষিত। তিনি পরম বৈষ্ণব ;—সর্ব্বদা হরিনাম-জপে এবং বৈষ্ণব-গ্রন্থ-পাঠে সময় অতিবাহিত করিতেন। কর্ত্তার পুত্রটী ইংরাজী-শিক্ষিত, আদর্শ "ইয়ং বেঙ্গল।" বন্ধুগণের সহিত একত্র হইয়া তিনি "জ্ঞান-তরঙ্গিণী" নামে একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি এবং তাঁহার বন্ধুগণ, প্রতি শনিবার, সন্ধ্যার সময় মিলিত হইয়া, সমাজ-সংস্কার, স্ত্রী-স্বাধীনতা, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি নানাবিধ দেশহিতকর বিষয়ের আলোচনা করিতেন। একদিন তিনি জ্ঞানতরঙ্গিণী-সভায় যাইলে তাঁহার পিতার মনে কোন কারণে বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় তিনি আপনার অনুগত এক বৈষ্ণব বাবাজীকে অনুসন্ধানার্থ তথায় প্রেরণ করিলেন।

বাবাজী, অনেক তাঙ্গনাভোগের পর, সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু সেখানে যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষুস্থির হইল। মদ, বেলফুল এবং বরফ লইয়া সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল এবং আদর্শ ইয়ং বেঙ্গল নবকুমার, মহোৎসাহে, সেই সভায় বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছিলেন। নবকুমারের বক্তৃতা হইতে পাঠক জ্ঞান-তরঙ্গিণী-সভার মহৎ উদ্দেশ্য ও কার্য্য কলাপ সমস্তই অবগত হইতে পারিবেন। সে বক্তৃতা এই;—

"Gentlemen, এই সভার নাম জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভা। আমরা সকলে এর member; আমরা এখানে meet করে যাতে জ্ঞান জন্মে, তাই করে থাকি, and we are jolly good fellows. Gentlemen, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে Superstitionএর শিকলি কেটে free হয়েছি। আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করিনে; জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অন্ধকার দূর হয়েছে। এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা, মন এক করে এদেশের social reformation যাতে হয়, তার চেষ্টা কর।

Gentlemen, তোমাদের মেয়েদের educate কর—তাদের স্বাধীনতা দাও—জাতিভেদ তফাৎ কর—আর বিধবাদের বিবাহ দাও—তা'হলে এবং কেবল তা'হলেই, আমাদের প্রিয় ভারতভূমি, ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্যদেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারিবে—নচেৎ নহে। কিন্তু Gentlemen, এখন এদেশ আমাদের পক্ষে যেন জেলখানা; এই গৃহ কেবল আমাদের liberty-hall অর্থাৎ স্বাধীনতার দালান; এখানে যার যে খুসী তাই কর, Gentlemen, in the name of freedom let us enjoy ourselves."

আদর্শ ইয়ং বেঙ্গল নবকুমার বাবুকে উৎসাহ দিবার জন্য সভ্যের অভাব ছিল না। সভ্যগণ, "Hip Hip Hurrah", "Be free", "Let us enjoy ourselves", "জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভা for ever" ইত্যাদি আনন্দ-ধ্বনিতে সভাগৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া, শ্রীমান্ নবকুমারকে উৎসাহিত করিলেন। শেষ বারাঙ্গনাদিগের নৃত্যে ও হোটেল-সমানীত উপচারের সদ্ব্যবহারে সভার কার্য্য সমাপ্ত হইল। জ্ঞান-তরঙ্গিণী-সভার কার্য্য এইরূপে সমাপন করিয়া নবকুমার বাবু গৃহে প্রত্যাগমন করি-

লেন। তথায় বিলাতী সভ্যতার অনুকরণে ভগ্নীকে চুম্বন করিয়া, পত্নীকে বারাঙ্গনার ন্যায় সম্বোধন করিয়া, এবং পিতাকে "মদ লেয়াও" আজ্ঞাদান করিয়া যথোচিত আপ্যায়িত ও পরিতুষ্ট করিলেন। নবকুমারের বৃদ্ধ পিতা, শেষ "কলিকাতা মহাপাপ নগর, কলির রাজধানী, সেখানে কোন ভদ্রলোকের বসতি করা উচিত নয়" এইরূপ স্থির করিয়া, পত্নী, পুত্র ইত্যাদি সকলকে সঙ্গে লইয়া, শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। একেই কি বলে সভ্যতা সমাপ্ত হইল।

মধুসূদন তাঁহার প্রহসনে যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা কোনবিষয়ে বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জিত নহে। ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের প্রথমাবস্থায়, এইরূপ এক সম্প্রদায় শিক্ষিত মহাপুরুষ প্রকৃতই বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিদ্যাবুদ্ধিতে ইঁহারা স্বসমকালবর্ত্তিগণের অগ্রগণ্য ছিলেন। নানা বিষয়ে বঙ্গদেশ ইঁহাদিগের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ আছেন; কিন্তু সুনীতি ও সদাচার সম্বন্ধে ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকে যে কুদৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, আমাদিগকে এখনও তাহার বিষময় ফল ভোগ করিতে হইতেছে। একেই কি বলে সভ্যতায় যে সকল চরিত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সে সময়কার অনেকগুলি সজীব ইয়ং বেঙ্গলের অবিকল প্রতিরূপ মাত্র। মধুসূদনের সমসাময়িক ও সুহৃদ, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, একেই কি বলে সভ্যতার সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন;—

"ইয়ং বেঙ্গল অভিধেয়—নববাবুদিগের দোষোল্লেখণই বর্ত্তমান প্রহসনের একমাত্র উদ্দেশ্য; এবং তাহা যে অবিকল হইয়াছে, ইহার প্রমাণার্থে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, প্রায় তৎসমুদায়ই আমাদের জানিত কোন না কোন নববাবু দ্বারা আচরিত হইয়াছে।"

ডাক্তার মিত্র, নিজেও, তখনকার একজন ইয়ং বেঙ্গল ছিলেন; সুতরাং তাঁহার এরূপ মন্তব্য, মধুসূদনের গ্রন্থ যে সে সময়কার সমাজের অবিকল

চিত্র হইয়াছিল, তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণস্থল। বাস্তবিকও ইহার প্রত্যেক চরিত্র ও প্রত্যেক ঘটনাই যেন সুপরিচিত ও দৃষ্টপূর্ব্ব বলিয়া মনে হয়। ইহার হোটেলের খাদ্যবাহক মুটিয়া হইতে আদর্শ ইয়ং বেঙ্গল নবকুমার পর্য্যন্ত সকলেই যেন মূর্ত্তিমান, সজীব এবং ক্রিয়াশীল। নবকুমারের মর্ম্ম-পীড়িতা পত্নী, স্নেহপ্রবণহৃদয়া মাতা এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বৃদ্ধপিতা প্রত্যেকেরই চিত্র অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছে। ইহার অন্তঃপুরিকাগণের তাসখেলা পাঠ করিলে মনে হয়, যেন গ্রন্থকার, গোপনে বসিয়া, ক্রীড়াশীলা মহিলা-গণের কথাবার্ত্তাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া, তাহা গ্রন্থের বিষয়ীভূত করিয়া দিয়াছেন। বঙ্গীয় অনেক সমালোচকের মতে "একেই কি বলে সভ্যতা" বঙ্গভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রহসন, * এবং বহু দিন পর্য্যন্ত ইহা এই শ্রেণীর প্রহসনের আদর্শ থাকিবে। স্বর্গীয় বাবু দীনবন্ধু মিত্র ইহারই আদর্শে তাঁহার "সধবার একাদশী" রচনা করিয়াছিলেন। মদ্যপানের অপকারিতা প্রদর্শনের জন্য এ পর্য্যন্ত যতগুলি নাটক বা প্রহসন রচিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই, প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে, "একেই কি বলে সভ্যতা" হইতে স্বল্পাধিক উপকরণ লাভ করিয়াছে। ভবিষ্যৎ সমাজ-চিত্রকরের নিকট ইহা এক রহস্য-ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত করিবে।

কিন্তু একেই কি বলে সভ্যতা তাৎকালিক সমাজের একাংশ মাত্র চিত্রিত করিয়াছিল; অপরাংশ চিত্রণেরও প্রয়োজন ছিল। কেবল ইংরাজী-শিক্ষিত, নব্য সম্প্রদায়েরই অনাচারে হিন্দু-সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই; বকধর্ম্মী, প্রাচীন সম্প্রদায়ের কুব্যবহারে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক

---

* "আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ প্রকৃতির যতগুলি পুস্তক হইয়াছে, তন্মধ্যে এই খানিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।"—রামগতি ন্যায়রত্ন কৃত "বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।"

"তাঁহার প্রহসন দুইখানি আজিও প্রহসনের অগ্রগণ্য।" পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-বিবৃত "সাবিত্রী লাইব্রেরির" বক্তৃতা।

ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মধুসূদনের সময়ে এই শ্রেণীর কতকগুলি লোকের কলিকাতার ও তাহার নিকটবর্ত্তী পল্লীসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বাহিরে মালাজপ, কিন্তু গোপনে পরস্বাপহরণ, সামাজিক প্রতিপত্তির জন্য দেব-মন্দির-প্রতিষ্ঠা, কিন্তু গোপনে বারাঙ্গনাপ্রতিপালন, তাঁহাদিগের অনেকের নিত্য ব্রত ছিল। বাহিরে হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও ইঁহাদিগের চরিত্র ও ব্যবহার হিন্দুশাস্ত্র সমূহকে উপহাস মাত্র করিত। ইয়ং বেঙ্গলদিগের উপর ইঁহাদিগের মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ ছিল; কিন্তু ইয়ং বেঙ্গলগণ যে সকল পাপ-কল্পনাও করিতে পারিতেন না, ইঁহারা তাহাতে লিপ্ত থাকিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। মধুসূদনের দ্বিতীয় প্রহসন, "বুড়শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া", এই শ্রেণীর লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল। তাহার উপাখ্যান ভাগ এইরূপ ;—

বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন পল্লীগ্রামে ভক্তপ্রসাদ নামে এক প্রবীণ জমীদার বাস করিতেন। তিনি পরম বৈষ্ণব; তাঁহার বাটীতে মহাসমারোহে দেবসেবা হইত তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই হরিনাম, এবং হস্তে জপমালা; প্রতি সোমবার তিনি হবিষ্য করিতেন। ইংরাজী-শিক্ষা লাভ করিয়া নব্য সম্প্রদায়, অনাচারে ও কদাচারে, হিন্দুধর্ম্মের মহা অনিষ্ট করিতেছে বলিয়া তিনি সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত থাকিতেন। জমীদার বাবুর হানিফগাজী নামে এক মুসলমান প্রজা ছিল। একবার, দুর্ব্বৎসর বশতঃ, আপনার দেয় খাজানা পরিশোধ করিতে না পারিয়া, সে জমীদার বাবুকে তাহার দুরবস্থা জানাইবার জন্য আসিয়াছিল। জমীদার বাবু ভৃত্যের মুখে শুনিলেন যে, তাহার নববিবাহিতা পত্নী পরমা সুন্দরী। তিনি পল্লিনিবাসিনী একটী দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোককে, হানিফগাজীর পত্নীর সর্ব্বনাশের জন্য নিযুক্ত করিলেন। এই হতভাগিনী, ভক্তপ্রসাদ বাবুর অর্থ গ্রহণ করিয়া পল্লীবাসিনী কুলবধূদিগের সর্ব্বনাশ করিত। সে, হানিফের পত্নীরও

সর্ব্বনাশের জন্য, তাহার নিকট যাইয়া, ভক্তপ্রসাদ বাবুর পাপাভিলাষ ব্যক্ত করিল; কিন্তু সাধ্বী মুসলমান-রমণী স্বামীর নিকট সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিল। তেজস্বী মুসলমান হানিফ, ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য, পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া, দূতীকে এই বলিয়া পাঠাইল যে, পল্লীস্থ কোন ভগ্ন শিবমন্দিরে, নির্দ্দিষ্ট দিনে, তাহার স্ত্রী ফাতিমার সহিত জমীদার বাবুর শুভসাক্ষাৎ হইবে। বলা বাহুল্য যে, সেখানে আর এক-বার কীচক-বধ-পর্ব্ব অভিনয় করিবার জন্য হানিফের ইচ্ছা ছিল। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে দেব-ব্রাহ্মণ-সেবক ভক্তপ্রসাদ বাবু পঞ্চানন বাচস্পতি নামক একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের যৎকিঞ্চিৎ ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তিনিও, হানিফের মুখে জমীদার বাবুর পাপচেষ্টা অবগত হইয়া, হানিফকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভক্তপ্রসাদ বাবু, আতর গোলাপের গন্ধে পলিত কেশ সুগন্ধিত করিয়া, এবং শান্তিপুরে ধুতি, জামদানের মেরজাই ইত্যাদি রমণীমোহন বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া, সঙ্কেত স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দ্রৌপদীরূপী ভীম যদিও তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন না, তথাপি ভীম অতি নিকটেই ছিলেন। "যমদূতাকৃতি" হানিফের লাঙ্গল-পরিচালন-কঠোর মুষ্টি-প্রহারে তাঁহার এবং তাঁহার নিযুক্তা দূতীর পৃষ্ঠদেশ ন্যুব্জভাব ধারণ করিল। ভক্তপ্রসাদ বাবু, ইহার পর, আর কখনও, কোন কুলবধূর সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে তিনি, হানিফের বজ্রমুষ্টি উপভোগের পর, যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে পাঠক তাঁহার তাৎকালিক মনের ভাব বুঝিতে পারিবেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "এতোতেও যদি ভক্ত-প্রসাদের চেতনা না হয়, তবে তাঁর বাড়া গর্দ্দভ আর নাই।" উপযুক্ত সময়ে, এই রহস্য উপভোগ করিবার জন্য, পঞ্চানন বাচস্পতিও সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভক্তপ্রসাদ বাবু, তাঁহার লাঞ্ছনা গোপন রাখি-

বার জন্য, তাঁহাকে তাহার ব্রহ্মোত্তর জমী প্রত্যর্পণ করিতে এবং তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ, পঞ্চাশটা টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। হানিফকেও, নিস্বার্থভাবে বক্স-মুষ্টি বিতরণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ, দুইশত টাকা দিতে স্বীকার করিলেন। হানিফের অনুষ্ঠিত মহাযজ্ঞ এইরূপে সুসম্পন্ন হইল। ভক্তপ্রসাদ বাবু পঞ্চানন বাচস্পতিকে বলিলেন, "আমি বিবেচনা করে দেখ্‌লেম যে, এ কর্ম্মের দক্ষিণান্ত এইরূপেই করা উচিত। যাহোক্ ভাই, তোমাদের হাতে আমি আজ বিলক্ষণ উপদেশ পেলেম। এ উপকার আমি চিরকালই স্বীকার করবো। আমি যেমন অশেষ দোষে দোষী ছিলেম, তেমনি তার সমুচিত প্রতিফলও পেয়েছি; এখন নারায়ণের কাছে এই প্রার্থনা করি যে, এমন দুর্ম্মতি আমার কখনও না ঘটে।" আমরাও ভক্তপ্রসাদ বাবুর সঙ্গে প্রার্থনা করি, যেন তাঁহার দৃষ্টান্তে তাঁহার সমজাতীয় অপর ভক্তবিট্টলদিগের চেতনা হয়। মধুসূদন তাঁহার গ্রন্থ নিম্নলিখিত রহস্যজনক কবিতায় শেষ করিয়াছেন।

"বাহিরে ছিল সাধুর আকার, মনটা কিন্তু ধর্ম্ম-ধোয়া,
পুণ্য খাতায় জমা শূন্য, ভণ্ডামিতে চারটি পোয়া॥
শিক্ষা দিলে কিলের চোটে হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া
যেমন কর্ম্ম ফল্‌লো ধর্ম্ম, বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া॥"

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়, তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" ভক্তপ্রসাদের চরিত্র অতিরঞ্জিত হইয়াছে বলিয়া, মধুসূদনের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। তিনি বলেন, কোন হিন্দু জমিদারের পক্ষে এরূপভাবে মুসলমান রমণীর প্রতি আসক্তি স্বাভাবিক নয়। ন্যায়রত্ন মহাশয় কি জন্য এমন কথা বলিয়াছেন, বলিতে পারি না। আমাদিগের বিবেচনায় বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁয়ার বর্ণিত ঘটনা কিছুমাত্রই

মধুসূদনের প্রহসনদ্বয়ের দোষ গুণ।

অস্বাভাবিক নহে। নাটকীয় পাত্রগণের দুই একটি কথা আপত্তিজনক থাকিতে পারে, কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয়টি বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিক হয় নাই। "একেই কি বলে সভ্যতা"র ন্যায় ইহাও মধুসূদন তাঁহার কোন কোন পরিচিত ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বনে রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন নিকটসম্পর্কীয় আত্মীয় ভক্তপ্রসাদরূপে কল্পিত হইয়াছিলেন, এবং হানিফগাজী, পাঁচীতেলিনী প্রভৃতি নামগুলিও তাঁহার স্বগ্রামের কোন, কোন স্ত্রী পুরুষের নাম হইতে অবলম্বিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে, এইরূপ ভক্তপ্রসাদগণ এখনও রাজত্ব করিতেছেন। উপ-ধর্ম্মের আক্রমণে হিন্দুধর্ম্মের যে ক্ষতি না হইয়াছে, হিন্দুনামধারী এইরূপ ভক্তপ্রসাদগণের দ্বারা তাহার অপেক্ষা শতগুণ অধিক ক্ষতি হইতেছে। ইহারা, হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরে কীটরূপে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে দিন দিন অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিতেছে। নব্য সম্প্রদায়ের শাসনের জন্য যেমন একেই কি বলে সভ্যতার ন্যায় গ্রন্থের আবশ্যক, তেমনই এই রূপ ভক্তপ্রসাদগণেরও দণ্ডের জন্য বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁয়ার ন্যায় প্রহসনের প্রয়োজন। নাটকাংশে বিচার করিলে বুড়শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া একেই কি বলে সভ্যতা হইতে নিকৃষ্ট। বুড়শালিকের ঘাড়ে-রোঁয়ার শেষাঙ্কে ভক্তপ্রসাদের সহিত ফাতিমার ও হানিফের ধীরতার সহিত ব্যঙ্গ, এবং গদা ও তাহার গুণবতী পিতৃষসার কথোপকথন অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু গ্রন্থের মূল বিষয় নৈপুণ্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে বলিয়া এই সকল ত্রুটি সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। মধুসূদনের প্রহসন দ্বয়ের প্রধান দোষ এই যে, তাহা-দিগের অনেক স্থান অশ্লীলতা-দোষে দূষিত। চরিত্র-চিত্রণ সম্বন্ধে যথেষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করিলেও মধুসূদন অশ্লীলতা দোষ পরিহার করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহার সমর্থনের জন্য একথা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার অশ্লীলতা অসৎ প্রবৃত্তি উদ্রেকের জন্য নয়। শারীরস্থানবিদ্‌কে

যেমন উলঙ্গ নরদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া শিক্ষা দিতে হয়, তাঁহাকেও তেমনই, বারবনিতাসেবী নবকুমারের ও লম্পট-সাধু ভক্তপ্রসাদের চরিত্র চিত্রিত করিতে যাইয়া, অশ্লীলতা-দোষে দূষিত হইতে হইয়াছিল। দোষগুণ সমস্ত লইয়া মধুসূদনের প্রহসনদ্বয় এখনও বঙ্গ-সাহিত্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাহাদিগের ক্রমশঃ অপ্রচলন হইলেও, গ্রন্থ-বর্ণিত বিষয়ের যথাযথ বর্ণনা ও চরিত্র-চিত্রণ-পটুতা সম্বন্ধে, অতি অল্প সংখ্যক বঙ্গীয় প্রহসনই অদ্যাপি ইহাদিগের সমকক্ষ হইতে পারিয়াছে।

মধুসূদন কেবল তিন বৎসর মাত্র বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ শর্ম্মিষ্ঠা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রচারিত হইয়াছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার একেই কি বলে সভ্যতা, বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া, পদ্মাবতী-নাটক, এবং তিলোত্তমা-সম্ভব-কাব্য, উপর্য্যুপরি আর এই চারিখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সুতরাং বাঙ্গালা-সাহিত্যের এ বিভাগে তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইলেন। প্রাচীন রীতির পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রতি তখনও উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন না করিলেও প্রাচীন, নব্য সকলেই, একবাক্যে, তাঁহাকে একজন অসাধারণ প্রতিভাবান্ ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। সাহিত্য-শিল্পশালায় তাঁহার শিক্ষাকালের এইরূপে অবসান হইল, এবং তিনি, স্বাধীনভাবে, নিজের উদ্ভাবনীশক্তি প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত হইলেন। শিক্ষাবস্থায় তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা তাঁহার বাল্যের লিখিত অনেকগুলি পত্র সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। তাঁহার সাহিত্যিক জীবন বুঝাইবার জন্যও তাঁহার এই সময়কার লিখিত কয়েকখানি পত্র সন্নিবিষ্ট করিতেছি। কবিকে বুঝিতে পারিলে কবির কাব্য সহজে বুঝিবার সম্ভাবনা। আশা করি, মধুসূদনের লিখিত পত্র হইতে পাঠক মধুসূদনকে বুঝিতে পারিবেন। মধুসূদনের

হিন্দু-কলেজের সহাধ্যায়িগণের মধ্যে বাবু রাজনারায়ণ বসুর নাম আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। পঠদ্দশায় মধুসূদনের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা বা সৌহার্দ্দ্য ছিল না। জিলাস্কুলের শিক্ষকতা উপলক্ষে রাজনারায়ণ বাবু যখন মেদিনীপুরে অবস্থান করিতেন, সেই সময় তিলোত্তমা-সম্ভব বিবিধার্থ-সংগ্রহে প্রকাশিত হয়। রাজনারায়ণ বাবু, তাহার প্রশংসা করিয়া, পত্রিকার সম্পাদক ডাক্তার মিত্র মহাশয়কে দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই হইতে মধুসূদনের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা আরব্ধ হয়, এবং তদবধি তাঁহাদিগের মধ্যে কিয়দ্দিন পত্রবিনিময় হইয়াছিল। নিম্নোদ্ধৃত পত্রগুলি রাজনারায়ণ বাবুকে লিখিত।

---

## সপ্তদশ পত্র।

No. 6, Lower Chitpur Road,
*24th April, 60.*

MY DEAR RAJ NARAIN,

I have seen your two letters to our friend Rajendra and cannot persuade myself to remain silent. You deserve my warmest thanks for encouraging me, for you are, decidedly, one of the "Representative men" of the day, and your opinion may be fairly looked upon as an earnest of the future. Forgive my vanity if I believe that the approbation of such scholars as yourself and about half a dozen more in the city, is a sure guarantee of the future fate of the poem.

Tilottama will be published, soon, in the shape of a volume. Perhaps you don't know that it is in Four Books. Jotindro Mohan Tagore, at whose expense the work is being printed ( for I am as poor as a good

poet ought to be ! ), seems to think that the last Book is the best. You will soon, however, have an opportunity of judging for yourself. The book will come out soon, but the question is how many will read it. It is a pity you are not in Calcutta. If you were, I should have teased you to give lectures on the work. That would no doubt have gained it some readers. I am afraid you think my style hard, but, believe me, I never study to be grandiloquent like the majority of the "barren rascals" that write books in these days of literary excitement. The words come unsought, floating in the stream of ( I suppose I must call it ) Inspiration ! Good Blank Verse should be sonorous and the best writer of Blank Verse in English is the *toughest* of poets—I mean old John Milton ! And Virgil and Homer are any thing but easy. But let that pass. You no doubt excuse many things in a fellow's First poem. I began the poem in a joke, and I see I have actually done something that ought to give our national Poetry a good lift, at any rate, that will teach the future poets of Bengal to write in a strain very different from that of the man of Krishnagar—the father of a very vile school of poetry, though himself a man of elegant genius.

As a Scribbler, I am of course proud to think that you like my Farces, * but, to tell you the candid truth, I half regret having published those two things. You know that as yet we have not established a National

---

* একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়শালিকের ঘাড়ে রোঁ।



বাবু রাজ নারায়ন বসু।

Theatre, I mean we have not as yet got a body of sound, classical Dramas to regulate the national taste, and therefore we ought not to have Farces. I don't know if you have seen "Sarmistha" or if you have what you think of it. There is another Drama of mine * which will be soon acted by a company of amateurs. It is also written on the classical model. As soon as it is out of the Printer's hands, I shall send you a copy and you must let me know what you think of it. If I am spared, I intend to write 3 or 4 more plays of the classical kind just to give our country-men a taste for that species of the drama, and then take up historical and other subjects. The subject you propose for a national epic is good—very good indeed. † But I don't think I have as yet acquired a

---

* পদ্মাবতী।

† বঙ্গদেশীয় রাজকুমার বিজয়সিংহ কর্তৃক সিংহলবিজয়-বৃত্তান্ত অবলম্বনে একখানি কাব্য লিখিবার জন্য রাজনারায়ণ বাবু মধুসূদনকে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং কিরূপ ভাবে গ্রন্থখানি রচিত হইবে, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত আদর্শ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সিংহল-বিজয়-বৃত্তান্তটী যে বাস্তবিকই কাব্যোপযোগী, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়কে লিখিত রাজনারায়ণ বাবুর পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে।

* *

The conquest of Ceylon by the Bengali prince Vijaya and his companions, is, I think, a nice subject for an Epic poem to be called the "Singhala-vijaya Kavya" and to be written in an easier style than "Tilottama." The expulsion of Vijaya by his father, Singhavahu, the Raja of Lala, in Bengal, from his dominions, Vijay's pathetic leave-taking of his mother Singhavalli and other near relations and of Singhapura, the capital of his father's Kingdom, his embarking with 700 followers, who, as well as their leader, take their wives with them in a separate vessel, Vijay's voyage,

sufficient mastery over the "Art of poetry" to do it justice. So you must wait a few years more. In the meantime, I am going to celebrate the death of my

---

the cities and towns on the Coromandel coast by which his fleet passed and their historical associations, his landing at Suparaka-pattana and his repulse by the natives, the separation of himself and his companions from their wives who are cast by a storm on the island Mahendra, the lamentation of the ladies at such separation, Vijay's arrival at Ceylon, his landing, faint, sick and exhausted on the sea-coast and sitting upon it with his tired hands pressed upon the copper-coloured soil ( whence the name Támrapáni of that part and subsequently of the whole of the island, from which the Roman name Taprobane was apparently derived), Vijay's engagements with the aborigines (Yakshas) and his conquest of the island chiefly by the instrumentality of his yakshini wife Kuveni ( কুবেনী ), his repudiation of Kuveni who walks forth to the wilderness with a little son and a daughter in utter sickness of heart, her murder by a Yaksha, her spirit still appearing at times on the mountain Kuvenigalla and "casting the withering glance of malignant power over the fair fields" and fertile plains of Bengal and "still inflicting misfortune on the race of conquerors by whom she was betrayed," Vijay's subsequent marriage to a princess of the Pandumandala country and that of his companions to her female attendants, the shade of Kuveni appearing at deep midnight in the bridal chamber to reproach him for his infidelity, Vijay's sending an envoy to his brother Sumitra insisting him to come over to Ceylon from Bengal, Sumitra's refusal, Vijaya's death, his minister's calling over from the continent Pandu-vasudeva, Vijay's nephew, who is crowned as King of the island and whose descendants reign for 22 centuries over the island which derives its present name Singhala from the Singha race to which Vijaya belonged, all these incidents furnish very good materials for an epic poem. The poet may institute in it a comparison between the present and former state of Bengal and while

favourite Indrajit. Do not be frightened, my dear fellow, I won't trouble my readers with *virá ras* (বীররস) Let me write a few Epiclings and thus acquire a *pucca* fist.

---

doing so he may allude to the Bengali king Bhagodatta, pompously styled in the Mahabharat as "the sovereign of the south and east," who, as the ally of the Rajah of Magadha, accompanied him to the wars of the Kurus and Pandus,—to the merchants Chand, Dhanapati, and Srimanta, the last two of whom performed voyages to Ceylon,—to the Kings of the Pal dynasty, who, according to Ayeen Akbari and certain inscriptions, conquered the whole of India,—to Dheesena the son of Adisoor who according to the said work took possession of Delhi which from his time for centuries continued to form a portion of the Bengali dominions, and to Pratapaditya of recent times who, with his 52,000 shieldsmen, coped with the generals of Jehangir. If there be no strong proof of one or two of the above facts, still there is no harm in availing one's-self of them in poetry. The aforesaid comparison and the contrast between the beauty and fertility of Bengal called by an Emperor of Delhi "The Paradise of Regions" and the timidity and servility of its present inhabitants, unworthy of such a beautiful country, would give much scope for such pathetic lamentation, as that of Derozio at the commencement of the "Fakir of Jangheera," with reference to India, and that of Filicaia with respect to Italy, and for passionate exhortation about our supine and unenergetic countrymen. The physical appearance of Bengal, the aspect of the Bay, in calm or in storm, as Vijaya sails over it, "the Eden of the Eastern wave" Ceylon rising as a lonely vision upon the view of the tempest-tossed and heart-sick exile and cheering his sinking spirits, and the rich natural scenery of the Cinnamon island, especially as described by Sir Emerson Tennent with such powers of minute and graphic delineation, would afford an extensive field for painting in words in which the personal observation of the poet, during his absence from his

Perhaps you do not know how I am situated here. Let me tell you that if I were not truly "smit with the love of sacred song," I should throw poetry to the

---

native land, would much assist him. The subject is also such as to enable the poet to allude to a good number of Sanskrit and Bengalee poets—to Valmiki, Sriharsa, Kabikankan and Bharata Chandra. He may introduce the gods and goddesses as taking a part in the events of the poem. He may represent Krishna ( for it appears from the name of one of the princes that they were Vaishanavas ) appearing in a vision to Vijaya, exhorting him to proceed on a distant exploratory voyage and promising him the crown of a beautiful country, and Varuna, offended at an impious act on the part of the future conqueror of Ceylon, and therefore, raising a storm and casting his wife in wrath on a distant shore. Like the Lusiad of Camoens the "Singhala Vijaya" would be a patriotic poem in the strictest sense of the word. In the short account of Vijay's adventures given above, I have altered as well as invented an incident or two in order to adapt the story for poetical composition. Vijaya was not a virtuous though a heroic prince, but the poet, like another Valmiki, should pass over his faults or depict them in the softest manner possible. Poetry is different from history; I have reasons to suspect that Rama was not the personification of virtue nor Ravana the incarnation of wickedness, as Valmiki has represented them to be.

The story of Vijaya, as yourself and Madhu are well aware, is in the 6th, 7th, 8th, and 59th chapters of the Mahavansa. Had it not been for the Singhalese historian, we would have remained ignorant of this most precious proof of the existence of military powers, naval skill, and a spirit of adventure in our nation in ancient times. The Bengalee conquerors left a permanent impression upon the island as a proof of which it may be stated that there is an affinity between the Ceylonese and Bengali dialects even in words not of Sanskrit origin, greater than between Bengal and the dialect of a country nearer to Bengal than Ceylon that is

dogs ! I am studying Law for the Sudder. Law and Poetry ! Do you remember the lines in Pope ?

> "A clerk foredoomed his father's soul to cross,
> Who pens a stanza when he should engross !"

Well—I am that man, though I have no father. I am, besides, engaged in litigation with a score of people for my paternal property. But "n'importe" as the French say, I have a brave heart and mean to fight my battles bravely. I would sooner reform the Poetry of my country than wear the imperial diadem of all the Russias.

I do not know what European told you that I had a great contempt for Bengali, but that was a fact. But now—I even go the length of believing that our Blank-Verse "thrashes the Englishers" as an American would say ! But joking apart, is not Blank-Verse in our language quite as grand as in any other ?

---

the Telegu country or the Tamil. Sir Emerson Tennent also speaks of the "Bengalee" conquerors of the Island. The poet may refer to his work as well as to Forbe's Ceylon.

An epic poem like the one suggested above is much required to infuse patriotic zeal and a warlike spirit into the breasts of our degenerate countrymen. It is true that a hundred far more powerful agencies are required to bring about that mighty change, but the poet also must lend his aid to the good work. My impression is that the above subject is very well adapted for epic poetry ; but if that impression be not correct I have no doubt that it is a highly poetical one and that an interesting poem, of some kind or other, can be written upon it, calculated to produce the good effects mentioned above.

রাজনারায়ণ বাবুর পরামর্শ অনুসারে মধুসূদন "সিংহল-বিজয়-কাব্য" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। উপযুক্ত স্থলে পাঠক তাহার উল্লেখ দেখিতে পাইবেন।

I enclose the opening invocation of my "মেঘনাদ"—you must tell me what you think of it. A friend here, a good judge of poetry, has pronounced it magnificent. By the bye, I have a small volume of odes in the press. They are all about poor old Radha and her বিরহ। You shall have a copy as soon as the book is out of the press.

I suppose I must conclude here. Don't forget to write to me; at any rate, don't hesitate to believe that I am,

Your affectionate old friend,
MICHAEL M. S. DUTT.

---

## অষ্টাদশ পত্র।

MY DEAR RAJ NARAIN,

I ought to apologise to you for not having replied to your kind and welcome letter so long; but I must warn you not to expect anything like regularity in me as a correspondent. I am by nature a lazy fellow, besides, I have a great deal to do. I have my office-work to attend to; I generally devote four or five hours to Law; I read Sanskrit, Latin and Greek and scribble. All this is enough to keep a man engaged from morn to dewy eve and so on. However, here you are—as I have just half an hour to devote to the pleasant task of writing to an old friend whom I have at last learnt how to value.

Some days ago I wrote to my publisher to send you

a copy of the new drama; * I am very anxious to hear what you think of it. I am of opinion that our drama should be in blank verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degrees. If I should live to write other dramas, you may rest assured. I shall not allow myself to be bound down by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya-Darpan. I shall look to the great dramatists of Europe for models. That would be founding a real National Theatre. But let me know what you think of Padmavati. I am sure I need not tell you that in the First Act you have the Greek story of the golden apple Indianised.

Tilottama is printed, though the Printer has not yet sent it out. You shall have a copy as soon as possible. As I believe you are one of the writers of the Tattwabodhini Patrika, will you review the Poem in the columns of that Journal? That would be giving it a jolly lift indeed. If you should review the work, pray, don't spare me because I am your friend. Pitch it into me as much as you think I deserve. I am about the most docile dog that ever wagged a literary tail!

I feel highly flattered by the approbation of your wife. She is the first lady reader of Tilottama and her good opinion makes me not a little proud of my performance. I did not read that part of your letter to Rangalal,† who is often with me, for we were boys

---

* পদ্মাবতী।

† পদ্মিনী উপাখ্যান প্রণেতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

together at Kidderpur and he used to call my mother (God rest her soul!) mother. He is a touchy fellow, but, I have no doubt, is ready to allow that, as a versifier, I ought to hang my hat a peg or two higher than he. My opinion of him is—that he has poetical feelings—some fancy, perhaps, imagination, but that his style is affected and consequently execrable. He may improve. Tilottama seems to have created some impression on him, as you will find in his very next poem. * *

I am glad, my dear fellow, that your domestic discomforts are gradually disappearing. I pray God to bless you and make you happy. You fully deserve to be so, for you are an honest hearted and guileless fellow, full of enthusiasm and in some points what the world in its wisdom would call—a fool. You may rest assured that I am longing to see you. * *

* I am going on with Meghanad by fits and starts. Perhaps the poem will be finished by the end of the year. I am glad you like the opening lines. I must tell you, my dear fellow, that though, as a jolly Christian youth, I don't care a pin's head for Hinduism. I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry. A fellow with an inventive head can manufacture the most beautiful things out of it. When you get your copy of Tilottama you must send me a regular Aristotelian letter about the fable, the characters, the sentiments and the language. You must also review it in such a way (publicly) as to initiate our countrymen into the mysteries of a just and enlightened criticism.

What a vast field does our country now present for literary enterprise! I wish to God, I had time. Poetry, the Drama, Criticism, Romance—a man would leave a name behind him, "above all Greek, above all Roman fame." I wish you would take up the subject of criticism. Aristotle, Longinus, Quintilian, the Sahitya Darpan, Burke, Kames, Alison, Addison, Dryden and a host of others, not forgetting old Blair's lectures or the German Schlegel. If you don't read Sanskrit with ease, get a Pundit to work under your direction.

Where is the fat old Deputy Magistrate of B—now? I have not written to him for a long time and that is why he is vexed with me. Pray send him my love. That, I hope, will soothe his irritated feelings as a tub is said to do with reference to a whale or Leviathan.

When do you mean to come to Calcutta? By the bye, can you induce the Educational Superintendent of your side of the world to take Tilottama by the hand for the higher classes of your school? With you for a teacher, the book is sure to make a tremendous impression.

You must know, my good friend, that I am in mourning for a relative of my wife's—that died in England five months ago. I am sorry I have no news to give you. I lead the life of a recluse, conversing with the mighty dead through the medium of their works and caring as little for the living world as possible. I hate most of the newspapers of the day—Native and English. They do contain such rubbish! And now adieu, my dear fellow. Write to me always but don't

expect me to keep pace with you. G—has given me up as a hopeless job. Pray, don't follow that fellow's example. With sentiments of the sincerest affection,

Ever yours most sincerely,
MODHU SUDAN DUTT.

15th May, 1860.

*P.S.*—Your good wife, by the bye, is not the first lady-reader of Tilottama. The author's wife claims to have read it before her. M. M. S. D.

---

## ঊনবিংশ পত্র।

MY DEAR RAJ NARAIN,

The Tilottama is out. I have ordered Messrs. I. C. Bose & Co., to send up a copy to you. As soon as you get the book, you must sit down and read it through and then tell me what you think of it. I am not a man to be put out by any amount of adverse criticism, especially, when that criticism is from an honest friend, who wishes me well.

The want of what is called "human interest" will no doubt strike you at once, but you must remember that it is a story of Gods and Titans, I could not by any means shove in men and women

You want me to explain my system of versification for the conversion of your sceptical friends. I am sure there is very little in the system to explain; our language, as regards the doctrine of accent and quantity, is an "apostate," that is to say, it cares as much

for them as I do for the blessing of our Family-Priest! If your friends know English, let them read the Paradise-Lost, and they will find how the verse, in which the Bengali poetaster writes, is constructed. The fact is, my dear fellow, that the prevalence of Blank-verse in this country, is simply a question of time. Let your friends guide their voices by the pause (as in English Blank-verse) and they will soon swear that this is the noblest measure in the Language. My advice is Read, Read, Read. Teach your ears the new tune and then you will find out what it is.

Your opinion about Padmavati is very gratifying, indeed. Babu J. M. Tagore sticks out for Sharmistha. But as you have not seen the latter play acted, you can not be so warm in her favour as J. M. T. When Sharmistha was acted at Belgatchia the impression it created was indescribable. Even the least romantic spectator was charmed by the character of Sharmistha and shed tears with her. As for my own feelings, they were "things to dream of not to tell". Poor old Ram Chandra Mitter was mad and grasped my hand, saying, "why, my, dear Madhu, my dear Madhu, this does you great credit indeed! O, it is beautiful!"

I sent your message to Rajendra some days ago. He thinks you are angry with him, because he has not yet replied to your last. Now, know, good youth, that the fault is entirely mine, I have got that letter and refused to yield it up to the jolly youth of Sunro, because it contains your suggestions about the "সিংহল-বিজয়-কাব্য" and which said suggestions I wish to preserve for

future use. I hope you will write to Rajendra—to say that you are not angry with him. I have promised to make peace between you; pray, don't let me find that I have no influence over you at all.

Rangalal says, he never received your letter. He is very proud of your approbation: of course, I have not told him what you and I think of his prose. He is a very touchy fellow, more so than a sensible poet should be. He is writing another tale about Rajputana. Byron, Moore & Scott form the highest Heaven of poetry in his estimation. I wish he would travel further. He would then find what "hills peep o'er hills"—what "Alps on "Alps arise!" As for me, I never read any poetry except that of Valmiki, Homer, Vyasa, Virgil, Kalidas, Dante (in translation), Tasso (Do) and, Milton. These কবিকুলগুরুs ought to make a fellow a first rate poet—if Nature has been gracious to him. I must now conclude. Hoping to hear from you, with kind regards,

July 1st, 1860.

YOURS AS EVER,
MODHU SUDAN DUTT.

Please tell Gour I have sent a copy of Tilottama for him to his cousin, at the Asiatic Society, not knowing where he himself is posted at present.

M. S. D.

---

## বিংশ পত্র।

MY DEAR RAJ NARAIN,

Many thanks for your kind letter and the volume of

sermons, for such, I suppose, I must call them. O ! Rev'd. Sir, I have read several of them and like them very much. Rajendra once told me, you were a good Bengali writer ; your book confirms his opinion. The style is free from all those vices that disgrace the Bengali of the present day, and what is more, it shows that very *unfashionable* thing, *mind !* If I felt more interest in religious matters than, I am sorry to say, I do, this book would be my constant companion. But you know I am "smit with the love of sacred song". There never was a fellow more madly after the Muses than your poor friend ! Night and day I am at them. So you must not lay aside Meghanad. If you do, I shall begin to rave. 'The Muses before everything' is my motto ! It won't cost you more than a couple of nights to get over it. I am anxious that the work should be finished by the end of the year, and I am anxious to know how far I have succeeded in getting into the true heroic style. Besides, my position, as a tremendous literary rebel, demands the consolation and the encouraging sympathy of friendship. I have thrown down the gauntlet, and proudly denounced those, whom our countrymen have worshipped for years, as impostors, and unworthy of the honours heaped upon them ! I ought to rise higher with each poem. If you think the Meghanad destitute of merit, why ! I shall burn it without a sigh of regret.

I am truly rejoiced at the idea of meeting you, and hope nothing will induce you to change your mind, regarding the proposed visit. I do not know your

friend Debendra Nath Tagore personally. I hear one of his sons is a good poet. He is the author of a very readable translation of my favourite Meghaduta. * * *

I remember Kumar Shwami. * Alas! What can I do for him! If you think he would accept a small gratuity I shall be glad to send him some money when I can borrow any. Comparatively speaking, I dare say, I am quite as poor as he is! I cannot afford to buy the books I wish to read. * * *

You are welcome to review Tilottama when you like. By the time you propose to do so, I think, the book will be running through a second edition. But no matter, your opinion, especially, when deliberately given, ought to influence a certain class of our people. Perhaps you will laugh at the idea, but I do assure you that since the publication of the book your name has been frequently in men's mouths. Ask Rajendra. Many have said "O, that Raj Narain Bose of Midnapur is a clever fellow. He seems to appreciate this book warmly. He is right!"

I have nearly done one-half of the Second Book of Meghanad. You shall see it in due time. It is not that I am more industrious than my neighbours; I am at times as lazy a dog as ever walked on two legs; but I have fits of enthusiasm that come on me, occasionally, and then I go like the mountain-torrent! Talking about wine and all vicious indulgences, though by no means a saint and teetotal prude, I *never* drink when

* বিশপ্‌স্ কলেজের জনৈক শিক্ষক। মধুসূদন কিয়দ্দিন ইহাঁর নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন।

engaged in writing poetry; for, if I do, I can never manage to put two ideas together! There is not a line in the Tilottama written under the inspiration of even such a mild thing as a glass of rosy sherry or beer.

I suppose the work you are engaged in writing, will turn out to be of permanent interest. Nothing like it; we, friend, are the men to turn away those beggars of pretenders, whom they call Pandits but whom I call barren rascals! * * * * * * *
When we meet I shall have to say a hundred thousand things to you relating to our literature. I have made up my mind to write (Deo volente!) three short poems in Blank-verse—and then do something in rhyme; don't fancy I am going to inflict পয়ার and ত্রিপদী on you. No! I mean to construct a stanza like the Italian Ottava Rima and write a romantic tale in it, but of all that hereafter.

Excuse this rambling letter, and let me hear what favour the glorious son of Ravana finds in your eyes He was a noble fellow, and, but for that scoundrel Bivishan, would have kicked the monkey-army into the sea. By the bye, if the father of our Poetry had given Ram human companions I could have made a regular Iliad of the death of Meghanad. As it is, you must not expect any battle scenes. A great pity!

Adieu, Praying God to bless you and yours,

I am, my dear R.,

14 7-60. Ever yours affectionately

MICHAEL M. S. DUTT.

## একবিংশ পত্র।

MY DEAR RAJ NARAIN,

I cannot sufficiently thank you for your most welcome letter. Believe me, you endear yourself more to me by the candid manner in which you point out the defects of the Poem* than by the praise (and it is splendid by Jove!) you bestow on it. The idea of fixed lightning, though hackneyed, is not bad. The whole beauty of the passage (in Book II 19—40) depends upon it—that is to say, if there be any beauty in it at all. You are unjust to Indra. He is a very heroic fellow, but he cannot resist "Fate." Perhaps, your partiality for the two brothers has slightly embittered your feelings against the poor king of the gods. I myself like those two fellows, and it was once my intention to have added another Book to place them more conspicuously before the reader, but I did not like to entail a larger expense on my friend, Babu Jotindra Mohan Tagore. Indeed, I wanted to stop at the end of the Third Book—but he in a manner insisted that I should finish the story. You must not, my dear fellow, judge of the work, as a regular "Heroic Poem." I never meant it as such. It is a story, a tale, rather heroically told. You censure the erotic character of some of the allusions. Perhaps that is owing to a partiality for Kalidasa. By the bye—did I ever tell you that I taught myself Sanskrit at Madras? I am anything but a Pandit like Rajendra†

* রাজনারায়ণ বাবু, তিলোত্তমা-সম্ভবের সমালোচনা করিয়া, মধুসূদনকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এই পত্রখানি তাহার প্রত্যুত্তরে লিখিত।

† ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

who is a thundering grammarian, but I know enough to read Kalidasa, and that, I think, is quite enough for me.

I have finished the First Book of Meghanad. You shall have it as soon as I can get somebody to make a fair copy for you. I intend to send you the poem, as I proceed with it in manuscript, so that I may have the advantage and benefit of your remarks and suggestions before going to press. I am positive you will read with care and attention what I send you. It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own; in the present poem, I mean to give free scope to my inventing Powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you. You shan't have to complain again of the un-Hindu character of the Poem. I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done. Before I began this letter, I wrote the following opening lines for the Second Book of মেঘনাদ! These lines ought to give you some idea of the Episode that is to follow.

কি কারণে ত্যজি লঙ্কা কহ, শুভঙ্করি,  
সাহ্লাদে, প্রবাসে বাস করে শূরমণি,  
মেঘনাদ? কোন দেব, মোহের শৃঙ্খলে,  
(কি না তুমি জান সতি!) বাঁধেন কুমারে,  
বন্দীসম, দূরে এবে—এ বিপত্তি কালে?  
মদন সর্ব্বদমন। যে বীরকেশরী—  
বাহুত্রাসে বৃত্রাসুর-অরি, বজ্রপাণি,  
কাতর, কন্দর্প, তার বীর্য্যদর্প হরি,

প্রেমডোরে বাঁধি দুরে রাখেন কৌতুকে।
মায়াময় মায়াসুত-বিদিত জগতে।

You will at once see whom I imitate ;

"Who of the gods impelled them to contend ?
Latona's son and Jove's..."—Cowper's Homer's Iliad.

Milton has imitated this—

"Who first seduced them to that foul revolt ?
The infernal serpent.—Book I.

* * * * *

As for my law-suits I have won one, and another is dragging its slow length along. I am at present master of an estate paying 2500 to 3000 Rs. a year. But the devil ! a rupee of it I do not expect to see for months, probably for years yet. There is an appeal pending in the Sudder. How I sometimes wish, my dear Raj, that I were a Rishi in my forest solitude ! But thank god, I am not unhappy. If the world does not care for me, I do not care for it. We are quits. Pray, how do you know that the Rev. Dr. Vyasa did not march into beef and sip his brandypawny ? * * *

The new poem is doing very well, considering everything. I have heard that V.—has been speaking of it with contempt. This does not surprise me. He cannot know much of the "master-singers" whom the author of Tilottama imitates, and in whose school he has learnt to write poetry. This ebulition of illnature on the part of——has lowered him in the estimation of not a few of the serious-minded men of the day in this city. At least, that is what I hear. Jotindra thinks it is "clan-feeling" or in plainer words downright envy.

Others less mild than Jotindra, call the old boy, a dirty, envious fellow. Some other Pundits, literary stars of equal magnitude, say—"হাঁ উত্তম উত্তম অলঙ্কার আছে। মন্দ হয়নি।" But they regret the author did not write in rhyme, that would have made him popular. These men, my dear Raj, little understand the heart of a proud, silent, lonely man of song! They regret his want of popularity, while, perhaps, his heart swells within him in visions of glory, such as they can form no conception of. But hang the insects of a day! It is getting late, so I must conclude. By the bye * * রাধার বিরহ is in the press. Somehow or other, I feel backward to publish it. What have I do with rhyme.

Ever your affectionate

MICHAEL M. S. DUTT.

---

## দ্বাবিংশ পত্র।

MY DEAR RAJ NARAIN,

Here is the First Book of the Meghanad. I hope you will find the writing legible; you need not return the sheets, I have another copy by me. I need scarcely say that I shall look out with feverish anxiety to hear from you, and yet I should be sorry to hasten you. You must weigh every thought, every image, every expression, every line, and all this cannot be done in an hour. I believe I have convinced you that I am not one of those touchy fools who do not like to have their faults pointed out to them. By Jove, I court such candid and friendly criticism. Go to work with-

out any misgiving old boy. Whether you place the brightest laurel-crown on his head (the brightest of all the crowns yet worn in Bengal,) or kick him out from the holy temple of fame as an impudent intruder, you will find your humble friend a very submissive dog! I hope you will not spare anything in the shape of weak or unpoetical thoughts, weak and nerveless expressions, and rough lines.

You will find that your criticism on Tilottama has not fallen on barren ground. In the present work you will see nothing in the shape of "Erotic Similes"; no silly allusions to the loves of the Lotus and the Moon; nothing about fixed lightnings, and not a single reference to the "incestuous love of Radha."

Talking of criticism, I am told the Editor of the *Indian Field* (Kissory Chand) is going to ask you through Rajendra to review Tilottama for his Journal. I am sure he could not have gone to a better shop.

I sent you a few lines, the other day, as the exordium of the Second Book of Meghanad. I have since changed my mind, and the second Book will be quite a different thing from what you probably expect. I have done nearly two hundred lines. I suppose you read the Bible. Well! the stars in their course are fighting against Sisera. I am afraid there will be no Sudder Examination next year. It seems to be the decree of fate that I should write idle verses, and not make money. If nothing interrupts me, you may expect to see Meghanad finished by the end of the year. It is to be in five Books.

Adieu! Write to me after you have read the verses carefully. You are welcome to show them to your friends, who, I trust, are, by this time, great admirers of Blank-Verse! In Calcutta, the sensation created is by no means inconsiderable. Hear what one critic says :— "I read your book with feelings of admiration and have no hesitation in affirming that its poetry is of such high order that I have never seen anything like it yet attempted in Bengali." The writer is a Banian's assistant in a mercantile firm.

It is getting late, so let me conclude.

Believe me, My dear R.,
Yours affectionately
MICHŒL M. S. DUTT.

---

## ত্রয়োবিংশ পত্র।

MY DEAR RAJ NARAIN,

I received your kind letter just ten minutes ago. Where did you go to? Or what do you mean by alighting on Terra Firma?

I am *so* happy you like my Meghanad. I mean to extend it to 9 সর্গs. I have finished the second, and as soo as I can get a copy made, you shall have it. I hope the second Book will *enchant* you! The name is "বরুণানী", but I have turned out one syllable. To my ears this word is not half so musical as বারুণী, and I don't know why I should bother myself about Sanskrit rules. I am very busy just now, so you must excuse these few lines. I was looking out with anxiety for

this your letter. Have you seen Rajendra's critique on Tilottama in the Vividhartha? I suppose you have. It is kind.

I have no objection to subscribe one half of my pay towards a statue for I. C. Vidyasagar as the Promoter of Widow-Re-marriage. * * * I must pause here. Believe me, my dear R.,

Ever your affectionate
August 3rd, 1860. M. S. DUTT.

কিরূপ দৃঢ়তার ও প্রত্যয়ের সহিত মধুসূদন তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন, এই সকল পত্র হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে, "প্রত্যেক গ্রন্থের সঙ্গে যদি আমি জনসাধারণের উত্তরোত্তর সম্মান-ভাজন হইতে না পারি, তবে আমি আমার গ্রন্থ ভস্মসাৎ করিতে কুণ্ঠিত হইব না।" তিলোত্তমা সম্ভবের পর মেঘনাদবধে এবং সেই সঙ্গে ব্রজাঙ্গনায় ও বীরাঙ্গনায় তাঁহার এই আশা যে সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিলোত্তমা-সম্ভব প্রকাশিত হই-বার অব্যবহিত পরেই তিনি মেঘনাদবধ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রথমার্দ্ধ মুদ্রিত হয়। স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্র ইহার মুদ্রাঙ্কণ-ব্যয় প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া মধুসূদন কৃতজ্ঞচিত্তে মেঘনাদবধের প্রথমাংশ তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে, মিত্রজার য়ুরোপ-প্রবাস-কালীন ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া, তিনি তাহা প্রত্যাহার করেন। মেঘনাদবধ বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকট, দোষে, গুণে, এরূপ সুপরিচিত যে, ইহার সম্বন্ধে অধিক কথা না বলি-লেও চলিতে পারিত। কিন্তু মেঘনাদবধ-রচয়িতার অন্যান্য গ্রন্থের আলো-চনা করিয়া, মেঘনাদবধের আলোচনা ত্যাগ করিলে এই জীবনচরিত-রচনার উদ্দেশ্য সার্থক হইবে না। গ্রন্থই প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রন্থকারের

জীবন। মধুসূদনের জীবনের ঘটনাবলী হইতে তাঁহার গ্রন্থসমূহের ইতিহাস বিযুক্ত করিলে তাহাতে আর কিছুই থাকে না। সেই জন্য মধুসূদনের এই জীবনচরিতে, তাঁহার পারিবারিক জীবনের ঘটনাবলীর ন্যায়, তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের ঘটনাও আমরা গ্রথিত করিয়াছি। যে সকল পাঠক কেবল তাঁহার পারিবারিক জীবনের ইতিহাস অবগত হইবার জন্য উৎসুক, আমরা তাঁহাদিগের নিকট ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রার্থনা করি।

# দ্বাদশ অধ্যায়।

—:*:—

## পাশ্চাত্য কবিগণের প্রভাব-কাল।

### মেঘনাদবধ-কাব্য।

[ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ ]

মেঘনাদবধ-রচনা।

মেঘনাদবধের সঙ্গে আমরা মধুসূদনের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশকালে উপস্থিত হই। শর্ম্মিষ্ঠা ও তিলোত্তমা-সম্ভব রচনা হইতে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের এই অংশে আমরা তাহার ফল দর্শন করি। (ভাষার লালিত্য, ভাবের উৎকর্ষ, রচনার গাম্ভীর্য্য এবং গ্রন্থোল্লিখিত চরিত্র সমূহের সৌষ্ঠব-সাধন প্রভৃতি গুণ সম্বন্ধে তাঁহার এই সময়কার রচিত গ্রন্থগুলিই তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মেঘনাদবধ, কৃষ্ণকুমারী, ব্রজাঙ্গনা এবং বীরাঙ্গনা এই সময়ের অন্তর্ভূত। ইহার পর হইতে মধুসূদনের প্রতিভার পতনদশা ঘটিয়াছে। একদিকে, এই সময়, যেমন তাঁহার প্রতিভার পূর্ণবিকাশ হইয়াছে, অপরদিকে, তেমনই, তাঁহার পাশ্চাত্য-ভাব-প্রবণতাও এই সময় পূর্ণতা-লাভ করিয়াছে। তাঁহার এই সময়কার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ব্রজাঙ্গনা ভিন্ন অপর সকল গুলিতেই সংস্কৃত ভাব অপেক্ষা পাশ্চাত্য ভাবের প্রাধান্য লক্ষিত হইবে। ব্রজাঙ্গনা, কৃষ্ণকুমারী, এবং মেঘনাদবধ মধুসূদন প্রায় একই সঙ্গে আরব্ধ এবং প্রায় একই সঙ্গে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন।) তাঁহার পত্রে, সেইজন্য, এক কালে, তিনখানি গ্রন্থেরই

স্বল্পাধিক উল্লেখ দৃষ্ট হইবে। আমরা ইহাদিগের মধ্যে প্রথমে মেঘনাদ বধের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

মেঘনাদবধের অবলম্বনীয় বিষয়।

মেঘনাদবধ রামায়ণের চিরপরিচিত, পুরাতন কথা অবলম্বনে বিরচিত। রাক্ষসরাজের পুত্র বীরকেশরী মেঘনাদের মৃত্যু ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু রামায়ণের সেই পুরাতন কথা লইয়া রচিত হইলেও ইহাতে কতকগুলি নূতন কথা আছে; মেঘনাদবধ বুঝিতে হইলে পাঠকের তাহা বিশেষরূপ স্মরণ রাখা আবশ্যক। মেঘনাদবধ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, ইহার রাক্ষসগণ রামায়ণের বীভৎসরসের আধার, নরশোণিতপ্রিয় জীব নহেন। বীরত্বে, গৌরবে, ঐশ্বর্য্যে এবং শারীরিক সৌন্দর্য্যে সাধারণ মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহারা মনুষ্য। আচার, ব্যবহারেও আর্য্যসমাজ হইতে তাঁহাদিগের সমাজের কোন পার্থক্য নাই। আর্য্য নরনারীগণের ন্যায় তাঁহারাও যজ্ঞ ও দেবপূজা করেন; ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এবং গঙ্গাজল তাঁহাদিগেরও পূজার অঙ্গ; তাঁহাদিগেরও কুললক্ষ্মীগণ, স্বামী পুত্রের কল্যাণের জন্য, শিবারাধনা করেন, এবং সতী পতির সঙ্গে সহমৃতা হন। তাঁহাদিগেরও গৃহে পার্থিব ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী রূপে রাজলক্ষ্মীর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, এবং মহামায়া তাঁহাদিগেরও পুরাধিষ্ঠাত্রী। আর্য রামায়ণের যে নরমাংসাসী রাক্ষসরাজ, সীতাদেবীকে "প্রাতরাশ"রূপে ভক্ষণ করিবেন বলিয়া, মধ্যে মধ্যে ভীতি প্রদর্শন করিতেন, মেঘনাদবধের পাঠককে, সর্ব্ব প্রথমে, তাঁহার ও তাঁহার পরিজনবর্গের কথা বিস্মৃত হইতে হইবে। রাক্ষসগণের ন্যায় মেঘনাদবধের বানরগণও মানব; বৃহল্লাঙ্গুল, রোমশ পশু নহেন; সাধারণ মানব হইতে তাঁহাদিগের কোনও পার্থক্য নাই। মেঘনাদবধ-কাব্য সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই যে, ইহার রামচন্দ্র ও সীতা-[illegible]ী নারায়ণের ও লক্ষ্মীর অবতার নহেন; তাঁহারাও মানব, মানবী,

এবং পৃথিবীর অপর নর, নারীগণের ন্যায় সুখদুঃখভাগী।  সাধারণ মনুষ্য হইতে তাঁহাদিগের এইমাত্র বিভিন্নতা যে, তপোবলে ও কর্ম্মবলে, তাঁহারা দেবগণকে প্রত্যক্ষ করিতে, এমন কি, সময়ে সময়ে, আপনাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মেরও অংশ গ্রহণ করাইতে পারেন। মেঘনাদবধ সম্বন্ধে শেষ কথা এই যে, ইহাতে রামায়ণে অনুল্লিখিত, এমন কি রামায়ণবিরোধী, অনেক কথাও লক্ষিত হইবে। রামায়ণের ন্যায় ইলিয়াড ও ইনিয়াড প্রভৃতি পাশ্চাত্য কাব্যসমূহের অনেক ঘটনা, পরিবর্ত্তিত আকারে, ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। রামায়ণের আদর্শ হইতে ইহার আদর্শও ভিন্ন। মহর্ষির প্রদর্শিত মার্গ পরিত্যাগ করিয়া কবি ইহাতে রামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের অপেক্ষা রাক্ষসপরিবারদিগের প্রতি অধিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

কাব্যের সর্গ-বিভাগ।

মেঘনাদবধ-কাব্য নয় সর্গে বিভক্ত। তিন দিনের ও দুই রাত্রির ঘটনা এই নয় সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহুর মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ কর্ত্তৃক মেঘনাদকে সেনাপতি পদে অভিষেক, প্রথম দিবসের ঘটনা। হরপার্ব্বতীর অনুগ্রহে লক্ষ্মণের স্বপ্ন-দর্শন ও অস্ত্রলাভ, রাত্রির ঘটনা। মেঘনাদবধের মধ্যে এই রাত্রিই সর্ব্বাপেক্ষা ঘটনাপূর্ণ। দেবেন্দ্রের ও শচীদেবীর কৈলাসে গমন, লক্ষ্মণের দেবীপূজা, প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশ এবং সীতাদেবীর সঙ্গে সরমার কথোপকথন প্রভৃতি কাব্যের অনেক প্রধান ও উৎকৃষ্ট অংশ এই রাত্রির ঘটনারূপে বর্ণিত হইয়াছে। মেঘনাদের মৃত্যু ও লক্ষ্মণের শক্তিশেল, দ্বিতীয় দিবসের ঘটনা। রামচন্দ্রের যমপুরীদর্শন, দ্বিতীয় রাত্রির এবং প্রমীলার চিতারোহণ, তৃতীয় দিবসের ঘটনা। কবির অনুপম কল্পনা-গুণে এই তিন দিবস মাত্র ব্যাপী ঘটনা অতি দীর্ঘ কালের কার্য্য বলিয়া আমাদিগের মনে হয়। গ্রন্থের প্রারম্ভে কবি, মিল্টনের আদর্শে, বাগ্দেবীর বন্দনা করিয়া,

কাব্যের বস্তুনির্দ্দেশ করিয়াছেন।) ইহার পরই সভাসীন রাক্ষসরাজ পাঠকের দৃষ্টিগোচর হন। কবি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি এবং বিলাস-সুখপ্রিয় রাক্ষসরাজের সভার অতি সুন্দর চিত্র প্রদান করিয়াছেন। মহর্ষি তাঁহার রাক্ষসরাজকে যে আদর্শে কল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রকৃতি এবং তদানুষঙ্গিক সামগ্রীগুলিও তাহারই উপযুক্ত করিয়া সৃজন করিয়াছিলেন। মধুসূদনের আদর্শ স্বতন্ত্র; তিনি তাঁহাকে স্বতন্ত্রভাবে গঠিত করিয়াছেন। ত্রিভুবন যাঁহার পদানত এবং ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মী যাঁহার গৃহে মূর্ত্তিমতীরূপে অধিষ্ঠিতা, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের তুলনা কোথায়? কাঞ্চন-সৌধকিরীটিনী লঙ্কাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় রাক্ষসরাজ সভা-মণ্ডপে, কনক-সিংহাসনে, উপবিষ্ট। চারু-লোচনা কিঙ্করী চামর বীজন করিতেছে; কামদেবের ন্যায় সুন্দরবপু ছত্রধর ছত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে; রুদ্রেশ্বর শূলপাণির ন্যায় ভীষণমূর্ত্তি দ্বারপালগণ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে;—দূরস্থিত কোমল যন্ত্রধ্বনি, বায়ুহিল্লোলে বাহিত হইয়া, সভাসীনগণের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে এবং রত্নসম্ভবা বিভা, ক্ষণপ্রভার ন্যায় দীপ্তিতে, মুহুর্মুহু সভাগৃহ আলোকিত করিতেছে। কিন্তু হায়! এই দেবদুর্লভ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে রাক্ষসরাজের প্রাণে শান্তি নাই। সভাগৃহ নীরব, সভাসদগণ বিষণ্ণ; রাজদূত শোণিতসিক্ত, ধূলিধূসরিত কলেবরে সম্মুখে দণ্ডায়মান। রাক্ষসরাজের প্রিয়তম পুত্র বীরবাহু সমরে নিপতিত হইয়াছেন, দূত, সংবাদ দিবার জন্য, রাজ-সভায় উপস্থিত হইয়াছে। নীরব অশ্রুধারা, দর দর প্রবাহিত হইয়া, রাক্ষসরাজের রত্নখচিত পরিচ্ছদ সিক্ত করিতে-ছিল। তাঁহার ন্যায় মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা কে কবে ভোগ করিয়াছে? তাঁহার অদৃষ্টক্রমে অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছিল। দেবগণের সহিত সমরে বিজয়ী বীরগণও একজন তুচ্ছ মানবের সহিত সংগ্রামে নিপতিত হইতেছিল। বিধাতা যেন তাঁহার অদৃষ্ট-গুণে কঠিন শাল্মলি-

রাক্ষসরাজের সভা।

তরুকে পুষ্পদল দিয়া ছেদন করিতেছিলেন। তাঁহার কুসুমদামসজ্জিত, দীপাবলীতেজে উজ্জ্বলিত, নাট্যশালাসদৃশী পুরী, তাঁহারই দোষে, শ্মশান-ভূমিতে পরিণত হইতেছিল। তাঁহার ভবনের কুসুমদাম বিশুষ্ক, মুরজ, রবাব-ধ্বনি নীরব এবং দীপাবলী নির্ব্বাণ হইয়া আসিতেছিল। চিরান্ধকার তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইতেছিল। হায়! তাঁহার যন্ত্রণা কে বুঝিবে? অসংযত বাসনায় বিমূঢ় এবং সৌভাগ্য-মদে অন্ধ হইয়া তিনি পতিপ্রাণা সীতা দেবীকে হরণ করিয়া আনিয়া-ছিলেন; তখন তিনি বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু এখন বুঝিতেছিলেন যে, তাঁহার কার্য্যের পরিণাম কি বিষময় হইয়াছে। তিনি যাঁহাকে সুখ-স্পর্শ কুসুম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেই স্নিগ্ধজ্যোতির্ম্ময়ী জানকী, দাবানল শিখার আকার ধারণ করিয়া, তাঁহার হৈমগৃহ দগ্ধ করিতে-ছিলেন। সমস্তই তাঁহার নিজের কার্য্যের ফল। পুত্র-শোকেরও অপেক্ষা নিদারুণ অনুতাপের যন্ত্রণা তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছিল। ভূধর স্বভাবতঃ ধীর, কিন্তু, যন্ত্রণা অসহ হইলে, অগ্নিস্রোত, যেমন, তাহার বক্ষদেশ বিদীর্ণ করিয়া নিঃসারিত হয়, কোন পার্থিব শক্তি যেমন তাহা নিরোধ করিতে পারে না, হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ, তেমনই গৈরিক ধাতু-নিস্রাবের ন্যায়, রাক্ষসরাজের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া নিঃসারিত হইল। মধুসূদন যে ভাষায় পুত্রশোকাতুর রাক্ষসরাজের বেদনা ব্যক্ত করিয়াছেন, বঙ্গভাষায় তাহার সমতুল্য কিছু নাই।

ভগ্নদূত, রাক্ষসরাজের আদেশে, বীরবাহুর মৃত্যুঘটনা আদ্যোপান্ত বর্ণন করিল। সে বর্ণনা অতি উত্তেজনাপূর্ণ। বীরত্বের বর্ণনায় বীর-হৃদয় চিরদিন উত্তেজিত হইয়া থাকে। পুত্র বীরের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে শুনিয়া রাক্ষসরাজ, ক্ষণকালের জন্য, পুত্র-শোক বিস্মৃত হইলেন; এবং সভাসদগণকে সঙ্গে লইয়া, রণক্ষেত্রশায়ী বীরপুত্রকে দেখিবার জন্য, প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিলেন। সুনিপুণ চিত্র-করের ন্যায় মধুসূদন

ইহার একটি সুন্দর দৃশ্যপট অঙ্কিত করিয়াছেন। উন্নত প্রাসাদচূড়ায় তেজঃপুঞ্জকলেবর দশানন, উদয়াচলস্থিত দিবাকরের ন্যায়, দণ্ডায়মান; তাঁহার পদতলে কাঞ্চন-সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কাপুরী প্রসারিতা, তাহার সৌন্দর্য্যে অমরাবতীও পরাজিতা। কোথাও পুষ্পোদ্যানস্থিত শ্রেণীবদ্ধ সৌধরাজী, কোথাও রজত সলিলোৎসারী উৎস সমূহ, কোথাও কমলদলপূর্ণ সরোবর, কোথাও হীরকালঙ্কতশির দেবগৃহ, এবং কোথাও বা নানারাগে রঞ্জিত রত্নপূর্ণ বিপণিসমূহ শোভা পাইতেছে। ত্রিজগৎ, যেন রত্নরাজী সংগ্রহ করিয়া, ভুবনসুন্দরী লঙ্কাপুরীর পূজার জন্য, সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। বিশাল প্রাচীর এই রত্নময়ী পুরীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; এবং অস্ত্রধারী রক্ষকগণ সেই প্রাচীরোপরি অনবরত পরিভ্রমণ করিতেছে। লঙ্কার গর্ব্বিত সিংহদ্বার এক্ষণে শত্রু ভয়ে অবরুদ্ধ। নগর-প্রাচীরের বহির্দ্দেশে শত্রুদল, সিন্ধু-কূলস্থিত সিকতারাজির ন্যায়, অগণিত সংখ্যায়, লঙ্কাপুরীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। প্রচীরের অবিদূরে রণক্ষেত্র; সেই রণক্ষেত্রে নিপতিত অসংখ্য রক্ষোবীরগণের সঙ্গে তাঁহার প্রিয়তম পুত্র বীরবাহুও, শত্রু সৈন্যকে বিমথিত করিয়া, মহাশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। বীরপুত্রকে এইরূপ অবস্থায় দর্শন করিলে বীরপিতার হৃদয়ে যেরূপ ভাব উদিত হইবার সম্ভাবনা, রাক্ষসরাজ মৃতপুত্রকে উদ্দেশ করিয়া, সেই ভাবে হৃদয়ের বেদনা ব্যক্ত করিলেন; এবং রণক্ষেত্রের সেই মর্ম্মভেদী দৃশ্য বিস্মৃত হইবার জন্য, দূরস্থিত মহাসমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অচল মেঘশ্রেণীর ন্যায় শিলাখণ্ডে নির্ম্মিত সেতু, মহাসমুদ্রকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া, প্রসারিত রহিয়াছে। ফেনময় তরঙ্গরাজী তাহার উভয় পার্শ্বে নিরন্তর গম্ভীর নির্ঘোষে আঘাত করিতেছে, এবং বর্ষাকালীন জলস্রোতের ন্যায় শত্রুসৈন্যস্রোত তাহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। যে মহাসমুদ্র

রাক্ষসরাজের লঙ্কাপুরী ও রণক্ষেত্র দর্শন।

এতদিন দুর্লঙ্ঘ্য পরিখার ন্যায় লঙ্কাপুরীকে বেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতে-ছিল, আজ তাহাকে এইরূপ শত্রুদত্ত শৃঙ্খল পরিধান করিতে দেখিয়া রাক্ষসরাজের হৃদয় যন্ত্রণায় অধীর হইল। তিনি মহাসমুদ্রকে অতি কঠোর তিরস্কার করিলেন। সে তিরস্কার তীব্র ব্যঙ্গোক্তিতে পূর্ণ। যে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণায় তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল, এই তিরস্কারের বর্ণে বর্ণে যেন তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। মেঘনাদ বধের অনুতপ্ত ও যন্ত্রণাগ্রস্ত রাক্ষসরাজের চরিত্র ইহা হইতে অতি সুন্দররূপ অনুমিত হইতে পারে।

রাক্ষসরাজ ও চিত্রাঙ্গদা।

রণক্ষেত্র দর্শন করিয়া, রাক্ষসরাজ, পুনর্ব্বার সভামণ্ডপে আসিয়া, উপবিষ্ট হইলেন। এমন সময় অতি গম্ভীর রোদনধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল; এবং বীরবাহুর জননী, রাজমহিষী চিত্রাঙ্গদা দেবী, সঙ্গিনীদিগকে সঙ্গে লইয়া, আলুথালু বেশে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। বীর-রসের ন্যায় করুণ রসের উদ্দীপনেও মধুসূদন কিরূপ নিপুণ ছিলেন, এই অংশ তাহার পরিচায়ক। যে কারুণ্যপূর্ণ ভাষায় চিত্রাঙ্গদা দেবী রাক্ষসনাথের নিকট আপনার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। (হায়! বিধাতা চিত্রাঙ্গদাকে একটী মাত্র রত্নের অধিকারিণী করিয়াছিলেন। বিহগী যেমন সস্নেহে আপনার শাবকটীকে তরুকোটরে রাখিয়া দেয়, কাঙ্গালিনী চিত্রাঙ্গদাও তেমনি রাজার নিকট সে রত্ন গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। দরিদ্রধনরক্ষণ রাজধর্ম্ম। রাজকুলেশ্বর লঙ্কানাথ কাঙ্গালিনী চিত্রাঙ্গদার সে রত্ন কোথায় রাখিয়া-ছেন? পুত্রশোকাতুরা জননীর এরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কি সম্ভব? রাক্ষসরাজের পক্ষে ইহার উত্তর দিবার সম্ভাবনা ছিল না। যে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণায় তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল, তিনি কেবল তাহারই উল্লেখ করিয়া বলিলেন;—

"এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা ললনে,
শত পুত্র-শোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবা নিশি। হায় দেবি, বনে যথা বায়ু
প্রবল, শিমুল-শিম্বী ফুটাইলে বলে
উড়ি যায় তূলা রাশি, এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল-সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।"

চিত্রাঙ্গদা দেবী, পুত্রশোকে উন্মাদিনী হইলেও, বীরমাতা—বীরপত্নী; রাক্ষসরাজ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন ;—

"এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে। বীরমাতা তুমি ;
বীর-কর্ম্মে হত পুত্র হেতু কি উচিত
ক্রন্দন? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্র পরাক্রমে ; তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দুনিভাননে, সিক্ত অশ্রুনীরে?"

বীরমাতার পক্ষে এরূপ সান্ত্বনা অবশ্যই শান্তিজনক। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা দেবীর পক্ষে এ সান্ত্বনা তৃপ্তিপ্রদ হইল না। সুগন্ধিকুসুম যখন দেবোদ্দেশে হোমানলে অর্পিত হয়, তখন তাহার পুষ্প-জন্ম সফল হইল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেই কুসুম যখন আবার প্রচণ্ড দাবানলে ভস্মীভূত হয়, তখন তাহা কেবল ক্ষোভেরই কারণ হইয়া উঠে। সন্তানকে, স্বদেশের কল্যাণের জন্য, ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইতে দেখিলে বীরজননীর প্রাণে সান্ত্বনা আসিতে পারে সত্য ; কিন্তু অপরের পাপ-তৃষারূপ অগ্নিতে হৃদয়ের ধনকে আহুতি রূপে অর্পিত হইতে দেখিলে বীরজননীর প্রাণে যে যন্ত্রণা হয়, তাহা কে বুঝিবে? যে অগ্নিকুণ্ডে চিত্রাঙ্গদার হৃদয়ের ধন

সমর্পিত হইয়াছিল, তাহা হোমানল নয়, লঙ্কেশ্বরের অসংযত বাসনারূপ দাবানলেই তাহা ভস্মীভূত হইয়াছিল; জননীর প্রাণ শান্তি মানিবে কেন? রাক্ষসরাজকে দেশবৈরীর প্রসঙ্গ করিতে শুনিয়া চিত্রাঙ্গদা দেবী বলিলেন:—

* * * "দেশবৈরী নাশে যে সমরে
শুভক্ষণে জন্ম তার; ধন্য বলে মানি
হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব,
কোথা সে অযোধ্যাপুরী? কিসের কারণে
কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এদেশে
রাঘব? এ স্বর্ণলঙ্কা দেবেন্দ্র বাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে; ইহার চৌদিকে,
রজত প্রাচীর সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার
ক্ষুদ্র নর। তব হৈম সিংহাসন আশে
যুঝিছে কি দাশরথি? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি? কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্দ্ধফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে কহ, এ কালঅগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে,
মজালে রাক্ষসকুল, মজিলা আপনি।"

সুশীতল বারিধারা হৃদয়ে ধারণ করিয়াও কাদম্বিনী যেমন বজ্রাগ্নি নিক্ষেপ করে, পতিপরায়ণার হৃদয়, স্বভাবতঃ স্নেহপ্রবণ হইলেও, অবস্থা বিশেষে যে তেমনি তাহা হইতে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা নির্গত হয়;

চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের মৌলিকতা।

চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রে কবি ইহা সুন্দররূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। এ চিত্র বাল্মীকি-রামায়ণে নাই, ইহা মধুসূদনের সৃষ্টি। কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণে চিত্রাঙ্গদার কেবল নাম মাত্রই আছে। মধুসূদন পরে বীরাঙ্গনা-কাব্যে দলিতা-ফণিনী-রূপিণী জনার যে তেজোময় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, মেঘনাদবধের চিত্রাঙ্গদায় তাহারই রেখাপাত হইয়াছে। চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের প্রবর্ত্তন না করিলে রাক্ষসরাজের অবস্থা পরিস্ফুট হইত না।

আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়াই রাক্ষসরাজ পতিপ্রাণা সীতাদেবীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। বিধাতা যদিও তাঁহাকে তাঁহার পাপের উপযুক্ত দণ্ড দিতেছিলেন, তথাপি তাঁহার চৈতন্য হয় নাই। পাপ গোপন করিবার প্রবৃত্তির ন্যায়, যে কোন উপায়ে হউক, পাপাচারের সমর্থন করিবারও প্রবৃত্তি মনুষ্যহৃদয়ে বড় প্রবল। পাপের সমর্থন করিতে যাইয়া, মনুষ্য, কত সময়ে, যে জগতের সকলকে, এমন কি নিজের হৃদয়কেও, বঞ্চনা করে, তাহার সংখ্যা নাই। রাক্ষসরাজ, ঘোরতর পাপাচারী হইয়াও, বিধাতার নিকট বলিতেন ;—

> "কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
> হরিলি এ ধন তুই !"

যে অশুভক্ষণে তিনি জানকীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া, তিনি আপনাকে ধিক্কার দিতেন ; কিন্তু নিজের দোষ স্বীকার করিতে তাঁহার সাহস হইত না। আত্মবঞ্চকের ন্যায় নিজের হৃদয়কে তিনি এই বলিয়া প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিতেন যে, তাঁহার নিজের কোন অপরাধ নাই, তাঁহার অভাগিনী ভগিনী শূর্পনখার দুঃখে দুঃখিত হওয়াতেই তাঁহার সেই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল। তিনি বলিতেন ;—

"কি কুক্ষণে দেখেছিলি তুইরে অভাগি,
কাল পঞ্চবটী বনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে ? কি কুক্ষণে তোর দুখে দুখী,
পাবক শিখা রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে ?"

কিন্তু তাঁহাকে তাঁহার এই ভ্রম বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন ছিল। রাক্ষসরাজ, পুত্রশোকবিধুরা চিত্রাঙ্গদা দেবীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য, বলিলেন, "দেবি, তোমার বীরপুত্র, দেশবৈরীদিগকে বিনাশ করিয়া, স্বর্গ-গমন করিয়াছে; বীরমাতা হইয়া তোমার পক্ষে এরূপ ক্রন্দন কি কর্ত্তব্য ?" কিন্তু বিধাতার বিধানে তাঁহাকে উপযুক্ত দণ্ড ভোগ করিতে হইল। যে ফণিনীর মণি তিনি অপহরণ করিয়াছিলেন, সে তাঁহাকে বিষদশনে দংশন করিয়া বলিল ;—"দেশবৈরী ? রাক্ষসরাজ কাহাকে দেশবৈরী বলিতে চান ? ক্ষুদ্র নর রামচন্দ্র কি লঙ্কার স্বর্ণ সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ করিতেছেন ? তবে দেশবৈরী কথা কেন ?" চিত্রাঙ্গদা দেবী রাক্ষসরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কে কহ এ কাল অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ ! নিজ কর্ম্মফলে,
মজালে রাক্ষস কুল, মজিলা আপনি।"

পুত্রশোক-কাতর মনুষ্য, অনেক সময়ে, সমদুঃখভাগিনী পত্নীর সহিত একত্র রোদন করিয়া সান্ত্বনা লাভ করে ; কিন্তু হতভাগ্য রাক্ষস-রাজের পক্ষে সে আশা ছিল না। শতপুত্রশোকে জর্জ্জরিত হইলেও পত্নীগণের নিকট তাঁহার সহানুভূতির আশা ছিল না। তাঁহার ন্যায় আত্মদ্রোহী ব্যক্তিকে সহানুভূতি করিবে কে ? সহানুভূতির প্রার্থনা করিতে যাইলে তাঁহার ভাগ্যে কেবল তিরস্কারই মিলিত। আমরা সেইজন্য বলিয়াছি, চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের প্রবর্ত্তন করিয়া, মধুসূদন

যন্ত্রণানিপীড়িত রাক্ষসরাজের অবস্থা সম্যক্ পরিস্ফুট করিতে সক্ষম হইয়াছেন।)

পুত্রশোক-কাতরা চিত্রাঙ্গদা-দেবী অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলে শোকে ও অভিমানে উত্তেজিত রাক্ষসরাজ রণসজ্জার আদেশ প্রদান করিলেন।

রাক্ষসরাজের রণসজ্জা।

বীরপুত্রধাত্রী লঙ্কাপুরী বীরশূন্য হইয়াছিল; লঙ্কেশ্বর নিজেই যুদ্ধে গমন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কবি এই স্থলে রাক্ষসবীরগণের যুদ্ধ-সজ্জার অতি সুন্দর বিবরণ প্রদান করিয়াছেন; এবং সেই সঙ্গে, এক অভিনব দৃশ্যের প্রবর্ত্তন করিয়া, নিজের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। রাক্ষস-বীরগণের

বারুণী-চরিত্র।

পদভরে লঙ্কাপুরী বিকম্পিত হওয়াতে অসহিষ্ণু জলনিধি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার তরঙ্গাভিঘাতে জলাধিষ্ঠাত্রী বারুণীদেবীর মুক্তাময়ী গৃহচূড়া পুনঃপুনঃ বিকম্পিত হইতে লাগিল। তিনি অকস্মাৎ এইরূপ উপপ্লবের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া লঙ্কেশ্বরের সমর-সজ্জার বিষয় অবগত হইলেন এবং যুদ্ধের বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য আপনার সখী মুরলাকে লঙ্কাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর নিকট প্রেরণ করিলেন। (মেঘনাদবধের এই বারুণী-চরিত্র হিন্দুপুরাণানুমোদিত নহে। হোমরের থেটিস (Thetis) হইতে মিল্টন তাঁহার কোমসের (Comus) স্যাব্রিনার (Sabrina) আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধুসূদনের বারুণী-চরিত্র এই স্যাব্রিনা হইতে কল্পিত। সমুদ্রের সঙ্গে সমরপ্রিয় বায়ুদলের যুদ্ধ এবং বায়ুরাজ প্রভঞ্জনের বিষয় গ্রীক পুরাণের Aeolus and Winds হইতে কল্পিত হইয়াছে। মুরলা নামটী কবি, সম্ভবতঃ, উত্তররামচরিত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।) লঙ্কাপুরীর ঐশ্বর্য্য এবং যুদ্ধগামী রক্ষসৈন্যগণের রণসজ্জা মুরলার ও রাজলক্ষ্মীর কথোপকথনে অতি সুন্দররূপ বিবৃত হইয়াছে। মুরলা, রণসজ্জায় সজ্জিত বীরগণের মধ্যে মেঘ-

নাদকে দেখিতে না পাইয়া, তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে রাজলক্ষ্মী বলিলেন,—

"প্রমোদ-উদ্যানে বুঝি ভ্রমিছে আমোদে
যুবরাজ, নাহি জানি হত আজি রণে
বীরবাহু; যাও তুমি, * * *
* * * * যাই আমি যথা
ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণ লঙ্কা ধামে,
প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।"

কমলা, মেঘনাদের ধাত্রীর বেশ ধারণ করিয়া, লঙ্কার বহির্দ্দেশস্থিত মেঘনাদের প্রমোদ-উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। মেঘনাদ, ধাত্রীর চরণে প্রণাম করিয়া, লঙ্কার কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। কমলা বীরবাহুর মৃত্যুর ও রাক্ষসরাজের রণসজ্জার সংবাদ প্রদান করিলে বিস্মিত মেঘনাদ ধাত্রীকে বলিলেন;—

* * * "কে বধিল কবে
প্রিয়ানুজে? নিশারণে সংহারিনু আমি
রঘুবরে, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরীদলে; তবে
এ বারতা—এ অদ্ভুত বারতা, জননি,
কোথায় পাইলে তুমি?"

কমলা বলিলেন;—

* * * "হায় পুত্র, মায়াবী মানব
সীতাপতি, তব শরে মরিয়া বাঁচিল।
যাও তুমি, ত্বরা করি, রক্ষ রক্ষকুল-
মান, এ কাল সমরে, রক্ষচূড়ামণি।"

তেজস্বী বীর, শুনিবামাত্র, কণ্ঠের কুসুমদাম ছিন্ন করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন, এবং আপনাকে ধিক্কার প্রদান করিয়া বলিলেন;—

"* * ধিক্ মোরে
"* * বৈরীদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি রামারল মাঝে ;
এই কি সাজে আমারে ? দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ ? আন রথ ত্বরা করি,
ঘুচাব এ অপবাদ বধি রিপু দলে।"

মেঘনাদ ও প্রমীলা।

মেঘনাদ বীরদর্পে রথারোহণ করিতে যান, এমন সময় তাঁহার পতিগতপ্রাণা পত্নী প্রমীলা আসিয়া তাঁহার করযুগল ধারণ করিলেন। যে ভাবী অমঙ্গল-রূপ মেঘ মেঘনাদের জীবনাকাশে সঞ্চারিত হইতেছিল, সাধ্বীর কোমল হৃদয়ে বুঝি পূর্ব্ব হইতেই তাহার ছায়াপাত হইয়াছিল; তাই প্রমীলা, বীরপত্নী ও বীরাঙ্গনা হইয়াও, বীরবর হেক্টারের পত্নী এণ্ড্রোমেকীর (Andromache) ন্যায়, কাতরভাবে, স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

কোথা, প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে কহ চলিলা আপনি,
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী ?"

কিন্তু বীরত্ব-দৃপ্ত মেঘনাদ প্রমীলার অশ্রুজলে দৃক্‌পাত করিলেন না। যিনি যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাজয় করিয়াছিলেন, তুচ্ছ মানব-শত্রু রামের সহিত সংগ্রাম তাঁহার নিকট শিশুর ক্রীড়া মাত্র। তিনি অশ্রুসিক্তা পত্নীকে সহাস্য মুখে বলিলেন।—

"ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া,
কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে
রাঘবে, বিদায় এবে দেহ বিধুমুখি।"

দেখিতে দেখিতে মেঘনাদের ব্যোমযান আকাশ মার্গে উত্থিত হইল। ধনুষ্টঙ্কার শব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া এবং নিরাশাপীড়িত লঙ্কাবাসী-

দিগকে আশ্বস্ত করিয়া, মেঘনাদ যেখানে রাক্ষসরাজ সমর-সজ্জা করিতেছিলেন, সেইখানে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রাক্ষস সৈনিকগণ আনন্দে সিংহনাদ করিয়া উঠিল। মেঘনাদ, পিতার চরণে প্রণাম করিয়া, করযোড়ে বলিলেন ;—

"হে রক্ষকুলপতি,
শুনেছি, মরিয়া নাকি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব ? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি ;
কিন্তু অনুমতি দেহ, সমূলে নির্ম্মূল
করিব পামরে আজি। ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু অস্ত্রে উড়াইব তারে,
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"

পুত্রের এই বীরোচিত প্রার্থনায় সহসা সম্মতি দান করিতে রাক্ষসরাজের সাহস হইল না। অবস্থার বিভিন্নতায় মনুষ্যের প্রকৃতিও বিভিন্ন হইয়া থাকে। নবীন আশায় ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত মেঘনাদ এবং শোকজর্জ্জরিত, নিরাশ্বাসগ্রস্ত রাক্ষসরাজ উভয়ের ব্যবহারে, সেই জন্য কতই বিভিন্নতা। একদিকে যৌবনের বল ও উৎসাহ মেঘনাদকে অনির্ম্মুক্তবিষ ভুজঙ্গের ন্যায় তীব্র শ্বাসে জগৎ ভস্মীভূত করিতে প্রবৃত্ত করিতেছিল ; অপর দিকে শোকগ্রস্ত, মর্ম্মপীড়িত রাক্ষসরাজ, মন্ত্রমুগ্ধ বিষধরের ন্যায়, ফণামণ্ডল সঙ্কুচিত করিয়া, যেন পৃথিবীর সঙ্গে বিলীন হইয়া যাইতেছিলেন। পুত্র রুদ্রপীড়কে যুদ্ধকাম দেখিয়া, সৌভাগ্যগর্ব্বিত বৃত্র উৎসাহে বলিয়াছিলেন ;—

"রুদ্রপীড়, তব চিত্তে যশ-অভিলাষ,
পূর্ণ কর, যশোরশ্মি বাঁধিয়া কিরীটে ;
বাসনা আমার নাই করিতে হরণ
তোমার সে যশঃপ্রভা, পুত্র যশোধর !

ত্রিলোকে হয়েছ ধন্য আরও ধন্য হও,
দৈত্যকুল উজ্জ্বলিয়া দানব-তিলক।"

কিন্তু মর্ম্মপীড়িত রাক্ষসরাজ পুত্রকে বলিলেন ;—

"এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার। হায়! বিধি বাম মম প্রতি।
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে, লোকে মরি পুন বাঁচে?"

বৃত্র ও রাক্ষসরাজ।

বৃত্র ও রাক্ষসরাজ উভয়েই ত্রিভুবন-বিজয়ী ; কিন্তু অবস্থার পার্থক্যে উভয়ের প্রকৃতি কিরূপ বিভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বৃত্র সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিলেন। শোকের অথবা নিরাশ্বাসের অভিজ্ঞতা কখনও তাঁহার জীবনে ঘটে নাই। যে উৎসাহে তিনি পুত্রকে যুদ্ধগমনে আদেশ দান করিয়াছিলেন, নিরাশাপীড়িত রাক্ষস-রাজের হৃদয়ে সে উৎসাহ ছিল না। তাই তিনি, সামান্য জনের ন্যায়, পুত্রকে যুদ্ধ-গমনে সম্মতি-দান করিতে ভীত হইলেন। কিন্তু মেঘনাদের হৃদয়ের ভাব স্বতন্ত্র। তিনি বীরদর্পে পিতাকে বলিলেন ;—

"কি ছার সে নর তারে ডরাও আপনি
রাজেন্দ্র। থাকিতে দাস যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে,
হাসিবে মেঘবাহন, রুষিবেন দেব
অগ্নি। দুইবার আমি হারানু রাঘবে,
আর একবার, পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে,
দেখিব এবার বীর বাঁচে কি ঔষধে।"

যে বলে মদমত্ত মাতঙ্গ বিশালকায় বনস্পতিকে শুণ্ডদ্বারা আকর্ষণ করে, মেঘনাদের হৃদয়ের এই উৎসাহ সেই পাশব বল-প্রসূত। কিন্তু

রাক্ষসরাজ বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি যে অবস্থায় নিপতিত, তাহাতে পাশববলে জয়ী হইবার সম্ভাবনা ছিল না। পাশববলে জয়ী হইবার আশা থাকিলে, অনেক দিন পূর্ব্বেই, তিনি জয়লাভ করিতে পারিতেন; তাহা হইলে কুম্ভকর্ণের ন্যায় বীর একজন তুচ্ছ মানবের সঙ্গে যুদ্ধে নিপতিত হইতেন না। তিনি বলিলেন;—

* * * "কুম্ভকর্ণ বলী—
ভাই মম, তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে; হায়! দেহ তার, দেখ সিন্ধুতীরে,
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা
বজ্রাঘাতে।"

এ অবস্থায় পাশববলে জয়লাভ করিবার সম্ভাবনা কোথায়? তিনি অন্তরে বুঝিতেছিলেন, তাঁহার পাপাচারে ক্রুদ্ধ হইয়া, বিধাতা তাঁহার লঙ্কাপুরী ধ্বংস করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিতেছেন। দেবানুগ্রহ ভিন্ন এ বিপদে রক্ষার অন্য উপায় নাই। তিনি পুত্রকে বলিলেন;—

"তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর বীরমণি।
সেনাপতি পদে আমি বরিনু তোমারে;
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে,
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।"

মেঘনাদের অভিষেক।

রাক্ষসরাজ, গঙ্গোদক গ্রহণ করিয়া, পুত্রকে যথাবিধি অভিষেক করিলেন; বন্দীগণের আনন্দ-সঙ্গীতে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইল। বন্দীগণের এই সঙ্গীত অতি মনোহর। মেঘনাদের অভিষেকের সঙ্গে প্রথম সর্গ সমাপ্ত হইয়াছে।

**দ্বিতীয় সর্গ।**—দ্বিতীয়সর্গের অভিনয়ক্ষেত্র স্বর্গলোক, অভিনেতা

হরপার্ব্বতী, জুপিটর ও জুনো। ও অভিনেত্রী দেবদেবীগণ। রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার বলিয়া উল্লিখিত হইলেও লঙ্কাযুদ্ধে দেবগণের প্রত্যক্ষ সহকারিতা রামায়ণের কোথাও বর্ণিত হয় নাই। ইলিয়াডের আদর্শে মধুসূদন পৌরাণিক দেবদেবীগণকে মেঘনাদবধের অভিনেতা ও অভিনেত্রীরূপে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। মহাদেবের ও পার্ব্বতীর অনুগ্রহে ইন্দ্র কর্ত্তৃক, লক্ষ্মণের জন্য, অজেয় অস্ত্রলাভ, দ্বিতীয় সর্গের বর্ণনীয় বিষয়। মধুসূদনের প্রতিভা, এই সর্গে, বাল্মীকি অপেক্ষা হোমরের দ্বারাই অধিকতর অণুপ্রাণিত হইয়াছে। গ্রীক পুরাণের জুপিটর ও তাঁহার পত্নী জুনো ইহাতে হরপার্ব্বতীরূপে কল্পিত হইয়াছেন, এবং সৌন্দর্য্যাধিষ্ঠাত্রী গ্রীক দেবী আফ্রোদিতি (Aphrodite) এবং নিদ্রাদেব সমনস, (Somnus) যথাক্রমে ইহার রতির ও কামদেবের স্থান অধিকার করিয়াছেন। দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে সন্ধ্যার অতি মনোহর চিত্র পাঠকের দৃষ্টিগোচর হইবে। ইহার পর পৌরাণিক স্বর্গের অতি বিমুগ্ধকর দৃশ্য। গ্রীক পুরাণের ছায়াপাতে মধুসূদন তাহা কল্পনা করিয়াছিলেন। দেবরাজ, ত্রিদশগণে বেষ্টিত হইয়া, আপনার বিলাসময় সভায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়, রক্ষকুলরাজলক্ষ্মী, সেখানে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে মেঘনাদের অভিষেকবার্ত্তা প্রদান করিলেন। মেঘনাদ, নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপন করিয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে দেবকুলপ্রিয় রামচন্দ্রকে রক্ষা করা অসম্ভব হইবে, ভাবিয়া দেবেন্দ্র অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং ইন্দ্রাণীকে সঙ্গে লইয়া কৈলাসে হরপার্ব্বতীর নিকট গমন করিলেন। মধুসূদন এইস্থলে কৈলাসপুরীর একটী সুন্দর চিত্র প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু দেবচরিত্রের প্রবর্ত্তন করিতে যাইয়া ট্যাসো, মিল্‌টন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিগণ যে ভ্রম করিয়াছেন, তিনিও তাহা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। দৈব এবং মানবীয় ভাবের একত্র সমাবেশে তাঁহার বর্ণিত দেবপ্রকৃতি, স্থানে স্থানে, বিরুদ্ধ গুণবিশিষ্ট হইয়াছে। দেবরাজ ও শচীদেবী, উভয়েই,

রামচন্দ্রের কল্যাণের জন্য, ভগবতীর নিকট প্রার্থনা করিলেন। মেঘনাদ-বধের শচী, পদ্মাবতী নাটকের প্রতিহিংসাপরায়ণা, ক্রূরস্বভাবা শচীদেবী নহেন; তিনি তিলোত্তমাসম্ভবের স্বামীর সমদুঃখ সুখভাগিনী এবং স্বামীর গৌরবে গৌরবিনী শচী। ভগবতী তাঁহাদিগের প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, রক্ষকুল দেবাদিদেবের রক্ষিত; তিনি এক্ষণে যোগাসন-শৃঙ্গে যোগমগ্ন, সেই জন্যই লঙ্কাপুরীর এরূপ দুর্গতি। রাক্ষসদিগের অনিষ্ট করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

এমন সময়,

* * "গন্ধামোদে সহসা পূরিল
পুরী; শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি বাজিল চৌদিকে,
মঙ্গল নিক্কণ সহ, মৃদু যথা যবে
দূর কুঞ্জবনে গাহে পিককুল মিলি;
টলিল কনকাসন"।

বিস্মিতা পার্ব্বতী সখীর মুখে অবগত হইলেন যে, রামচন্দ্র লঙ্কাপুরীতে তাঁহার আরাধনা করিতেছেন। তখন ভক্তবৎসলার হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি যোগাসন-শৃঙ্গে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সৌন্দর্য্যাধিষ্ঠাত্রী রতি দেবী তাঁহার মনোহর বেশ, ভূষা করিয়া দিলেন। মোহন বেশ ধারণ করিয়া, এবং তপোনিমগ্ন মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিবার জন্য, কামদেবকে সঙ্গে লইয়া, ভগবতী যোগ শৃঙ্গে প্রস্থান করিলেন।

ইলিয়াডের ও কুমারসম্ভবের ঘটনা সংমিশ্রণ।

দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত এই সকল বিষয় যে মূল রামায়ণে নাই, তাহা, বোধ হয়, পাঠককে বলিতে হইবে না। ইলিয়াডের চতুর্দ্দশসর্গের সঙ্গে কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের সংমিশ্রণ করিয়া মধুসূদন ইহা রচনা করিয়াছেন। ইলিয়াডের চতুর্দ্দশ সর্গে বর্ণিত আছে যে, ট্রয়বাসীদিগের প্রতি জুপিটরের অনুগ্রহ দর্শন করিয়া, একান্ত ঈর্ষাপরায়ণা জুনো,

কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য, মনোহর বেশ ভূষায় সজ্জিতা হইয়া, এবং ভিনসের বিশ্ববিমোহন কটিবন্ধ ধারণ করিয়া, আইডা (Ida) পর্ব্বতস্থিত জুপিটরের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। জুপিটর, মোহনবেশধারিণী পত্নীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার আলিঙ্গনপাশে নিদ্রিত হইয়া পড়িলে, ক্রূরস্বভাবা জুনো, অবসর বুঝিয়া, দুর্ভাগ্য ট্রয়বাসীদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। মধুসূদন, ইলিয়াডের উপরি উক্ত ঘটনার সঙ্গে কুমারসম্ভবের মদন-ভস্ম-বৃত্তান্ত পরিবর্ত্তিত আকারে সম্মিলিত করিয়া, মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে, তিনি কুমারসম্ভবের হরপার্ব্বতী-চরিত্রের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। মেঘনাদবধের মহাদেব ও দুর্গা গ্রীক পুরাণের কামুক জুপিটর ও নৃশংসা জুনো অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও কালিদাস কুমারসম্ভবে হরপার্ব্বতীর যে মহান্ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, মধুসূদনের গ্রন্থে তাহার ছায়াও লক্ষিত হয় না। মহাদেব যখন ধ্যানে বসিতেন, তখন সহস্র কামদেবেরও এমন সাধ্য হইত না যে, তাঁহার তপোবিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারেন। ধ্যাননিমগ্ন অবস্থায় মহাদেবের তপোভঙ্গ কুমারসম্ভবে নাই। কালিদাস লিখিয়াছেন ; "মহাদেব, যোগান্তে, পরমাত্মসংজ্ঞক জ্যোতি দর্শন করিয়া, ধ্যান হইতে বিরত হইলে, পার্ব্বতী, পূজার জন্য, তাঁহার সমীপস্থা হইলেন, এবং, তাঁহার পদমূলে পুষ্পদাম বিকীর্ণ করিয়া, প্রণাম করিলেন। মহাদেব পার্ব্বতীকে "অনন্যভাক্ পতি লাভ কর," এই বলিয়া যেমন আশীর্ব্বাদ করিলেন, কামদেব অমনি তাঁহার প্রতি শর-নিক্ষেপ করিলেন।" মহাদেবের এ অবস্থা ধ্যাননিমগ্নাবস্থা নহে।

কুমারসম্ভবের উচ্চ আদর্শ।

কালিদাসের অঙ্কিত চিত্র যেমনই মহান্, তেমনই স্বাভাবিক। কুমারসম্ভবে বিস্মিততপ মহাদেবের অবস্থা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ;—

হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি॥

কিন্তু পরক্ষণেই—

অথেন্দ্রিয়-ক্ষোভমযুগ্মনেত্রঃ পুনর্ব্বশিত্বাদ্বলবন্নিগৃহ্য
হেতুং স্বচেতোবিকৃতের্দ্দিদৃক্ষুঃ দিশামুপান্তেষু সসর্জ্জ দৃষ্টিম্॥

অর্থাৎ চন্দ্রোদয় দর্শনে চঞ্চল সমুদ্রের ন্যায় মহাদেবেরও কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য লোপ হইল। তিনি উমার বিম্বফলতুল্য অধরোষ্ঠ সুশোভিত মুখমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ত্রিনয়ন, জিতেন্দ্রিয়তা-গুণে, আপনার ইন্দ্রিয়বিকার বলপূর্ব্বক নিবারণ করিলেন, এবং, অকস্মাৎ এরূপ চিত্তবিকৃতি উৎপন্ন হইল কেন তাহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

"কিঞ্চিৎপরিলুপ্তধৈর্য্যঃ" ও "বলবন্নিগৃহ্য" এই দুইটী কথায় কালিদাস সংযমী মহেশ্বরের কি কঠোর আত্মসংযমই প্রকাশ করিয়াছেন। মধুসূদনের হরধ্যান-ভঙ্গে ইহার কিছুই নাই। কামদেবের অস্ত্রাঘাতমাত্র তাঁহার (মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে "বাহ্যজ্ঞান-হত," "তপঃ-সাগরে-নিমগ্ন") মহাদেব, অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং ভগবতীর মোহনরূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত বিলাসলীলায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই চিত্রে মধুসূদন কেবলই সংযমী মহাদেবের চরিত্রের মহত্ত্ব নষ্ট করেন নাই, ভগবতীরও চরিত্রের হীনতা-সাধন করিয়াছেন। মহাদেবের তপোবিঘ্ন সম্বন্ধে কুমারসম্ভবের পার্ব্বতী সম্পূর্ণ নিরপরাধা। তিনি পবিত্রচিত্তে, মহাদেবের পূজার জন্য, তাঁহার তপোবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। হতভাগ্য কামদেব, দেবকার্য্য উদ্ধারের জন্য, তাঁহাকে তদবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া, মহাদেবের তপোবিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিলেন। পার্ব্বতীর তজ্জন্য বিন্দুমাত্রও অপরাধ ছিল না। কিন্তু মেঘনাদবধের পার্ব্বতী, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাভাবিক ও জঘন্য উপায়ে স্বামীর ধ্যান ভঙ্গ করিয়াছেন।

যিনি স্বয়ং তপশ্চারিণীগণের অগ্রগণ্যা এবং জগতে সহধর্ম্মিণী নামের আদর্শস্বরূপা, তাঁহার চরিত্র এরূপ ভাবে চিত্রিত করা মধুসূদনের পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। গ্রীক পুরাণের জুপিটার ও জুনোকে আদর্শ করিতে যাইয়াই তিনি এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

মেঘনাদবধে কুমার সম্ভবের আদর্শ হইতে বিচ্যুতি।

যাহা হউক, গ্রীকদেবী জুনোর ন্যায়, পার্ব্বতীরও অভিলাষ সিদ্ধ হইল। মহাদেব প্রসন্ন হইয়া, দেবরাজকে ইন্দ্রজিতের বধের জন্য, রুদ্রতেজে নির্ম্মিত অস্ত্র, শস্ত্র প্রেরণের আদেশ দান করিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ, দেবেন্দ্রের আদেশে, লক্ষ্মণকে সেই সকল অস্ত্র প্রদান করিয়া আসিলেন। এইখানে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত হইয়াছে। কল্পনাচ্ছটায় ও বর্ণনাগুণে মেঘনাদবধের এই সর্গ অপরাপর সর্গ অপেক্ষ নিকৃষ্ট নয়। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে কবি, নানাদেশীয় মহাকাব্য সমূহ হইতে উপাদানসংগ্রহ করিয়া, ইহা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে উদ্দেশ্য সার্থক হয় নাই। "শৈব কুলোত্তম" রাক্ষসরাজের পুত্রকে নিহত করিতে হইলে, অবশ্যই, মহাদেবের অনুগ্রহলাভ আবশ্যক; কিন্তু দেবেন্দ্রের মায়াদেবীর নিকট গমন, অস্ত্রলাভ, এবং চিত্ররথের দ্বারা সেই সমস্ত অস্ত্রপ্রেরণ প্রভৃতি আড়ম্বরপূর্ণ বিষয়গুলি নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে। যে ভাবে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতকে বধ করিয়াছিলেন, তাহাতে রুদ্র-তেজে বিনির্ম্মিত অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল না। যুদ্ধের জন্যই দেবানুপ্রাণিত অস্ত্রের প্রয়োজন, হত্যার জন্য নহে। লক্ষ্মণকে যখন সেরূপ নরহন্তারূপে চিত্রিত করা কবির অভিপ্রেত ছিল, তখন তাঁহাকে রুদ্রতেজে নির্ম্মিত মহাস্ত্র প্রদান না করিলেই ভাল হইত। দ্বিতীয় সর্গের অভিনেতা ও অভিনেত্রী, প্রধান দেব, দেবীগণের মধ্যে কাহারও চরিত্র উচ্চ আদর্শে চিত্রিত হয় নাই। মহাদেবের ও পার্ব্বতীর বিষয় আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; ইন্দ্রের ও লক্ষ্মীদেবীর চরিত্রও নির্দ্দোষ নহে। ইন্দ্রের চরিত্রে কাপুরুষতা এবং লক্ষ্মীদেবীর

চরিত্রে জিঘাংসা ও ভক্ত-দ্রোহিতা লক্ষিত হয়। কামদেব, রতি, মায়াদেবী, শচী এবং চিত্ররথ প্রভৃতি সামান্য সামান্য পাত্রগণের চরিত্রে বিশেষ আপত্তিজনক কিছু নাই। কিন্তু অপ্রধান পাত্র বলিয়া তাঁহাদিগের কথা অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

**তৃতীয় সর্গ।**—তৃতীয় সর্গে ইন্দ্রজিৎ-পত্নী প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশ বর্ণিত হইয়াছে। প্রমীলাচরিত্রই মেঘনাদবধের মধ্যে নূতন, এবং ইহা হইতেই মধুসূদনের মেঘনাদবধ রচনার উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে। রামায়ণজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন যে, ভগবান্ বাল্মীকি রাক্ষসদিগকে নিতান্ত পশুবৎ চিত্রিত করিয়াছেন। রামায়ণ হইতে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমরা যাহা অবগত হই, তাহাতে তাঁহাদিগের প্রতি আমাদিগের সহানুভূতির উদ্রেক হয় না। কিন্তু কার্য্য বিশেষের জন্য ঘৃণার্হ হইলেও তাঁহাদিগের চরিত্রের যে একটি মধুর অংশ ছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। রাক্ষসরাজ সীতাপহারক হইলেও পতি, পিতা, শ্বশুর এবং রাজা ছিলেন। স্বামীরূপে, পিতারূপে, শ্বশুররূপে, বা রাজারূপে তাঁহার চরিত্রের যে কোমলতাময় অংশ প্রকটিত হইবার সম্ভাবনা, মহর্ষি তাহার উল্লেখ করেন নাই বলিলেও হয়। সেই জন্য আমরা, তাঁহার প্রকৃতির পশুভাবমাত্র দেখিতে পাইয়া, তাহাতে কোনরূপ সদ্‌গুণের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারি না। রাক্ষসবংশের প্রতি পাঠকের সহানুভূতি-উদ্দীপন, মেঘনাদবধ রচয়িতার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল; সেই জন্য তিনি তাঁহাদিগের পারিবারিক জীবনের ললিত চিত্র আমাদিগের সম্মুখে প্রকটিত করিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই, মেঘনাদবধের রাবণ, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি এবং দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বীর; তিনি যে সীতাপহারক কবি তাহার উল্লেখ করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই; কিন্তু তিনি সেই সঙ্গে তাঁহাকে স্নেহবান্ পিতা, গৌরবশালী

রাক্ষসদিগের সম্বন্ধে মহর্ষির ও মধুসূদনের ভিন্ন আদর্শ।

সম্রাট্ এবং নিষ্ঠাবান্ ভক্তরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদা, শোকাকুলা জননীর এবং অভিমানিনী পত্নীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মন্দোদরী, স্নেহ-প্রবণ-হৃদয়া মাতা ও শ্বশ্রূর এবং স্বামী, পুত্রের গৌরবে গৌরবান্বিতা সম্রাজ্ঞীর আদর্শ। কিন্তু ইঁহাদিগের অপেক্ষা গ্রন্থের নায়ক-নায়িকা মেঘনাদের ও প্রমীলার চরিত্র হইতেই মধুসূদন রাক্ষসপরিবার-দিগের প্রতি পাঠকের অনুকম্পার উদ্রেক করিতে অধিক সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার মেঘনাদ, স্বদেশবৎসল বীর, স্নেহবান্ ভ্রাতা, পিতৃমাতৃ-ভক্ত পুত্র, ভক্তিমান উপাসক, এবং পত্নীগতপ্রাণ, অকপট প্রেমিক। প্রমীলা তাঁহারই উপযুক্তা পত্নী। প্রমীলা বীর্য্যে ভৈরবী, কিন্তু কোমলতায় কুলবধূর আদর্শ-স্থানীয়া। কোমলা বল্লরীর ন্যায় স্বামীকে অবলম্বন করিয়াই তিনি জীবিতা; কিন্তু, অবস্থা বিশেষে, তিনি যে বীরপতির সহচারিণী হইবার উপযুক্তা, তাহারও পরিচয়দানে পরাঙ্মুখী নহেন। মেঘনাদবধ-রচনার সময়ে মধুসূদন অতি যত্নের সহিত ট্যাসোর "জেরুজালেম-উদ্ধার" কাব্য পাঠ করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ তাহা হইতেই তিনি প্রমীলা-চরিত্র রচনায় প্রণোদিত হইয়াছিলেন। আমরা প্রথম সর্গে দেখিতে পাই, প্রমীলা বনদেবীর ন্যায় স্বামীর সঙ্গে প্রমোদোদ্যানে ক্রীড়া-পরায়ণা; কবি প্রমীলার প্রমোদ-উদ্যানের যে চিত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। ট্যাসোর কাব্যের ষোড়শ সর্গ হইতেই কবি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথম অঙ্কে প্রমীলা ও মেঘনাদকে সেই প্রমোদ উদ্যানে দেখিয়া আমাদিগের কুহকিনী (Armida) আর্ম্মিডার ও প্রমোদ-নিরত ( Rinaldo ) রাইনাল্ডোর কথা স্মরণ হয়; এবং আর্ম্মিডার পুরীর ন্যায় প্রমীলার পুরীও মায়ানির্ম্মিত বলিয়া ভ্রম জন্মে। মহাবীর রাইনাল্ডো, যেমন কুহকিনী আর্ম্মিডার সহবাসে, আত্মবিস্মৃত হইয়া, তাহার উদ্যানে বাস করিতেছিলেন, বীরবর মেঘনাদও,

প্রমীলা-চরিত্র।

তেমনই, ইন্দ্রিয়সুখে মুগ্ধ হইয়া, প্রমীলার বিহারকাননে অবস্থিতি করিতেছিলেন, কবি প্রথমে এইভাবে দ্বিতীয় অঙ্ক রচনা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে প্রমীলাচরিত্রের উৎকর্ষ-হানি হইবে ভাবিয়া পরে তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মধুসূদনের পত্রে পাঠক ইহার উল্লেখ দেখিতে পাইবেন। ট্যাসোর কাব্য হইতে মধুসূদন যদিও তাঁহার প্রমীলা-চরিত্র-নির্ম্মাণে প্রণোদিত হইয়াছিলেন, তথাপি ইহার গঠন-প্রণালী সম্পূর্ণরূপেই তাঁহার নিজের) প্রমীলা তাঁহার কল্পনার মৌলিক চিত্র। প্রথম সর্গে প্রমীলা অশ্রুসিক্তা এবং যুদ্ধগামী পতিকে বিদায়দানে অনিচ্ছাবতী। প্রমীলা চরিত্রের এই অংশে কোন নূতনত্ব নাই; কোমলতাময়ী কুলবধূর পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, কবি ইহাতে কেবল তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু কুলবধূর কোমলতার সঙ্গে বীরাঙ্গনার শৌর্য্যের সম্মিলনেই প্রমীলা-চরিত্রের নূতনত্ব। তৃতীয় সর্গ হইতে কবি প্রমীলা-চরিত্রের এই নূতনত্ব প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মেঘনাদ বিষাদিনী পত্নীকে "ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া" বলিয়া যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পিতা তাঁহাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন; তিনি আর প্রত্যাগমন করিতে পারিলেন না। পতির প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া সাধ্বী প্রমীলার প্রাণ ব্যাকুল হইল। যে যুদ্ধে প্রমীলার সহস্র সহস্র আত্মীয় নিহত হইয়াছিলেন, প্রমীলার জীবনসর্ব্বস্বও সেই কাল সংগ্রামে গমন করিয়াছিলেন। প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইলে সাধ্বীর প্রাণ যে অধীর হইবে, তাহা অসম্ভব নয়। বৃত্র-সংহারের কবি যথার্থই বলিয়াছেন;—

"পতি যোদ্ধা যার তাহার অন্তরে
কত যে সতত ভয়;
জানে সে ক'জন, ভাবে সে ক'জন
বীর-পত্নী কিসে হয়!"

অশ্রুসিক্তা প্রমীলা

"কভু বা মন্দিরে পশি বাহিরায় পুনঃ
বিরহিণী, শূন্য নীড়ে কপোতী যেমতি
বিবশা, কভু বা উঠি উচ্চ গৃহচূড়ে
এক দৃষ্টে চাহে বামা দূর লঙ্কা পানে,
মুহুর্মুহু চক্ষুজল মুছিয়া আঁচলে।"

ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল এবং রজনী, কালভুজঙ্গিনীর ন্যায়, প্রমীলাকে দংশন করিবার জন্য, সমাগত হইল। জ্যোৎস্নাধৌত উপবনের সৌন্দর্য্যে এবং সখীগণের প্রবোধবাক্যে সাধ্বীর হৃদয় সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইল না। প্রমীলার অশ্রুবিন্দু পুষ্পদলে নিপতিত হইয়া তাহাদিগকে মুক্তাদামে সুশোভিত করিতে লাগিল। ভাবী বিপদের ছায়া, অতি প্রগাঢ়ভাবে, সাধ্বীর হৃদয়াকাশে পতিত হইয়াছিল। প্রমীলা, সূর্য্যপ্রাণা সূর্য্যমুখীর নিকট যাইয়া, নিরাশ প্রাণে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি
অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি,
আর কি পাইব আমি (উষার প্রসাদে)
পাইবি, যেমতি, সতি, তুই প্রাণেশ্বরে?"

পতির বিপদাশঙ্কা বুঝিলে সাধ্বীর প্রাণ পৃথিবীর এমন কোন বিপদ নাই, যাহার সম্মুখীন হইতে ভীত হয়। স্বামীর বিপদভয়-ভীতা প্রমীলা আপনার সখী বাসন্তীকে বলিলেন;—

"চল সখি লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে?"

কাদম্বিনী যে স্নিগ্ধ বারিধারার সঙ্গে হৃদয়ে অশনিও বহন করে এবং কলনাদিনী নির্ঝরিণী যে গিরিশৃঙ্গও উৎপাটিত করিয়া লইয়া যায়, বাসন্তী তাহা জানিত না। বাসন্তী বিস্ময়ের সহিত বলিল;

"কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি ? অলঙ্ঘ্য-সাগর—
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে।
লক্ষ লক্ষ রক্ষ-অরি ফিরিছে চৌদিকে
অস্ত্রপাণি, দণ্ডপাণি, দণ্ডধর যথা।

তেজস্বিনী প্রমীলা বাসন্তীর কথায় বলিলেন ;

"কি কহিলি বাসন্তি ? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?
দানব-নন্দিনী আমি রক্ষকুল-বধূ,
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজবলে ;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি।"

প্রমীলার রণসজ্জা ও লঙ্কা প্রবেশ।

প্রমীলার যে প্রমোদ-উদ্যান বেণু-বীণা-ঝঙ্কারে মুখরিত থাকিত, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা সমরকোলাহলে পূর্ণ হইল। প্রমীলার সঙ্গিনী দৈত্যবালাগণ, বীরভূষণে সজ্জিতা হইয়া, অশ্বারোহণ করিলেন। প্রমীলারও বরবপু কঠিন বীরাভরণে সুশোভিত হইল। পৃষ্ঠে বাণপূর্ণ তূণ, উরুদেশে খরশাণ অসি, এবং করে সুদীর্ঘ শূল ধারণ করিয়া প্রমীলা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। অকস্মাৎ শত বজ্রাঘাতের ন্যায় ধনুষ্টঙ্কার-শব্দে ও শঙ্খধ্বনিতে লঙ্কার পশ্চিম দ্বার বিকম্পিত হইল। অন্যের কথা দূরে থাকুক, হনুমানেরও বীরহৃদয়, প্রমীলার সেই বীরবেশ দর্শন করিয়া, স্তম্ভিত হইল। হনুমান, উগ্রভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক, প্রমীলার দূতীকে সঙ্গে লইয়া, রামচন্দ্রের নিকট গমন করিলেন। দূতী, রামচন্দ্রের নিকট, হয় যুদ্ধ না হয় লঙ্কাপুরে প্রবেশের পথ প্রার্থনা করিল। রঘুরাজ-বংশধরের পক্ষে পতিপদ-দর্শনোৎ-

স্থকা সাধ্বীর সঙ্গে যুদ্ধ করা কি সম্ভব? রামচন্দ্র, বিনয় ও সমাদরের সহিত, হনুমানকে পথ উন্মুক্ত করিতে আদেশ দান করিলেন। সাধ্বীর মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। তেজঃপ্রভায় চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া, এবং রণবাদ্যের গম্ভীর শব্দে রজনীর নিস্তব্ধতা বিমথিত করিয়া, প্রমীলা সঙ্গিনীগণের সঙ্গে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। বিস্মিত রঘুসৈনিকগণ, চিত্রার্পিতের ন্যায়, সেই অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের মনে হইল, এ কি স্বপ্ন, না ইন্দ্রজাল? মায়াদেবী, লক্ষ্মণের সাহায্যের জন্য, আবির্ভূতা হইবেন বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, একি তাঁহারই মায়া? কৈলাসে ভগবতী বিস্মিতনেত্রে প্রমীলার বীরত্ব অবলোকন করিতে লাগিলেন। লঙ্কাবাসিগণ, সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিবার জন্য, চতুর্দ্দিক্ হইতে ধাবমান হইল। রক্ষোবধূগণ, পুষ্পদাম বর্ষণ করিয়া, এবং বন্দিগণ, জয়শব্দ উচ্চারণ করিয়া, প্রমীলাকে অভ্যর্থনা করিল।

* * * * "কতক্ষণে বামা
উত্তরিলা প্রেমানন্দে পতির মন্দিরে,
মণিহারা ফণী যেন পাইলা সে ধনে।"

প্রমীলার লঙ্কাপ্রবেশ মেঘনাদবধের মধ্যে একটি অত্যুৎকৃষ্ট অংশ। স্থক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিলে ইহাতে কোন, কোন ত্রুটী লক্ষিত হইবে। বীররসের সঙ্গে তাহার "ব্যভিচারী" শৃঙ্গার রসের সম্মিলন করাতে স্থানে, স্থানে ইহার সৌন্দর্য্যের হানি হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়।

প্রমীলার বিশেষত্ব।

প্রমীলাচরিত্রই মেঘনাদবধের মধ্যে নূতন এবং মধুস্থদনের কল্পনা-কাননের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কুসুম। যে বঙ্গভূমি, সাত শত বৎসরেরও অধিককাল, পরাধীনতায় নিষ্পেষিত হইতেছে, তাহার কোন কবির কল্পনা হইতে

প্রমীলার ন্যায় বীরাঙ্গনার উদ্ভব নিরতিশয় বিস্ময়কর। পৃথিবীর অনেক কবিরই কল্পনা বীররমণীর মহিমা বর্ণনা করিতে উদ্দীপিত হইয়াছে; কিন্তু অপর কোন কবিই এরূপ একটি চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। ভার্জ্জিলের (Camilla) ক্যামিলা, ট্যাসোর (Clorinda) ক্লরিণ্ডা, (Guildippe) গিল্ডিপ, ও (Erminia) এর্মিনিয়া, এবং বাইরণের (Maid of Saragosa) মেড অফ সারাগোসা, সকলেই প্রমীলা হইতে স্বতন্ত্র। কুলবধূর কোমলতা, পতিপ্রাণার আত্মবিসর্জ্জন, এবং বীরাঙ্গনার শৌর্য্য, এক সঙ্গে মিলিত হইয়া, প্রমীলা-চরিত্রকে সাহিত্য-জগতে অতুলনীয় করিয়াছে। হনুমানের সঙ্গে প্রমীলার কথোপকথন শ্রবণ করিলে মনে হয়, সৌন্দর্য্যের ও জ্যোতির সম্মিলনে উদ্ভূতা বিদ্যুল্লতার সঙ্গেই প্রমীলার তুলনা সঙ্গত; পৃথিবীর অপর কোন পদার্থের সহিত তাহার তুলনা হয় না। অন্য দেশে এ চিত্র উদ্ভবযোগ্য নয়। প্রমীলার কোমলতা, প্রমীলার পাতিব্রত্য, প্রমীলার শৌর্য্য স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র আধারে মিলিতে পারে, কিন্তু ভারতরমণী ভিন্ন অন্য কোথাও, একাধারে, এই সকল গুণের সমন্বয় হয় না। প্রমীলা পদ্মিনীর ও দুর্গাবতীর লীলাক্ষেত্র ভারত ভূমিতেই প্রসূত হইবার উপযুক্তা। যে প্রমীলা, বাহুবলে রঘুসৈন্যকে সন্ত্রস্ত করিয়া, লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনিই আবার শ্বশ্রূর ভয়ে, তটস্থা হইয়া, স্বামীকে বলিয়াছিলেন,—

* * * "হায় নাথ!
ভেবেছিনু, যজ্ঞ-গৃহে যাব তব সাথে,
সাজাইব বীর-সাজে তোমায়। কি করি?
বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী।
রহিতে নারিনু তবু পুনঃ নাহি হেরি—
পদযুগ।"

এই জন্যই আমরা বলিয়াছি, বীরাঙ্গনার শৌর্য্যের সঙ্গে এইরূপ কুলবধূর কোমলতা অপর কোন দেশে প্রাপ্তিযোগ্য নয়। বোডিসিয়ার ও জোন অব্ আর্কের দেশে ক্যামিলা ও ক্লরিণ্ডাই আদর্শ। পদ্মিনীর ও দুর্গাবতীর জন্মভূমিতে প্রমীলা আদর্শ চিত্র।

প্রমীলা-চরিত্রের উৎপত্তি।

মধুসূদন প্রমীলা-চরিত্র কোথা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। মেঘনাদবধের কোন কোন চরিত্র পাশ্চাত্য কাব্যের প্রতিচ্ছায়া রূপে কল্পিত হইয়াছে; কিন্তু প্রমীলা-চরিত্র কবি তাঁহার স্বদেশীয় আদর্শে কল্পনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য আদর্শে এ কোমলতা এবং এই বিনয়-নম্র ভাব, বোধ হয়, প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ট্যাসোর জেরুজালেম-উদ্ধার কাব্য হইতে মধুসূদন তাঁহার প্রমীলা-চরিত্র চিত্রণে প্রণোদিত হইয়াছিলেন। ইহার বীরাঙ্গনা এরমিনিয়ার, ক্লরিণ্ডার এবং গিল্ডিপের চিত্রে তাঁহার বীরত্বানুরাগী হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার পর ইলিয়াডের রণসজ্জায় সজ্জিতা আথিনীর, (Athenæ) এবং ইনিয়াডের অশ্বারোহণ-নিপুণা, সসঙ্গিনী কেমিলার চিত্র তাঁহার অস্পষ্ট কল্পনাকে আরও পরিস্ফুট করিয়াছিল। তিনি, মেঘনাদ-বধে কোন বীরাঙ্গনার চরিত্র প্রবর্ত্তিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এই সকল পাশ্চাত্য মহাকবিগণের ন্যায় তাঁহার স্বদেশীয় একজন কবিও তাঁহার কল্পনা পরিপোষণের সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যের প্রিয় কবি কাশীরাম দাসের অশ্বমেধ পর্ব্ব হইতে মধুসূদন তাঁহার মনঃকল্পিতা নায়িকার একখানি রেখাচিত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অশ্বমেধপর্ব্বে বীরাঙ্গনা প্রমীলা সম্বন্ধে কাশীরাম দাস এইরূপ লিখিয়াছেন—

কাশীদাসের প্রমীলা।

"মহাবনে আছয়ে প্রমীলা নামে নারী,
সঙ্গিনী তাঁহার সনে আছে লক্ষ চারি।

* * *

মহাবলবতী তারা, শুন মহাযশ,
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া সাহস।
বনিতা ধরিল ঘোড়া শুনিয়া শ্রবণে,
পাণ্ডুর নন্দন ভীত হইলেন মনে।
অর্জ্জুন প্রভৃতি মনে ভাবেন বিষাদ
এমন না দেখি কভু হইল প্রমাদ।
ঘোড়া নাহি দেখি পথে, চৌদিকে রমণী,
পুরুষ না দেখি পথে অমঙ্গল গণি।
অবলা প্রবলা হ'য়ে ধরে ধনুঃশর
কি বুঝিয়া নারী সঙ্গে করিব সমর।
দরশনে ভয় পাই যুঝিব কেমনে,
পরাজয়ে অপযশ থাকিবে ভুবনে।

* * *

বৃষকেতু বীর দিল ধনুকে টঙ্কার,
তা শুনি বনিতাগণে আনন্দ অপার।
নানাবাদ্য বাজাইয়া চলে শুভাষিণী
নানা অস্ত্র হাতে নিল যুদ্ধাভিলাষিণী।"

রামচন্দ্রের বাক্যে মেঘনাদবধের প্রমীলার ন্যায় অর্জ্জুনেরও বাক্যে মহাভারতের প্রমীলা যুদ্ধ হইতে বিরতা হইয়াছিলেন এবং অর্জ্জুনকে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

আমাকে জিনিতে নাহি পারে ত্রিভুবন,
মোর ভয়ে কম্পিত যতেক দেবগণ।
পার্ব্বতীর বরে কারে ভয় নাহি করি,
হাতে অস্ত্র কেহ না আইসে মোর পুরী।
যতেক অবলা দেখ বিক্রমে বিশাল
আমার ভয়েতে কাঁপে অষ্ট লোকপাল।"

প্রমীলার নাম, প্রমীলার বীরাঙ্গনা সঙ্গিনীগণ, প্রমীলার পুরীতে পুরুষের অভাব, এবং পার্ব্বতীর অনুগ্রহে প্রমীলার অজেয়ত্ব প্রভৃতি মধুসূদন কাশীরাম দাস হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কাশীরাম দাসের প্রমীলাই যে তাঁহার প্রমীলার আদর্শ, মেঘনাদবধে তিনি নিজেও সে সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রমীলার রণসজ্জা বর্ণনার পূর্ব্বে তিনি লিখিয়াছেন :

"যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি উত্তরিলা
নারীদেশে ; দেবদত্ত শঙ্খনাদে রুষি,
রণরঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে।"

কাশীরামদাসের ন্যায় তাঁহার স্বদেশীয় আরও একজন কবির নিকট প্রমীলা-চরিত্র সম্বন্ধে মধুসূদন ঋণী আছেন। মেঘনাদবধ-কাব্য প্রকাশিত হইবার তিনি বৎসর পূর্ব্বে, মধুসূদনের বাল্যসুহৃদ বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মিনী-উপাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছিল। পদ্মিনী-উপাখ্যান সম্বন্ধে রঙ্গলাল বাবুর সঙ্গে মধুসূদনের অনেক সময় কথোপকথন হইত। নিজের মনঃকল্পিতা প্রমীলাকে পদ্মিনীর তেজস্বিতা, কোমলতা এবং পাতিব্রত্যে ভূষিত করিতে মধুসূদনের ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। রণসজ্জায় সজ্জিতা পদ্মিনীর সঙ্গে ভীমসিংহের সাক্ষাৎ এবং পদ্মিনীর চিতারোহণ, পরিবর্ত্তিত আকারে, তাঁহার প্রমীলা-চরিত্রের উপযোগী হইয়াছিল। রঙ্গলাল বাবুর পদ্মিনীর রণসজ্জার সঙ্গে প্রমীলার রণসজ্জার তুলনা করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, মধুসূদন তাঁহার বাল্যসুহৃদের নিকট লব্ধ আদর্শ আরও কত উন্নত করিয়াছেন। রঙ্গলাল বাবু পদ্মিনীর রণসজ্জা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন ;—

"এখানে পদ্মিনী সতী, অন্তরে বিচারি ;
ধরিলেন সামরিক বেশ মনোহারী।
দুই স্কন্ধে প্রলম্বিত যুগ্ম শরাসন ;
কটিতটে খর করবাল সুশোভন।

করে ধরিলেন শূল অতি খরশান ;
পৃষ্ঠে বাঁধা অসি চর্ম্ম, বর্ম্ম পরিধান।
ধরণী চুম্বিত চারু বেণী চিকণিয়া।
বিচিত্র কিরীটে বাঁধে করে বিনাইয়া॥
হইল অপূর্ব্ব শোভা কি কব বিশেষ।
যেন জগদ্ধাত্রী দেবী সমরে প্রবেশ॥

মধুসূদন প্রমীলার রণসজ্জা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ;—

"রোষে, লাজ ভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী
প্রমীলা। কিরীট-ছটা কবরী উপরি,
হায়রে শোভিল যথা কাদম্বিনী পরে
ইন্দ্রচাপ। লেখা ভালে অঞ্জনের রেখা,
ভৈরবীর ভালে যথা নয়নরঞ্জিকা
শশিকলা। উচ্চকুচ আবরি কবচে
সুলোচনা কটিদেশে যতনে, আঁটিল
বিবিধ রতনময় স্বর্ণ সরাসনে।
নিষঙ্গের সঙ্গে পৃষ্ঠে ফলক দুলিল,
রবির পরিধি যেন ধাঁধিয়া নয়নে।
ঝক্‌ঝকি উরুদেশে (হায়রে বর্তুল
যথা রম্ভা বন-আভা) হৈমময় কোষে
শোভে খরশাণ অসি, দীর্ঘ শূল করে,
ঝলমলি গলে অঙ্গে নানা আভরণ।
সাজিলা দানব-বালা হৈমবতী যথা।
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে।

পূর্ব্বগামী কবিগণের কাব্য পাঠ করিয়া মধুসূদন যে আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দেশ, কাল, অবস্থাও তাহার বিকাশ সম্বন্ধে অনুকূলতা করিয়াছিল। মেঘনাদবধ রচনার কিছুদিন পূর্ব্বে সিপাহী-বিদ্রোহের অভিনেত্রী ঝান্সির বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাইয়ের বীরত্ব ভারতসন্তানদিগকে চমকিত করিয়াছিল এবং যখন মধুসূদনের হৃদয়ে প্রমীলার চিত্র প্রতি-

বিম্বিত হইতেছিল, তখনও তাহা ভারতবাসীদিগের আলোচনার বিষয় ছিল। স্ত্রীস্বাধীনতায় অনভ্যস্ত এবং বহুশত বৎসরের পরাধীন জাতির কল্পনা হইতে প্রমীলার ন্যায় শূরাঙ্গনার সৃষ্টি যে আকস্মিক কারণে হইতে পারে না, তাহা বুঝাইবার জন্যই আমরা এরূপ বিস্তৃত ভাবে প্রমীলা চরিত্রের উৎপত্তি-নির্ণয় করিয়াছি।

মধুসূদনের প্রথম কাব্যের নায়িকা, তিলোত্তমা, পার্থিব পদার্থ সমূহের তিল তিল সমুচ্চয়ে গঠিত হইয়াছিলেন; তাঁহার দ্বিতীয় এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্যের নায়িকাও নানা দেশীয় কবিগণের কল্পনার তিল তিল সমবায়ে গঠিত হইয়াছেন। (ট্যাসো, হোমর, ভার্জ্জিল, কাশীরাম দাস এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রত্যেকেই, ইহার দেহ-নির্ম্মাণোপযোগী উপকরণ প্রদান করিয়াছিলেন। দেবশিল্পীর ন্যায় মধুসূদন, অমৃতময়ী প্রতিভার সঞ্চার দ্বারা, তাঁহার প্রাণদান করিয়াছেন। তিলোত্তমা যেমন সুররমণীগণের মধ্যে অগ্রগণ্যা হইয়াছিলেন, প্রমীলাও যে তেমনি বীরাঙ্গনাগণের শীর্ষস্থানীয়া হইবেন, তাহা বিচিত্র নয়।)

প্রমীলা-চরিত্রের সার্থকতা।

প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশ এরূপ বিস্তৃত ও আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে বর্ণনা করিবার কবির উদ্দেশ্য কি, সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। পাঠকের মনে হইতে পারে যে, "এই উপাখ্যানের সহিত মূল উপাখ্যানের কোন সম্পর্ক নাই, অথচ এক খানা শরতের মেঘের মত যে অমনি ভাসিয়া গেল, তাহার তাৎপর্য্য কি?" প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশ-ব্যাপার শরতের মেঘের মত পাঠকের স্মৃতি হইতে ভাসিয়া যায় কি না, তাহা বুঝিবার জন্য তাঁহাকে একবার মেঘনাদবধের শেষাঙ্ক আলোচনা করিতে বলি। পাঠক সেই সাগরকূলবর্ত্তী মহাশ্মশানস্থিত চিতা, সেই ফুল্ল কিংশুক-পাদপ সদৃশ রক্তাক্ত বীরদেহ, সেই বিশদ-বস্ত্র-বিশদ-উত্তরী-পরিহিত রাক্ষসরাজ এবং সেই অশ্রুসিক্ত-মুখী রক্ষোবালাগণের কথা স্মরণ করুন;

এবং সেই সকলের সঙ্গে, সেই আলুলায়িতকুন্তলা, পুষ্পমাল্যাভরণা, অশ্রুপূর্ণনয়না, দীনা, বিধবার কথা চিন্তা করুন। এই কি সেই বিদ্যুল্লতা-সদৃশী প্রমীলা? যিনি, এক দিন, রঘুসৈন্যকে সন্ত্রস্ত করিয়া, পতিপদ-পূজার জন্য, লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই অশ্রুসিক্তমুখী বিধবা কি সেই প্রমীলা? সেই মূর্ত্তিমতী সমরলক্ষ্মীর পরিণাম কি এই হই-য়াছে? তাঁহার বীরাঙ্গনা সঙ্গিনীগণ, তাঁহার সমরসজ্জা, তাঁহার "বাড়বাগ্নিশিখা সদৃশী বামী," এই শ্মশান-শয্যায়ও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। কিন্তু হায়! নিয়তিচক্রের কি ভয়ানক আবর্ত্তনই ঘটি-য়াছে। পাঠক, তৃতীয় সর্গে প্রমীলার সেই রণসজ্জা, এবং সেই ভৈরবী মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন, সখীগণের প্রতি সেই উৎসাহ বাক্য শ্রবণ করিয়া-ছেন; নবম সর্গে প্রমীলার চিতা-সজ্জা, এবং শোকমলিন মুখশ্রীও, একবার, দর্শন করুন; সখীগণকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার সেই মর্ম্মাভি-ঘাতিনী বাণীও, একবার, শ্রবণ করুন; এবং তাহার পর চিন্তা করিয়া বলুন, প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশ শরতের মেঘের ন্যায় আপনার হৃদয় হইতে ভাসিয়া যায় কি না? মধ্যাহ্ন গগনের উজ্জ্বলতা না দেখিলে সায়াহ্নের ঘনঘটা কেমন করিয়া বুঝিবেন? পৌর্ণমাসীর সৌন্দর্য্য অনুভব না করিলে অমানিশার ভীষণত্ব কেমন করিয়া উপলব্ধি করিবেন? (মেঘ-নাদবধের নবম সর্গের বিষাদময় ভাব অনুভব করিতে হইলে তৃতীয় সর্গের আবশ্যক।) প্রমীলা সাধারণ নারীর ন্যায় চিত্রিতা হইলে পাঠক হৃদয়ের যে ভাব লইয়া মেঘনাদবধ সমাপ্ত করিতেন, তৃতীয় সর্গে বর্ণিতা প্রমী-লাকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে তদপেক্ষা শতগুণ বিষাদের সঙ্গে গ্রন্থ শেষ করিতে হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রাক্ষসদিগের প্রতি পাঠকের সহানুভূতির উদ্দীপন, মেঘনাদবধকারের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল; প্রমীলা-চরিত্রেই তাঁহার সে উদ্দেশ্য বিশেষরূপ সার্থক হইয়াছে। রাক্ষসরাজের অসংযত বাসনারূপ দাবানলে যে কত কোমলা বল্লরী, কত শোভা-

সৌরভময় কুসুম ভস্মীভূত হইয়াছিল, প্রমীলার জীবনে কবি তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। মনুষ্য, সংসারে, কেবল আত্মকৃত কার্য্যের জন্য, দণ্ড পুরস্কারের অধিকারী নহেন। সামাজিক জীবরূপে, অন্যের কৃত কার্য্যেরও জন্য, তাঁহাকে পুরস্কার অথবা নিগ্রহ প্রাপ্ত হইতে হয়। লঙ্কা যুদ্ধের জন্য রাক্ষসরাজই অপরাধী ; কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ বশতঃ কত যে নির্দ্দোষী নরনারীকে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল, প্রমীলায় তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। যে গভীর আবর্ত্তে লঙ্কাপুরী নিমগ্ন হইতেছিল, রূপ, যৌবন, বাহুবল, নির্দ্দোষিতা কিছুরই তাহা হইতে অব্যাহতি ছিল না। প্রমীলা নিরপরাধা কুলবধূ, গুরুজনে ভক্তিমতী, এবং রমণীর শ্রেষ্ঠধর্ম্ম পাতিব্রত্যে পতিব্রতাগণের অগ্রগণ্যা। প্রমীলা ভগবতীর প্রিয় উপাসিকা ; কিন্তু এই মহা দাবানল হইতে কিছুই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। শৌর্য্যে প্রমীলা, হয়ত, স্বামীর মৃত্যুর প্রতিবিধানে সমর্থা। কিন্তু নিয়তি, তাঁহাকে কুলবধূ করিয়া, এমনি কঠিন নিগড়ে তাঁহার হস্ত, পদ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, স্বামীর জন্য, একটি অঙ্গুলি উত্তোলনেরও তাঁহার সাধ্য ছিল না। প্রমীলার সাধ ছিল, মেঘনাদের সঙ্গে যজ্ঞাগারে গমন করিয়া, তাঁহাকে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত করিবেন। বীরাঙ্গনার ও বীরপত্নীর পক্ষে এরূপ সাধ স্বাভাবিক। প্রমীলা উপস্থিত থাকিলে লক্ষ্মণ, বোধ হয়, মেঘনাদকে বধ করিতে সমর্থ হইতেন না। কিন্তু প্রমীলার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। তাঁহার স্নেহপ্রবণহৃদয়া শ্বশ্রূ তাঁহাকে বলিলেন ;—

"থাক মা আমার সঙ্গে তুমি ; জুড়াইব
ও বিধুবদন হেরি এ পোড়া পরাণ ;"

সুশীলা কুলবধূর পক্ষে শ্বশ্রূর এরূপ অনুরোধ বা আদেশ লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়। শ্বশ্রূর কথায় একটী দ্বিরুক্তি করিবারও প্রমীলার শক্তি হইল না। প্রমীলাকে বীর্য্যবতী অথচ কুলবধূ করিয়া চিত্রিত করাতে

কবি নানাবিষয়ে তাঁহার চরিত্রের এইরূপ মনোহারিত্ব প্রকটনের সুযোগ পাইয়াছেন। জেরুজালেম-উদ্ধার কাব্যের বীরাঙ্গনা ক্লরিণ্ডার বা গিল্‌ডিপের ন্যায় তাঁহাকে স্বাধীনা ও রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ-পরায়ণা করিলে তিনি কখনই সেরূপ সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন না। তাহা হইলে তেজস্বিতার সঙ্গে কোমলতার সম্মিলনে প্রমীলা-চরিত্রে যে অপূর্ব্ব মনোহারিত্ব, আমরা তাহা দেখিতে পাইতাম না। ভুবনবিজয়ী শ্বশুর ও বাসবদর্পহারী পতি জীবিত থাকিতে কুলবধূ প্রমীলার পক্ষে, শত্রুদমনের জন্য, অস্ত্রধারণ নিতান্তই লজ্জাকর ও অস্বাভাবিক হইত। সেই জন্যই কবি, তাঁহাকে পতি-পদ-দর্শনোৎসুকা বীরাঙ্গনারূপে চিত্রিত করিয়া, তাঁহার লঙ্কাপ্রবেশ বর্ণনাতেই পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে রণরঙ্গিনীরূপে চিত্রিত করিবার প্রয়াস পান নাই।

অধিকাংশ সমালোচকের মতে মেঘনাদবধের এই তৃতীয় সর্গই কাব্যের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মেঘনাদবধের সর্ব্ব প্রধান দোষও এই তৃতীয় সর্গ হইতে আরব্ধ হইয়াছে। কবি, রাক্ষস পরিজনগণের প্রতি অতিরিক্ত সহানুভূতি বশতঃ, ইহাতে রামচন্দ্রের চরিত্রের হীনতাসাধন করিয়াছেন। মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গ হইতে রামচন্দ্রের আবির্ভাব আরব্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয় সর্গের রামচন্দ্র বিনীত, ধর্ম্মানুরাগী, এবং দেবগণের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ। চিত্ররথের সঙ্গে তাঁহার কথোপকথন শ্রবণ করিলে তাঁহার চরিত্রের কোমলতা ও মধুরতা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তৃতীয় সর্গে কবি, এই সকল সদ্‌গুণের সঙ্গে, তাঁহার চরিত্রে ভীরুতা-দোষ আরোপ করিয়াছেন। আর্ষ রামায়ণের রামচন্দ্রও বিনয় ও কোমলতার অবতার ছিলেন; কিন্তু তিনি ভীরু ছিলেন না। মহাপুরুষের পক্ষে ভীরুতার অপেক্ষা গুরুতর দোষ আর কিছুই হইতে পারে না। রোগ, শোক, বিপদ যাহাই ঘটুক, পর্ব্বতের ন্যায় অটল,

মেঘনাদবধের প্রধান দোষ।

নির্ভীক ভাবই মহাপুরুষের প্রকৃত লক্ষণ। ভবভূতি তাঁহার নাটক সমূহে ইহাই রামচন্দ্রের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু মধুসূদন, রামচন্দ্রকে বিনয়ী, ধর্ম্মপরায়ণ, এবং উদারস্বভাব করিয়াও, তাঁহাকে ভীরুতা দোষে দূষিত করিয়াছেন। নৃমুণ্ডমালিনীর রণ-প্রার্থনায় রামচন্দ্র যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার প্রথম অংশ অতীব সুন্দর। তিনি বলিয়াছিলেন ;

* * * "শুন সুকেশিনি,
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে ;
অরি মম রক্ষপতি ; তোমরা সকলে
কুলবালা, কুলবধূ ; কোন্ অপরাধে
বৈরিভাব আচরিব তোমাদের সাথে ?
আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে।"

ইহা তাঁহারই ন্যায় মহাপুরুষের উপযুক্ত। কিন্তু ইহার পরেই তিনি বলিলেন ;—প্রমীলাকে বলিও ;

"বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে।"

এই কথাগুলি রামচন্দ্রের চরিত্রের উপযুক্ত হয় নাই। বিনয় অবশ্যই অতি প্রশংসনীয় গুণ, কিন্তু বিনয়ের জন্য আত্মসম্মান বিসর্জ্জন পুরুষোচিত কার্য্য নহে। ইহার পর রামচন্দ্র বিভীষণকে বলিলেন ;—

"দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে
রক্ষোবর, যুদ্ধসাধ ত্যজিনু অমনি।
মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে।"

এই কথাগুলি শুনিলেই মনে হয় যে, রামচন্দ্র, তাঁহার স্বাভাবিক মহত্ত্ব অথবা স্ত্রী জাতির প্রতি সম্মান বশতঃ, প্রমিলার সঙ্গে উদার ব্যবহার করেন নাই ; প্রমীলার শৌর্য্যে ভীত হইয়াই, বিনাযুদ্ধে, তাঁহাকে পথপ্রদান করিয়াছিলেন।

"যুদ্ধসাধ ত্যজিনু অমনি",

ইত্যাদি কথাগুলি নিতান্তই ভীরু-জনোচিত হইয়াছে। রামচন্দ্রের চরিত্রে এরূপ ভীরুতা-দোষ আরোপ করাতে কাব্যের সৌন্দর্য্যের হানি হইয়াছে। একেই ত রাক্ষসগণের প্রতি অতিরিক্ত সহানুভূতি মধুসূদনকে রামচন্দ্রের মহত্ত্ব অনুভবে অক্ষম করিয়াছিল; তাহার উপর তিনি কাশীরামদাসের মহাভারতে প্রমীলার সঙ্গে ব্যবহারে অর্জ্জুনের যে আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও উন্নত নয়; অর্জ্জুনও তাহাতে কাপুরুষের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছেন। আদর্শকে উন্নত না করিয়া অন্ধের ন্যায় অনুসরণ করাতেই রামচন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে মধুসূদন এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। প্রমীলা-চরিত্রের গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে রামচন্দ্রেরও চরিত্রের মহত্ত্ব রক্ষিত হইলে মেঘনাদবধের তৃতীয় সর্গ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

**চতুর্থ সর্গ**—মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল আলোকের পর সন্ধ্যার সুস্নিগ্ধ ছায়া যেমন তৃপ্তিদায়িনী, মেঘনাদবধের তৃতীয় সর্গের পর চতুর্থ সর্গও তেমনই প্রীতিকর। যাঁহার অনুপম চরিত্র, এই সুদীর্ঘ কাল, হিন্দুনরনারীদিগের প্রাণ অমৃতাভিষিক্ত করিয়া আসিতেছে, চতুর্থ সর্গে আমরা সেই দেবীর অথবা সেই মূর্ত্তিমতী পবিত্রতার প্রথম সাক্ষাৎকার লাভ করি। লঙ্কাযুদ্ধের সময় সীতাদেবী কারাগারের বন্দিনী; কিন্তু সেই বন্দিশালার অভ্যন্তরেও মধুসূদন তাঁহার শোকমলিন মুখশ্রীতে যে মধুরতা সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইবার নয়। আমরা চতুর্থ সর্গে দেখিতে পাই, লঙ্কাপুরী আনন্দোৎসবে মগ্না। রত্নহারা রাজমহিষীর ন্যায় রাক্ষসরাজের কাঞ্চনসৌধকিরীটিনী পুরী দীপমালায় সুশোভিত হইয়াছে; গৃহাগ্রে গৃহাগ্রে বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইতেছে; বাতায়নে বাতায়নে দীপাবলী সজ্জিত রহিয়াছে, এবং চতুর্দ্দিকে কুসুমদাম বর্ষিত হইতেছে। যাঁহার পরাক্রমে দেবগণও ভীত, সেই ইন্দ্রবিজয়ী বীর মেঘনাদ পুনর্ব্বার সেনাপতি পদে

সীতাচরিত্র।

অভিষিক্ত হইয়াছেন, আশামুগ্ধ লঙ্কাবাসিগণ যে আনন্দসলিলে মগ্ন হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কবি তাঁহার স্বাভাবিক নৈপুণ্যের সহিত উৎসবময়া লঙ্কাপুরীর অতি মনোজ্ঞ চিত্র প্রদান করিয়াছেন। সেই আনন্দময়ী পুরীর মধ্যে কেবল একটীমাত্র উপবনে উৎসব ছিল না। শোকের ঘনান্ধকার, রজনীর তিমিরকে দ্বিগুণিত করিয়া, যেন তাহা আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। সেখানে সকলই নিস্তব্ধ, পক্ষীর কণ্ঠে পর্য্যন্ত স্বর ছিল না। ঘননিবিড় পত্রপুঞ্জ ভেদ করিয়া, চন্দ্রকিরণ তথায় প্রবেশ করিতে পারিত না। (কিন্তু অন্ধকারময় অরণ্যের অভ্যন্তরে যেমন একটি মাত্র কুসুম, বিকশিত হইয়া, বনভূমিকে সুশোভিত করে, তেমনই সেই আলোকশূন্য উপবনের মধ্যে এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল দেবীপ্রতিমা, চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া, তথায় বিরাজিত ছিল। রাশি রাশি কুসুম তাঁহার চতুর্দ্দিকে বৃন্তচ্যুত হইয়া পতিত হইতেছিল; সমীরণ, তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া, এক একবার উচ্ছ্বসিত হইতেছিল; এবং দূরস্থিতা প্রবাহিণী, তাঁহার দুঃখকাহিনী বীচীরবে গান করিয়া, সাগরাভিমুখে ধাবিতা হইতেছিল। দেবীর মুখ বিমলিন; অশ্রুধারা, নীরবে প্রবাহিত হইয়া, তাঁহার কপোলদ্বয় অভিষিক্ত করিতেছিল; কিন্তু কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতি, সেই মলিন মুখ হইতে বিনিসৃত হইয়া, কাননভূমি সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ব্যক্ত করিবার নয়।)

এই বনাধিষ্ঠাত্রী দেবী কে, তাহা কি আর বলিবার আবশ্যক করে? দুরন্ত চেড়ীগণ, অশোকবনস্থিতা সীতাদেবীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মেঘনাদের অভিষেক-উৎসব দর্শনের জন্য, অন্যত্র গমন করিয়াছিল। কিন্তু সীতাদেবী একাকিনী ছিলেন না। শত্রুপূর্ণ লঙ্কাপুরীর অভ্যন্তরেও একজন তাঁহার সমদুঃখভাগিনী ছিলেন। বিভীষণ-পত্নী সরমা, তাঁহাকে সান্ত্বনাদান করিবার জন্য, মধ্যে মধ্যে অশোকবনে আগমন করিতেন, তাঁহার ললাটে সধবা-লক্ষণ সিন্দূর-বিন্দু প্রদান করিতেন, এবং তাঁহার মুখে

তাঁহার অতীত কাহিনী শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্তা হইতেন। সীতাদেবীর ও সরমার কথোপকথন আর্ষ রামায়ণেও উল্লিখিত আছে, কিন্তু ছায়া ও দেহে যেরূপ সম্বন্ধ, মেঘনাদবধের সহিত তাহার সেইরূপ সম্বন্ধ বলিলে অসঙ্গত হইবে না। মেঘনাদবধের সীতা ও সরমার কথোপকথন সম্পূর্ণ রূপেই মৌলিক। যে বৃত্তান্তের "ছায়া" অবলম্বন করিয়া, ভবভূতি তাঁহার অমর গ্রন্থের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ রচনা করিয়াছেন, মেঘনাদবধের সীতাদেবী ও সরমার কথোপকথন তাহারই প্রসঙ্গে আরব্ধ হইয়াছে। উত্তররামচরিত ভিন্ন রামচন্দ্রের দণ্ডকাবাসের সেরূপ মনোহর, গার্হস্থ্য চিত্র আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সরমার অনুরোধে সীতা-দেবী তাঁহাকে আপনার পূর্ব্ব জীবনের সুখ, দুঃখের কথা শুনাইতেন। সে কথা বলিতে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইত; পূর্ব্বস্মৃতি, মর্ম্মান্তিক শেলের ন্যায়, তাঁহার অন্তর বিদীর্ণ করিত; কিন্তু বর্ষাজলপূর্ণা নদী, যেমন উভয়-কূল প্লাবিত করিয়া, শান্তি লাভ করে, সমদুঃখভাগিনীর নিকট অতীত কাহিনী বর্ণনা করিয়া, তিনিও তেমনই শান্তিলাভ করিতেন। হায়! বন্য কপোত-কপোতী, যেমন, বৃক্ষশাখায় কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া, সুখে বাস করে, সীতাদেবীও তেমনই রামচন্দ্রের সঙ্গে পঞ্চবটীতে সুখে বাস করিতেন। রাজদুহিতা ও রাজবধূ হইলেও দণ্ডকারণ্য যেন তাঁহার নিকট রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা সুখের হইয়াছিল। তিনি অরণ্য-ভূমিকে রাজ্য এবং অরণ্যচারীদিগকে প্রজারূপে প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন। কাননের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় তাঁহার দিন সুখে অতিবাহিত হইত। দণ্ডকারণ্য যাঁহার ভাণ্ডার, তাঁহার অভাব কি? বন-রম্য কুসুমরাজি, অপূর্ব্ব শোভায়, তাঁহার কুটীরের চতুর্দ্দিকে নিত্য নিত্য বিকশিত হইত; বনবৈতালিক পিকবর মধুর প্রাভাতিক সঙ্গীতে তাঁহাকে উদ্বোধিত করিত, এবং বননর্ত্তক ময়ূর ময়ূরীগণ প্রতিদিন তাঁহার দ্বারে আনন্দে নৃত্য করিত। সীতাদেবী স্বহস্তে কত বিহগশিশুকে আহার-

দান করিতেন, কত কুরঙ্গশাবককে প্রতিপালন করিতেন, রাজগৃহের বিলাসে অভ্যস্তা রাজবধূ, সরলা বনবালাগণের ন্যায়, অকৃত্রিম বন্যভূষণে ভূষিতা হইয়া, কতই আনন্দ লাভ করিতেন। সরসী তাঁহার মনোহর দর্পণ এবং কুবলয় তাঁহার অমূল্য শিরোভূষণ হইয়াছিল। তিনি যখন বনকুসুমে সজ্জিতা হইতেন, তখন রামচন্দ্র তাঁহাকে আদর করিয়া, বনদেবী বলিয়া ডাকিতেন। হায়! সে সকল কি বিস্মৃত হইবার কথা! তিনি কখন ছায়াকে সখীভাবে সম্বোধন, কখন কুরঙ্গিনীগণের সঙ্গে ক্রীড়া এবং কখন বা কোকিলের গীতে প্রতিধ্বনি করিতেন। তাঁহার স্নেহপালিত বৃক্ষলতা মঞ্জরিত হইলে তাঁহার আনন্দোৎসব হইত। অরণ্যচারিণী হইয়াও, তরুলতার বিবাহ দিয়া, তিনি গার্হস্থ্য সুখ অনুভব করিতেন। তাঁহার লতাবধূর কলিকাকে তিনি নাতিনী এবং ভ্রমরকে নাতিনীজামাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কুসুমিত বনভূমিতে, জ্যোৎস্নাধৌত নদীতটে, এবং সহকার-চ্ছায়া শীতল পর্ব্বতশিখরে রামচন্দ্রের সঙ্গে ভ্রমণ করিতে তাঁহার কতই আনন্দ! কৈলাসপুরীতে মহাদেবের পার্শ্বে আসীনা ভগবতীর ন্যায় রামচন্দ্রের মুখে তিনিও কত মধুর কথা শ্রবণ করিতেন। যে অমৃতময়ী বাণী, শত্রুপুরীস্থ অশোকবনের অভ্যন্তরেও যেন তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইত। নিষ্ঠুর বিধাতঃ! জন্মদুঃখিনী সীতার ভাগ্যে সে সঙ্গীত চিরদিনের জন্য কি সাঙ্গ করিলে?

সীতাদেবীর দণ্ডকাবাস।

হায়! বিধাতা সুখভোগের জন্য সীতাদেবীকে সৃজন করেন নাই। বনবাসিনী হইয়াও তিনি যে আনন্দলাভ করিতেছিলেন, অচিরাৎ তাহার অবসান হইল। তাঁহার সুখচন্দ্রমার রাহুরূপিণী শূর্পণখার দণ্ডকারণ্যে আবির্ভাবের সঙ্গে তাঁহার সর্ব্বনাশ ঘটিল। তিনি রাজদুহিতা ও রাজবধূ; তাঁহাকে বনবাসিনী করিয়াও যে বিধাতার তৃপ্তি হয় নাই, তাহা তিনি জানিতেন না। কুক্ষণে তিনি রামচন্দ্রের